চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 218 Saturday, 8 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২১৮ সংখ্যা ❋ ২২ আষাঢ়, ১৪৩০, শনিবার, ৮ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পাঁশকুড়া খুনে অভিযুক্ত আনিসুর রহমানের প্যারোল খারিজ করল কলকাতা হাই কোর্টের। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত শুক্রবার এই নির্দেশ জারি করেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ছত্তিশগড়ের চাহিদা শুধুমাত্র বিজেপিই জানে, আর তাই দিল্লির বিজেপি সরকার ছত্তিশগড়ের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী। ...বিস্তারিত পাতা ৬

সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললেন তামিম ইকবাল। শুক্রবার সস্ত্রীক শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তামিম। তারপরই অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথা জানান। ...বিস্তারিত পাতা ৮

৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল নয়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে ‘সুপ্রিম’ স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃ প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁদের পুনরায় ইন্টারভিউ দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট, সেই নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ফলে, ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আপাতত কোনও ইন্টারভিউ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁদের চাকরি নিয়েও কোনও অনিশ্চয়তা রইল না। এই ৩২ হাজার শিক্ষকের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কোনও অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ছাড়াই নিয়োগ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের নির্দেশ, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যতক্ষণ পর্যন্ত এই মামলায় সব পক্ষের বক্তব্য শুনে রায় না দিচ্ছে, ততক্ষণ স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে। ২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে। অভিযোগ ছিল, ওই সময় প্রশিক্ষণ নেননি, এমন অনেকেই চাকরি পেয়েছিলেন। সেই মামলাতেই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর যাঁরা ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন, তাঁদের ডেকে গোপন জবানবন্দি

নেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানেই উঠে আসে, কোনও অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট নেওয়া হয়নি। এরপরই ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ। তাঁর নির্দেশ ছিল, ৪ মাস পর্যন্ত স্কুলে যেতে পারবেন ওই শিক্ষকেরা, তবে তাঁদের পার্শ্বশিক্ষকদের কাঠামো অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে। পরে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ সেই মামলায় চাকরি বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। তবে পুনরায় ইন্টারভিউ নেওয়ার নির্দেশ বহাল ছিল ডিভিশন বেঞ্চেও। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিকে আদালতের নির্দেশে চাকরি যাওয়ার পর আবারও কোর্টে যান ববিতা সরকার। কোনওভাবে যদি চাকরি ফিরে পাওয়া যায়, তার জন্য সবরকম চেষ্টায় তিনি। বৃহস্পতিবারই একাদশ-দ্বাদশের ওএমআর প্রকাশের আবেদন জানিয়েছিলেন আদালতে। ববিতার সেই আবেদনে মান্যতা দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশমের প্রকাশিত হয়েছে আগেই। আজ শুক্রবার ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হওয়া ৫ হাজার ৫০০ জন-সহ ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের ওএমআর প্রকাশ করার নির্দেশ দিল আদালত।

ভোটের দিন নিজের বুথের বাইরে যেতে পারবেন না শুভেন্দু

সিদ্ধান্ত বহাল আদালতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তিনি শুধুমাত্র ভোটের সময় নিজের বুথে ভোট দিতে পারবেন। এছাড়া, অন্য কোনও বুথে যেতে পারবেন না। একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দুর আর্জি খারিজ এমনই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অর্থাৎ ভোট চলাকালীন বুথে বুথে ঘুরে পরিদর্শন করতে পারবেন না শুভেন্দু। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের জারি করা নোটিসকে সম্মতি জানিয়ে শুভেন্দু আবেদন করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামীকাল শনিবার রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃহস্পতিবার একটি নোটিশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। শুভেন্দু অধিকারীকেও কাঁথি থানার তরফে গতকাল একটি নোটিশ দেওয়া হয়। তাতে জানানো হয়

ভোট চলাকালীন অর্থাৎ সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারী শুধুমাত্র নিজের বুথ এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারবেন না। পূর্ব মেদিনীপুরে জেলা প্রশাসনের তরফে থানা মারফত এই নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ওঠে বিচারপতি অমৃতা সিনহার সিঙ্গেল বেঞ্চে। সেই মামলায় শুভেন্দু অধিকারীর আর্জি খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, শুভেন্দু শুধুমাত্র নিজের বুথ এলাকাতেই থাকতে পারবেন। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র শুভেন্দু অধিকারীকেই নয়, তাঁর সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষী বা কেন্দ্রীয় বাহিনীও বুথের বাইরে যেতে পারবে না বলে নোটিশে জানানো হয়েছিল। যদিও শুভেন্দু অধিকারী কাঁথি থানার কাছ থেকে নোটিশ পাওয়ার পরে আইনি পথে হাঁটার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি আইন জানেন। ভোটের দিন কতটা যাওয়া যায়, কতটা যাওয়া যায় না। সেই আইন তাঁর জানা আছে। তিনি নিজের বুথের বাইরে অন্য কোথাও যাবেন না বলেই জানিয়েছিলেন। তবে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন হলে তিনি পাশে দাঁড়াবেন বলেও জানান। এই মামলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয় নোটিশ শুধু শুভেন্দুকেই দেওয়া হয়নি। যাতে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি না হয় তার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদেরই এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য শোনার পরে এই মামলা খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি, সবার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম জারি করা হয়েছে। তাই কমিশনের সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে রাজ্যপাল, কথা বললেন নিহতদের পরিবারের সঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রাক নির্বাচন হিংসায় ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলাতে মোট ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও কোচবিহারের পর এবার মুর্শিদাবাদ সফরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের দিনে মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে বহরমপুরে পৌঁছন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সকালে কলকাতা থেকে ট্রেনে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে এসে পৌঁছন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। জুন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে ফেরার পথে দুস্কৃতীরা মোজাম্মেল হককে খুন করে বলে অভিযোগ। তিনি হজবিবি ডাঙ্গা গ্রামের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন রাজ্যেপাল। এদিন খড়গ্রামে নিহত কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ সেখের বাড়িতে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে গিয়ে নিহত কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মনোনয়ন পর্বের প্রথম দিন ৯ জুন নিহত হয়েছিলেন কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ সেখ। অভিযোগ উঠেছিল

সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তিনি বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে বিশ্রাম নিয়েই সড়ক পথে নবগ্রামে হজবিবি ডাঙ্গা গ্রামে তৃণমূলের নিহত অঞ্চল সভাপতি মোজাম্মেল হকের বাড়িতে যান। রাজ্যপাল গিয়ে কথা বলেন নিহত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তারপরেই খড়গ্রাম ব্লকের রতনপুর গ্রামে নিহত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে উপস্থিত হন রাজ্যপাল। কথা বলেন নিহত কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। নবগ্রামের নিহত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী মোজাম্মেল হকের পরিবার জানান, রাজ্যপাল তাঁদের কাছে জানতে চান, কী ভাবে খুন হন মোজাম্মেল হক? কী ঘটনা ঘটেছিল সেইদিন। প্রসঙ্গত, গত ১৫ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এদিন রাজ্যপালকে সামনে পেয়ে বিচার চাইল নিহত কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদের পরিবার। জানালেন নিরাপত্তাহীনতার কথা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ মৃত কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের। সিবিআই তদন্তের আর্জি জানান ফুলচাদ শেখের স্ত্রী এসমিনা খাতুন। ফুলচাঁদ শেখের দাদা বাণি ইসরাইলের দাবি, হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল। ভোট দিতে গেলে অশান্তি হবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। এদিন পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল, দিয়েছেন পাশে থাকার আশ্বাস। শুক্রবার দুপুরে খড়গ্রাম ও নবগ্রামের সফর শেষ করেই মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যান্য প্রান্তেও যান। পরে বিকালে হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেসে ট্রেনে করে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন।

‘বিরোধীদের হয়ে প্রচার করছেন’, রাজ্যপালকে তুমুল কটাক্ষ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রাক নির্বাচন হিংসায় ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলাতে মোট ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও কোচবিহারের পর এবার মুর্শিদাবাদ সফরে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের দিনে মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে বহরমপুরে পৌঁছন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালকে কটাক্ষ করে এবার বিস্ফোরক তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষেক। এদিন তিনি বলেন, ‘‘পরিস্কার কথা উনি সীমা লঙ্ঘন করছেন। সাংবিধানিক ও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করছেন। উনি কার্যত প্রচার করছেন বিরোধীদের। গণমাধ্যমকে বিকৃত করছেন। বিরোধীদের সুবিধা পাইয়ে দিতে চাইছেন। বাংলার মানুষ ওঁকে বিজেপির দালাল, এজেন্ট বলছেন। প্রচার শেষে ভোটের ইস্যু করছেন।’’ কুণাল আরও বলেন, ‘‘জগদীপ ধনখড়ের সময় যে অপসংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, তা থেকে একধাপ এগিয়ে গেলেন তিনি। ভোটের আগের দিন তিনি অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। বিরোধীরা পরিকল্পিত ভাবে এটা করছে। সমালোচনায় মুখর হতেই তিনি বিকৃত প্রচার করছেন। বিরোধীদলের হয়ে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন।’’ প্রসঙ্গত, গত ১৫ জুন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে ফেরার পথে দুস্কৃতীরা মোজাম্মেল হককে খুন করে বলে অভিযোগ। তিনি হজবিবি ডাঙ্গা গ্রামের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

ভোটের আগের দিন হিংসার হটস্পট আউশগ্রাম, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে লাঠালাঠি তৃণমূল-সিপিএমের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৭ জুলাইঃ শুক্রবার দিনভর দফায় দফায় অশান্তি চলল নানা জেলায়। বোমাবাজি, সংঘর্ষ, খুনোখুনি, পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকেই যেন বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে ভাঙর, দিনহাটার মতো এলাকা। এবার পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তুমুল ঝামেলা বাঁধল। জানা গেছে, ভোটকর্মীরা বুথে ঢোকার পরেই তৃণমূল ও সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে লাঠালাঠি বেঁধে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বুথে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট তিনটি বুথ- ৭, ৭এ ও ৮ নম্বর। জানা গেছে, এখানে কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হয়নি। এদিন বুথে ভোট কর্মীরা ঢোকার পর থেকেই ঝামেলা শুরু হয়। সূত্রের খবর, তৃণমূল ও সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে লাঠিসোটা দিয়ে দু’পক্ষই একে অপরের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তর্কাতর্কি হাতাহাতিতে বদলে যায়। তুমুল অশান্তি শুরু হয়ে যায় বুথে। এলাকাবাসীরা বলছেন, তৃণমূল ও সিপিএম দু’পক্ষের কর্মী-সমর্থকরাই লাঠি নিয়ে মারামারি করছিলেন। সংঘর্ষে একজন সিপিএম প্রার্থী সহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। জখম সিপিএম প্রার্থীর নাম সাদেক আলি। তৃণমূলের দুই কর্মীও জখম। ঝামেলা থামাতে গিয়ে আহত হয়েছেন গ্রামবাসীদের কয়েকজন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নয়া নির্দেশিকা কমিশনের

প্রতিটি কেন্দ্রেই থাকবে ৪ জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ আদালতের নির্দেশেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে ভোট হচ্ছে রাজ্যে। হাইকোর্টের প্রস্তাব ছিল, প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ সমান অনুপাতে মোতায়েন করার কথাও বলা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী আদৌ থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। শনিবারই একদফায় ভোটগ্রহণ হবে রাজ্যে। তার আগে শুক্রবার নতুন নির্দেশিকা জারি করে জানানো হল কোন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কতজন জওয়ান মোতায়েন থাকবেন। আধা সেকশন বাহিনী অর্থাৎ অন্তত ৪ জন জওয়ান মোতায়েন করতেই হবে প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। বৃহস্পতিবার রাতে কমিশনে গিয়ে স্পর্শকাতর বুথের তালিকা সংগ্রহ করেছেন আইজি বিএসএফ। রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মোট ৬১ হাজার ৬৩৬টি বুথ রয়েছে। প্রত্যেক বুথে একজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং একজন করে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র কর্মী মোতায়েন করা হবে, এমনই পরিকল্পনা ছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু প্রতি বুথে আধা সেকশনের কম বাহিনী মোতায়েন করার নিয়ম নেই। নতুন নির্দেশিকাতেও দেখা যাচ্ছে, ন্যূনতম আধা সেকশন বাহিনী

মোতায়েন করার কথা বলা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, একটি বুথ আছে, এমন কেন্দ্রে আধা সেকশন বা ৪ জওয়ান থাকবেন, দুটি বুথ আছে, এমন কেন্দ্রে থাকবেন ৬ জওয়ান। ৩ বা ৪টি বুথ বিশিষ্টকেন্দ্রে ১ সেকশন অর্থাৎ ৮ জন জওয়ান মোতায়েন করার কথা বলা হয়েছে। ৫ বা ৬টি বুথ থাকলে এক ও আধা সেকশন অর্থাৎ ১২ জন জওয়ান, ৭-এর বেশি বুথ থাকলে ১৬ জন জওয়ান মোতায়েন থাকবে বলে জানানো হয়েছে। আর স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় থাকবে ১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্যে যে পরিমান বাহিনী এসেছে, তাতে সব বুথে এই নিয়ম মেনে মোতায়েন করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের জন্য ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রের কাছে। প্রথম দফায় রাজ্যে আসে ২২ কোম্পানি ও পরে ৩১৫ কোম্পানি বাহিনী এসেছে রাজ্যে। সূত্রের খবর, সব বুথে বাহিনী মোতায়েন করা সম্ভব না হলে স্পর্শকাতর বুথগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৭ দিনের মাথাতেই স্থগিত হয়ে গেল অমরনাথ যাত্রা

বেস ক্যাম্পে আটকে ৭ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী

শ্রীনগর, ৭ জুলাইঃ অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে সবেমাত্র ৬ দিন পেরিয়েছে। এর মধ্যেই স্থগিত হয়ে গেল যাত্রা। প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ধসের জেরেই শুক্রবার থেকে যাত্রা স্থগিত করে দিল জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন। শ্রী অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড ও জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের তরফে এদিন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অমরনাথ যাত্রা স্থগিতের কথা জানানো হয়েছে।

পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা ভেবেই আপাতত অমরনাথ যাত্রা স্থগিত করা হল বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। আবার কবে যাত্রা শুরু হবে তা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়নি। আবহাওয়ার উন্নতি হলেই পুনরায় যাত্রা শুরু হবে বলে জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন জানিয়েছে। এদিকে, হঠাৎ করে যাত্রা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন ক্যাম্পে আটকে পড়েছেন কয়েক হাজার পুণ্যার্থী। জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রে খবর, জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। কিছু পাহাড়ে ধসও নেমেছে। ঝুঁকি এড়াতেই এদিন সকাল থেকে অমরনাথ যাত্রা স্থগিত করে দেওয়া হল। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও পুণ্যার্থী হেঁটে বা ডুলিতে বা ঘোড়ায় চড়েও অমরনাথ গুহার দিকে এগোতে পারবেন না। বালতাল এবং পহেলগাঁওয়ের নুনওয়ান বেস ক্যাম্পেই অমরনাথ যাত্রীদের আটকে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, হঠাৎ করে অমরনাথ যাত্রা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় বালতাল ও পহেলগাঁও বেস ক্যাম্পে ৭ হাজারের বেশি যাত্রী আটকে রয়েছেন। যার মধ্যে কেবল পহেলগাঁও বেস ক্যাম্পে আটকে পড়েছেন ৪৬০০ পুণ্যার্থী এবং বালতাল ক্যাম্পে রয়েছেন ২,৪১০ জন। আটকে পড়া যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ, মহিলা, শিশু সহ বহু সন্ন্যাসী রয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, ১ জুলাই অর্থাৎ যাত্রা শুরুর দিন থেকে ৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৮৪ হাজার ৭৬৮ জন পুণ্যার্থী অমরনাথ গুহা দর্শন করেছেন। কেবল বৃহস্পতিবারই গুহায় প্রবেশ করেছেন ১৭ হাজার ২০২ জন। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ১ তারিখ থেকেই অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়। চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। মাত্র ৬২ দিন খোলা থাকবে গুহা। পহেলগাঁও ও বালতাল-দুটি বেস ক্যাম্প থেকেই অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী অমরনাথ গুহা দর্শনে যান। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বেস ক্যাম্প থেকে হেঁটে, ঘোড়ায় এবং ডুলিতে চড়ে যাত্রীদের অমরনাথ গুহায় পৌঁছনোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু, গুহা-দর্শন শুরুর মাত্র ৭ দিনের মাথাতেই খারাপ আবহাওয়ার জন্য স্থগিত হয়ে গেল অমরনাথ যাত্রা।

ভোটমুখী চার রাজ্যে দায়িত্ব দেওয়া হল বাঘা নেতাদের, বিজেপির নয়া কৌশল

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃ আর কিছুদিনের মধ্যেই দেশের একাধিক রাজ্যে ভোটের দামামা বাজবে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এবার বিজেপির পক্ষ থেকে সেই রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একেবারে অভিজ্ঞ, বাঘা, বাঘা নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার দেখে নিন কোন রাজ্যে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে মধ্যপ্রদেশের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর আগে তিনি বিহার ও গুজরাটের দায়িত্বে ছিলেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তাঁকে সহযোগিতা করবেন। ইতিমধ্যে বিজেপি মধ্যপ্রদেশের জন্য ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে। এবার রাজস্থানের প্রসঙ্গ। সেখানে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। একদিকে কংগ্রেস। অন্যদিকে বিজেপি। কংগ্রেসের হাত থেকে রাজস্থানকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টার কোনও কসুর করছে না বিজেপি। সেখানে ইলেকশন ইন চার্জ হিসাবে বিজেপির তরফে থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। দুই সহযোগী ইনচার্জ হিসাবে থাকবেন নীতীন প্যাটেল ও কুলদীপ বিষ্ণোই। এবার ভোটমুখী তেলেঙ্গানা। তেলেঙ্গানা জয় এবার

বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে নির্বাচনী ইন চার্জের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভরেকরকে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনশল তাঁকে সহযোগিতা করবেন। তবে তিনি আগে থেকেই ওই রাজ্যের দায়িত্বে রয়েছেন। ছত্তিশগড়ের দিকে বাড়তি নজর বিজেপির। শুক্রবার সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য রাখেন। সেখানে দলের নেতা ওম মাথুরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য তাঁকে সহযোগিতা করবেন। এদিকে কার্যত মাটি কামড়ে লড়াই। কোন রাজ্যে দলের কোথায় ঘাটতি রয়েছে, কীভাবে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা যায় সবটাই তারা দেখবেন। আর বিজেপির এই নয়া স্ট্রাটেজিতেই চমক আছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বিজেপি যে মাটি কামড়ে লড়াই করে যাবে তা আর বলার তো অপেক্ষা রাখেই না, উপরন্তু তাদের দূর্গ আরও শক্তিশালী করার নয়া কৌশল তৈরি করতে ব্যস্ত শীর্ষ নেতৃত্ব।

করমণ্ডল দুর্ঘটনায় গ্রেফতার ৩ রেলকর্মী

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃ ভয়াবহ করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার আতঙ্ক এখনও কাটেনি। এই দুর্ঘটনায় কারও গাফিলতি প্রমাণিত হলে রেহাই পাবে না বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার সেই দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ৩ রেলকর্মীকে গ্রেফতার করল সিবিআই। ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনার এক মাস ৫ দিনের মধ্যেই শুক্রবার অভিযুক্ত ৩ জনকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যা এবং প্রমাণ ধ্বংসের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ৩ জনের নাম অরুণ কুমার মহন্ত, মহম্মদ আমির খান এবং পাপ্পু কুমার। এঁদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড এবং প্রমাণ ধ্বংসের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ৩ রেলকর্মীর কার্যকলাপের জেরেই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং এরকম কিছু যে ঘটতে পারে, সে ব্যাপারে তাঁরা ‘ওয়াকিবহাল’ ছিলেন বলে সিবিআই সূত্রে খবর। সিগন্যালিং ব্যবস্থার

গণ্ডগোলের জন্যই করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল বলে রেল সুরক্ষা কমিটি ও সিবিআই তদন্তে উঠে এসেছিল। তারপর তদন্ত এগোলে এই দুর্ঘটনার নেপথ্যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের তথ্য উঠে আসে। তারপর সিগন্যালিং ব্যবস্থার গণ্ডগোলের পিছনে মানুষের ভুল চিহ্নিত করেন এবং নাশকতা বা যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনার কথা খারিজ করে দেন রেলওয়ে সুরক্ষা কমিশনার। সামগ্রিক বিষয়টি পরিদর্শনে গাফিলতি রয়েছে এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা অনুসরণ করা হয়নি বলেও সিআরএস উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত, গত ২ জুন রাতে বাহানাগা বাজার স্টেশনের অদূরে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার কবলে পড়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। হঠাৎ করেই ট্রেনটি লুপ লাইনে চলে যায় এবং ওই লাইনে আসা মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। মালগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের বগিগুলি দুমড়ে-মুচড়ে চারদিকে ছিটকে যায়। সেই সময় যশবন্তপুর এক্সপ্রেসও ওই লাইনে চলে আসে এবং কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনায় প্রায় ৩০০ জনের মৃত্যু হয় এবং হাজার খানেক যাত্রী গুরুতর আহত হন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রেলমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। তারপর এই দুর্ঘটনার তদন্তে নামে সিবিআই। সিগন্যালিংয়ে ত্রুটির জন্যই এই দুর্ঘটনা বলে সিআরএস ও সিবিআইয়ের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে উঠে আসে।

৩.৬ মাত্রায় ভূমিকম্পে কাঁপল হিমাচল

সিমলা, ৭ জুলাই ঃহিমাচল প্রদেশে আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার সকালে রাজ্যের আদিবাসী জেলা কিন্নৌরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়েছে ৩.৬। এই ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।সিমলার আবহাওয়া কেন্দ্রের মতে, শুক্রবার সকাল ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৬ এবং এর কেন্দ্রস্থল ছিল কিন্নৌর ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ কিলোমিটার নীচে। রাজ্য বিপর্যয.মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ ভূমিকম্পের কারণে কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা অস্বীকার করেছে। এর আগেও বহুবার কিন্নৌরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।প্রসঙ্গত, হিমাচল প্রদেশ ভূমিকম্পের দিক থেকে খুবই সংবেদনশীল। বিশেষ করে চম্বা, কাংড়া এবং মান্ডি জেলাগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলা পরিজনদের মারধর, খড়ের গাদায় আগুন ঝড়খালিতে

ঝড়খালি, ৭ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে অশান্তি থামছেই না দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। এবার ঝড়খালিতে হামলা চলল বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে প্রার্থীর পরিবারের সদস্যদের মারধরের পাশাপাশি খারে গাদায় আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝড়খালি কোস্টাল থানার নফরগঞ্জ এলাকায়। নফরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫২ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী লিপিকা মণ্ডল ও তাঁর স্বামীকেও মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। গ্রামের মানুষজন বেরিয়ে এলে পালিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। রাতেই খবর পেয়ে ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, ভোটের দিন বুথে গেলে খুন করার হুমকি দিয়েছে তৃণমূলের দুস্কৃতীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত ওই বিজেপি প্রার্থী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

ভুগছিলেন মানসিক অবসাদে! ক্যাম্প অফিসে আত্মঘাতী কোয়েম্বাটুরের ডিআইজি বিজয়কুমার

কোয়েম্বাটুর, ৭ জুলাই ঃ নিজ রক্ষীর বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন তামিলনড়ুর কোয়েম্বাটুর রেঞ্জের ডিআইজি সি বিজয়কুমার। শুক্রবার সকালে নিজ বাসভবনেই আত্মঘাতী হন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে তাঁর ক্যাম্প অফিসের সামনে আত্মহত্যা করেন তিনি। ডিআইজি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে ঠিক কী কারণে আত্মহত্যা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ডিআইজি। সকাল ৬.৪৫ মিনিটে ক্যাম্প অফিসে ফিরে আসেন তিনি। তার পরই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীকে তাঁর পিস্তলটি দিতে বলেন। পিস্তলটি নিয়ে অফিসের বাইরে বেরোন ডিআইজি। সকাল ৬.৫০ মিনিটে ওই পিস্তল দিয়ে গুলি চালিয়ে নিজেকে শেষ করেন তিনি।ক্যাম্প অফিসে কর্তব্যরত অন্য আধিকারিকেরা খবর দেন শীর্ষ আধিকারিকদের। খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ সূত্রে দাবি, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছিল না তাঁর। এ কথা সহকর্মীদের বলেছিলেন ডিআইজি। তিনি অবসাদেও ভুগছিলেন বলে দাবি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজছে জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর, ৭ জুলাই ঃঅবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নেমেছে। তবে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে শুক্রবার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হল অমরনাথ যাত্রা। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার কারণে এদিন অমরনাথের পবিত্র গুহার দিকে যেতে দেওয়া হয়নি কোনও পুণ্যার্থীকে। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৯ জুলাই পর্যন্ত এমনই বৃষ্টি চলবে জম্মু ও কাশ্মীরে।শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত (বিগত ২৪ ঘঃটায়) শ্রীনগরে ১.২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, পহেলগামে ৭.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, গুলমার্গে ০.৬ মিলিমিটার। বৃষ্টির সৌজন্যে

সুরাটের দায়রা আদালতের রায়ই বহাল রাখল গুজরাট হাইকোর্ট! মোদী পদবি মামলায় অস্বস্তিতে রাহুল গান্ধী

আহমেদাবাদ, ৭ জুলাই ঃ সাংসদ পদ আর ফিরে পাচ্ছেন না কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। মোদী পদবি মামলায় শুক্রবার গুজরাটের সুরাটের দায়রা আদালতের রায়ই বহাল রাখল গুজরাট হাইকোর্ট। ফলে রাহুল গান্ধী আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না, তবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন।গুজরাট হাইকোর্ট এদিন বলেছে, ট্রায়াল কোর্টের (দায়রা আদালত) দোষী সাব্যস্ত করার রায় সঠিক ছিল, উল্লিখিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও দরকার নেই। তাই আবেদন খারিজ করা হচ্ছে। হাইকোর্ট আরও উল্লেখ করেছে, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১০টি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, মোদী পদবি নিয়ে ‘ মন্তব্যের জেরে সুরাটের ম্যাজিস্ট্রেট

আদালত রাহুলকে দু’বছরের জেলের সাজা দিয়েছিল। এই সাজাপ্রাপ্তির কারণে লোকসভায় রাহুলের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়।প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের প্রচারের সময় কর্নাটকের কোলারে ‘ পদবি তুলে আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে গত ২৩ মার্চ সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এইচএইচ বর্মা ২ বছর জেলের সাজা দিয়েছিলেন রাহুলকে। তবে ‘ মানহানি’ মামলায় দোষী রাহুলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদনের জন্য তাঁকে ৩০ দিন সময় দিয়েছিলেন বিচারক। সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২৪ মার্চ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮(৩) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেছিলেন। এর পর রাহুল নিজেকে দোষী ঘোষণা করার বিরুদ্ধে এবং তাঁকে দেওয়া সাজার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে গত ৩ এপ্রিল সুরাটেরই দায়রা আদালতে (সেশনস কোর্ট) আবেদন করেছিলেন। কিন্তু গত ২০ এপ্রিল অতিরিক্ত দায়রা বিচারক আরপি মোগেরা সেই আবেদন খারিজ করে সাজা কার্যকরের রায় বহাল রাখেন। ফলে সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা হাতছাড়া হয় তাঁর। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে রাহুলের আইনজীবী বিএম মঙ্গুকিয়া সুরাট দায়রা আদালতের সাজা কার্যকর করার নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনই শুক্রবার খারিজ করে দিয়েছে গুজরাটের উচ্চ আদালত।

ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন শুরু, বিরোধীদের হইহট্টগোল

আগরতলা, ৭ জুলাইঃত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতেই ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক যাদব লাল নাথের নীল ছবি কান্ডে উত্তপ্ত বিধানসভা। বিরোধী দলের হইহট্টগোলের মধ্যেই অর্থমন্ত্রী প্রণজি সিংহ রায় বাজেট ভাষণ শুরু করেছেন।শুক্রবার থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। চারদিনের এই অধিবেশন চলবে ১৩ জুলাই পর্যন্ত। বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক যাদব লাল নাথের নীল ছবি কান্ডে বিরোধীদের হইহট্টগোলে বিধানসভায় শুরু উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিরোধী দলের হইহট্টগোলের মধ্যেই অর্থমন্ত্রী প্রণজি সিংহ রায় বাজেট ভাষণ শুরু করেছেন।

বাংলাদেশপর কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সন্ত্রাসী দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে নিহত ৫

শ্যানল সান্যাল, ঢাকা,বাংলাদেশঃ বাংলাদেশের কক্সবাজারের জেলার উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সন্ত্রাসী দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে পাঁচজন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প-৮ এ ঘটনা ঘটে।এই ঘটনায় নিহতরা হলেন- ক্যাম্প-৮ (পশ্চিম অংশ) এর বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ হামীম (ক্যাম্প-১৩ এর নুরুল আমিন ও ক্যাম্প-১০ এর মো. নজিমুল্লাহ। আরেকজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন এপিবিএন অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) আমির জাফর বলেন, আজ শুক্রবার ভোরে ৮ নং ক্যাম্পে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আহত আরও দুই জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাদের মৃত ঘোষণা করেন। এপিবিএন অধিনায়ক জানান- গুলাগুলির এ ঘটনায় জ।তিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রোহিঙ্গারা জানান, ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরে শুক্রবার ভোরে দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে ৫ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় সাধারণ রোহিঙ্গাদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।এপিবিএন’র সহকারী পুলিশ সুপার (অপারেশন অ্যান্ড মিডিয়া) ফারুক আহমেদ বলেন, ক্যাম্পে একাধিক সন্ত্রাসী গ্রুপের তপরতা রয়েছে। পুলিশ এদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন, ক্যাম্পে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যারা জ।তি তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। ৭ জুলাই শুক্রবার বন্দুক যুদ্ধের ঘটনায় যারা জ।তি তাদের ধরতে ব্যাপক অভিযান চলছে।

আমতায় ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ একই পরিবারের তিন জন

অভিজি হাজরা, আমতা, হাওড়াঃ এবারের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা বিধান সভার কল্যাণপুরে একই পরিবারের তিন জন একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন।ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন ভাইপো ও দু’ই তুতো কাকা। একই বুথ থেকে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস দল থেকে ভাইপো,দু’ই তুতো কাকার এক কাকা লড়ছেন সি পি এম দল থেকে,অন্য কাকা লড়ছেন বি জে পি দল থেকে। একই পরিবারের তিন জন ভোট ময়দানে একে অপরের বিরুদ্ধে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হন সেটা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন আমতা বিধান সভার কল্যানপুরের বাসিন্দারা। এবারের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমতা বিধান সভার কল্যানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর এলাকা থেকে ২৭০ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়েছেন সুরজি ব্যানার্জী ।ঐ একই বুথ থেকে একই নামে দুজনের একজন আশিস ব্যানার্জী বি জে পি দলের প্রার্থী এবং অন্য জন আশিস ব্যানার্জী সি পি এম দলের প্রার্থী হয়েছেন।বি জে পি প্রার্থী আশিস ব্যানার্জী ’ গোটু ’, সি পি এম প্রার্থী আশিস ব্যানার্জী ’ শিবদা ’ নামেই এলাকায় পরিচিত। এবারে প্রথমবার ভোট যুদ্ধের ময়দানে ভোট লড়াইয়ে ভাইপো সুরজি ব্যানার্জী অবতীর্ণ হয়ে দু ’ই কাকার বিরুদ্ধে সমভাবে রাজনৈতিক লড়াই চালাচ্ছেন।যদি ও ভোট যুদ্ধের ময়দানে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন তা স্বত্বে ও তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কের কোন চিড় ধরে নি। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুরজি ব্যানার্জী বলেন,’ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে যে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে তা যেমন এই কয়েক দিন প্রচারে আমি মানুষের সামনে তুলে ধরেছি, এর পাশাপাশি কেন্দ্রের বি জে পি সরকারের ব্যর্থতা, রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা ও রাজ্যের পাওনা টাকা আটকে রাখার কথা প্রচার করেছি। সেই সাথে সাথে সি পি এম জমানায়. সন্ত্রাসের কথা ও প্রচার করেছি।ভোট যুদ্ধের মযদানে নেমে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রচার ও কথা বললেও দু ’ই কাকার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোনো কথাই বলি নি।একে অপরের বিরুদ্ধে ভোট যুদ্ধের মযদানে লড়াইযে. নামলে ও আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনের কোনো চিড় ধরে নি। পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন অটুট রযেছে। কাকাদের সুখ - দুঃখে, বিপদে - আপদে আমরা যেমন ছুটে যাই- কাকাদের পাশে দাঁড়াই তেমনই কাকারা ও আমাদের সুখ - দুঃখে,বিপদে -আপদে ছুটে আসেন,আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় ’ ।ভোট যুদ্ধের মযদানে ভাইপোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সি পি এম প্রার্থী আশিস ব্যানার্জী ও বি জে পি প্রার্থী আশিস ব্যানার্জী বলেন,’ ভোটের যুদ্ধের ময়দানে ভাইপোর বিরুদ্ধে লড়াইযের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক কোনো বিষয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক লড়াই। প্রচারে আমরা তিনজনই সেটা বলেছি। ভোটের প্রচারে আমরা কেউই কারও কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ দেখাই নি। আমাদের তিনজনের মধ্যে থেকে একজনই জযী হবে। বাকি দুই জন পরাজিত হব।এতে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের কোনো চিড় ধরবে না। পারিবারিক সম্পর্কের কোনো রকম বিরূপ প্রভাব পড়বে না।কাকা - ভাইপোর পারিবারিক সম্পর্ক আগে যেমন ছিল,ভোটে একজনের জয় লাভের পর ও তাই থাকবে ’ ।দু ’ই কাকা ও তুতো ভাইপোর ভোট যুদ্ধের ময়দানে লড়াইয়ের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছেন এলাকার মানুষ।

নতুন বহুমুখিনতার পক্ষে সওয়াল প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াসের ভিত্তি হয়ে উঠেছে

নয়াদিল্লি, ৭জুলাইঃসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে তাঁর কর্মসূচির অন্যতম হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বহুমুখিনতার পুনর্জাগরণের প্রসার এবং বিশ্বে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম সরকারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গত২০ জুন নিউইয়র্কে অবতরণ করেছেন । ২০১৪-য় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম । তার আগে হোয়াইট হাউস থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সফর ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গভীর নৈকট্য এবং মার্কিন ও ভারতীয়দের মধ্যে যোগাযোগকে পুনঃস্বীকৃতি দেবে । নিশ্চিতভাবে বিশ্বের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী আরও দৃঢ় হবে । যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভারতকে বিশ্বের দরবারে হাজির করানোর প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপ্নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে । ব্যক্তিগত গভীর বিশ্বাসে আন্তর্জাতিক সিলমোহর দেওয়া যাবে এবং বিশ্ব মঞ্চে ভারতের নেতৃত্ব প্রকাশ পাবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম কর্মসূচির অন্যতম রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদযাপন, যা সরাসরি এই তিন নীতির প্রতিফলন । রাষ্ট্রসংঘে তিনি বলেছেন, যোগা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত -এর মূল উদ্দেশ্যের প্রতিফলন, যা সারা পথিবীর কাছে একটি আদর্শ । এতে অন্তঃদৃষ্টির প্রসার ঘটে । আমাদের বিরোধ, অবরোধ, প্রতিরোধ দূরীভূত হয় । ভারত চিরকাল মিলন, মানিয়ে নেওয়া এবং আত্মীকরণের প্রাচিন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী । এবং যোগা বসুধৈব কুটুম্বকমের ধারণারই প্রসার ঘটায় । ২০২৩-এ প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা আরও একবার সফল হয়েছিল, যখন আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ঐতিহাসিক লাইফ(এলআইএফই) উদ্যোগের সূচনা করেন তিনি । সবই একই নীতি অনুসরণ করে চালিত । দুটি ক্ষেত্রেই একান্ত ভারতীয় নৈতিকতা ব্যক্তি থেকে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিকস্তরে সঠিক অনুশীলন বলে স্বীকৃতি পেয়েছে । মিলেটে আছে প্রভূত পুষ্টি । ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়াস নিলে দীর্ঘ মেয়াদে এর উৎপাদন এবং ব্যবহারও বাড়বে । একইরকমভাবে পরিবেশবান্ধব, জীবন শৈলীর পরিবর্তনে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আরও স্বচ্ছ এবং সবুজ গ্রহ তৈরি করতে পারবো ।এই নীতির দ্বারাই চালিত হয়েছে জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্ব এবং গ্লোবাল সাউথের কন্ঠ স্বর হয়ে উঠতে পেরেছে ভারত । মৌলিক, সামাজিক চুক্তির বন্ধন এবং নতুন ব্যক্তিবাদ, নতুন আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং নতুন বহুমুখিনতার পক্ষে সওয়াল প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াসের ভিত্তি হয়ে উঠেছে ।নতুন ব্যক্তিবাদের উত্থানের জন্য ডিজিটাল ক্ষমতায়ন অনেকটাই দায়ী । তাই ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার(ডিপিআই)-এর প্রসার পেয়েছে অগ্রাধিকার । ভারতই প্রথম দেশ যে এই তিনটি মৌল ডিপিআই-একটি অভিন্ন পরিচায়ক ব্যবস্থা, চটজলদি আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে ব্যক্তিগত তথ্য বিনিময়ের মঞ্চ তৈরি করতে পেরেছে । সবমিলিয়ে এই তিনটি স্তর গণপরিষেবা ব্যবস্থা এবং নাগরিকের ক্ষমতায়ণে রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং উদ্ভাবনের বিকাশ ঘটেছে অভুতপূর্বভাবে । বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়দের ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ গণপরিষেবা পেতে আধার আই ডি ব্যবহার করেন । ইউপিআই-এর মাধ্যমে ভারতীয়রা প্রতিদিন ৩০ লক্ষ লেনদেন করে এবং এই দেশ বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তিচালিত অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে । ভারত তার ডিপিআই দক্ষতা সারা বিশ্বের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে এবং গ্লোবাল নর্থের মনোযোগ আকর্ষণ করছে । সফরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল রোমার বলেছেন যে, ভারত সারা বিশ্বকে সঠিক পথ দেখাতে পারে । বিশেষ করে আধার এবং ডিজিলকারের মতো প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কোয়াড নেতাদের এবং ইইউ-ভারত বাণিজ্য প্রযুক্তি পরিষদে সাম্প্রতিক বিবৃতিতেও ডিপিআই-এর রূপান্তরকারী ক্ষমতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ।প্রধানমন্ত্রী মোদী মানুষ এবং গ্রহের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী । ভারতের জন্য ২০৭০-র মধ্যে শূন্য কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্য স্থাপন করেছেন তিনি । তবে, তিনি জানেন, জলবায়ু নিয়ে নতুন ভাবনার উদয় হলেই একমাত্র নতুন আন্তর্জাতিকতা সম্ভব হবে । এইজন্যই ভারত এবং ফ্রান্স যৌথভাবে ২০১৫-য় আন্তর্জাতিক সৌর জোট গড়ে তুলেছে, যেখানে সব দেশ যৌথভাবে সুলভে সৌরশক্তি ব্যবহার করে দূষণহীন শক্তির চাহিদা মেটাতে পারবে । বর্তমানে এই জোটের সদস্য ১১৪ টি দেশ । আর এই জোটে ‘ সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড ‘ কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী । এটি এক যেখানে একটি অভিন্ন গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রিডের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তিকে পাঠানো যাবে বিভিন্ন দেশে । জলবায়ু বিষয়ে আরও এক পা এগিয়ে ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রী অনেককে নিয়ে কোয়ালিশান ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই) স্থাপন করেন । জলবায়ু এবং বিপর্যয়ের ঝুঁকি সামলানোর উপযোগী শক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে । অন্যান্য দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের প্রশংসা করেছে সিডিআরআই স্থাপনের জন্য এবং ইউএসএআইডি অর্থ এবং কারিগরি সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ।সবচেয়ে বড় কথা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সংস্কারের পক্ষে ভারতের সওয়াল জোরালো হয়ে উঠেছে সারা বিশ্বে । ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদী জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধানদের আর্জি জানিয়েছিলেন বহুমুখী উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য । এপ্রিলে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভাষণে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রসংঘের সনদকে একপেশে বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৫ স্থায়ী সদস্যের ভেটো দেওয়ার ব্যবস্থার সমালোচনা করেন । তিনি বলেছিলেন অন্য দেশের তুলনায় ওই ৫ টি দেশের বিশেষ অধিকার থাকা উচিত নয় । এই দুটি ক্ষেত্র থেকেই বোঝা যায় ভারতের অবস্থান । অতএব, রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার অবশ্যম্ভাবী ।গত ৯ টি বছর ভূরাজনৈতিক এবং ভূঅর্থনৈতিক

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন ১১৮২ জঙ্গি

সুজন চক্রবর্তী, আসামঃ গত বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) আসামরাজ্যের গুয়াহাটির কলাক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সামনে আত্মসমর্পণ করলেন ১১৮২ জন জঙ্গি। তারা ৫টি আদিবাসী জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনগুলি হল যথাক্রমে এসিএমএ, বিরসা কমান্ডোস ফোর্স, আনলা, আদিবাসী পিপলস আর্মি ও এসটিএফ। তারা ৩ শতাধিক অস্ত্র ও ১৪৬০ রাউন্ড বিভিন্ন বোরের গুলি জমা দেয়। পুর্নবাসন প্যাকেজ হিসেবে তাঁদের সকলকে আগামী তিন বছরের জন্য মাসে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে ৪ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট দেওয়া হবে প্রত্যেককে।এই জঙ্গি সংগঠনগুলি অবশ্য ২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে শান্তি চুক্তির স্বাক্ষর করেছিল তারা। শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তৈরি হয়েছে আদিবাসী কল্যান ও উন্নয়ন পরিষদ। পরিষদের জন্য কেন্দ্রের তরফে ৫০০ কোটি ও রাজ্যের তরফে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বলেন, রক্তপাতের অধিকার কারও নেই। এবার সকলকে সমাজ গঠনের শরিক হবে। আসাম সরকারে সব চাকরিতে আদিবাসী তথা চা জন গোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীর জন্য ৩ শতাংশ আসাম সরকারের ব্যবস্থা হবে। আদিবাসী গ্রামে রাস্তা নির্মাণ হবে। আরও তিনি জানান, গোঁসাই গাঁও ও কোকঝাড়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষে গৃহহীনদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুর্নবাসন প্যাকেজ দেওয়াহবে।

কামরুপে উৎকোচ নিয়ে গ্রেফতার পাটোয়ারি

নিজস্বসংবাদদাতা, আসাম ঃ আসামরাজ্যে পাটোয়ারি- আমিনদের একাংশের খাই খাই ভাব আর মিটছে না। একের পর এক ধরা প।ার পরও তাদের উকোচ আদায় বন্ধ হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) আসামের কামরুপ জেলার চামারিয়ার এক পাটোয়ারিকে ঘুষকান্ডে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, ধৃতের নাম জীবেশ কুমার দেবশর্মা। জমি সংক্রান্ত এক কাজের জন্য তিনি ১০ হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। পরে ৬ হাজার টাকায় রফা হয়। ওই টাকা লেনদেনের সময়েই ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যাঃিট করাপশন সেল জীবেশকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তার কাছ থেকে ঘুষের ৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

প্রায় ৩০ ফুট ভেঙে যাওয়ায় সমস্যায় স্থানীয় প্রায় দুই হাজার গ্রামবাসী

দক্ষিণ দিনাজপুর,৭জুলাইঃদক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া হিলির গয়েশপুর এলাকায় নির্মীয়মান ব্রিজের সঙ্গে যুক্ত রাস্তার প্রায় ৩০ ফুট ভেঙে যাওয়ায় সমস্যায় স্থানীয় প্রায় দুই হাজার গ্রামবাসী। জানা গেছে কিছুদিন পূর্বে এই ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছিল । কিন্তু প্রবল বর্ষণের ফলে বন্ধ হয়ে যায় ব্রিজের কাজ। এর মতো অবস্থায় সাময়িকভাবে মাটি দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রবল বর্ষণের ফলে তা ভেসে চলে যায়। এবং গয়েশপুর গাড়না, বাহাদুরপুর ,সিদাইয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মানিকো ও চক মানিকো ও বাঙ্গালীপুরের এর যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যাতায়াতের অসুবিধা সহ যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এমন পরিস্থিতি এলাকায় তাই জনগণভিতো সন্তুষ্ট । পাশাপাশি কৃষিকাজ সহ একাধিক কাজে সমস্যা হচ্ছে। এমন কি জনগণ পারাপার হতে পারছেন না। এপার থেকে ওপারে সাইকেল ,টোটো, মোটরসাইকেল কিছুই নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। এমতো অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চেয়েছেন ।

লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা

দক্ষিণ দিনাজপুর,৭জুলাইঃগত কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভারী ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের কথা আগেই জানিয়েছিল আবহাওয়া অফিস । সেই পূর্বাভাষ সত্যি প্রমানিত করে টানা বৃষ্টিপাত চলছে উত্তরবঙ্গে । ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন । গত রবিবার রাত থেকে দক্ষিন দিনাজপুর জেলা জুড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে । মঙ্গলবার রাতভর চলেছে দফায় দফায় বৃষ্টিপাত । ফলে রাস্তায় রাস্তায় জল জমে গেছে । কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটা দায় হয়ে পড়েছে পথচারীদের । তাই পারতপক্ষে কেউ বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন না । ব্যাহত যানচলাচল । বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ডে দেখা গেলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যাত্রীবাহী বাসগুলি । যাত্রী কম থাকায় টোটো অটো ও বাস মালিকরা প্রমাদ গুনছেন । পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন দোকান দোকানপাটও বন্ধ ছিল । সব থেকে বেশি সমস্যায় প।তে হচ্ছে সরকারি চাকুরিজীবীদের । কারন বাস কম । তাই বাসের জন্য হপিত্যেশ করে তাদের বসে থাকতে হচ্ছে । যে দু’একটা বাস চলছে তা ভিড়ে ঠাসা।গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা সরকারিকর্মী নারায়ন সরকার বলেন,’গত কয়দিন ধরে টানা ও লাগাতার নিম্নচাপ ভারি মাঝারি বৃষ্টি শুরু হওয়াতে গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে । কিন্তু টানা বৃষ্টিপাতের জন্য আমাদের অফিস যেতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে । কারন বাস কম । বাদু।ঝোলা করে আমাদের কর্মস্থলে যেতে হচ্ছে ।’এদিকে জমিতে জল জমে যাওয়ায় বিপাকে প।ে গেছেন দক্ষিন দিনাজপুর জেলার কৃষকরা । যারা শাকশব্জির চাষ করেছে তারা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্যস্ততম শহর বলে পরিচিত গঙ্গারামপুরে বৃহস্পতিবার সকালে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র । বন্ধ দোকানপাট । সুনসান রাস্তাঘাট । আর মাঝে মাঝেই নামছে ঝেঁপে বৃষ্টি ।গঙ্গারামপুর পুরসভার বাসিন্দাদের অভিযোগ, পৌর এলাকায় ড্রেনগুলি নিয়মিত সংস্কার না হওয়ায় ঠিকমত জল নিকাশ হচ্ছে না । ড্রেনের নোংরা জল রাস্তায় উঠে আসছে । যে কারনে চলাচল করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে পুরবাসীদের । বাড়ছে মশা,মাছির উপদ্রব । পাশাপাশি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া গ্রামের রাস্তা গুলো বেহাল হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ তুলেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রামীন এলাকার বাসিন্দারা ।তবে জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও সুরাপ্রেমীদের উপর কোনো প্রভাব পড়েনি । বরঞ্চ ঠান্ডা আবহাওয়া তাঁরা মজেছেন সুরার নেশায় । এদিন সকাল থেকেই গঙ্গারামপুর শহরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সুরার দোকান গুলিতে চোখে পড়ার মত ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮জুলাইঃশনিবার, ২২ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২২ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২০ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে

রাশিফল

মেষরাশিঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে। **মিথুন রাশিঃ**স্ত্রীর ব্যাপারে অযথা নাক গলাবেন না- তাতে স্ত্রী রুষ্ট হবে। এর থেকে বরং নিজের দিকে নজর দিন। শুভ দিন হবে **কর্কট রাশিঃ**আপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনার গোঁড়া চিন্তাপুরোনো ধারণা আপনার প্রগতিকে ব্যাহত করে- উন্নয়নকে দমন করে এবং সামনে এগোনোর পথে বাধার সৃষ্টি করে। । **সিংহ রাশিঃ**ব্যস্ত সংসারে শান্তি হবে। বিবাহের যোগ হবে আজ **কন্যা রাশিঃ**মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহাযতা করবে।। **তুলা রাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**আর্থিক ব্যয়। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজ **ধনু রাশিঃ**যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। **মকর রাশিঃ** মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে **কুম্ভ রাশিঃ**মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। বিবাহের যোগ হবে। **মীন রাশিঃ**আপনার জন্য নিছকই আনঃদ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। দিনের শেষ দিকে কোন পুরনো বন্ধু আপনার

হাওড়াতেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবি ভোট কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুলাই ঃ আজ শনিবার ৮ই জুলাই রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচন উপলক্ষে সর্বত্র চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ডিসিআরসি সেন্টার থেকে ভোটকর্মীরা ব্যালট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটাই দাবি, তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা চাই। ভোটকর্মীরা বলেন, আমরা যথেষ্ট নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমরা ভোট করাতে গিয়ে যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। যে কথা বলা হয়েছিল যে রাজ্যের প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা থাকবে অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার উল্টো ছবি। আমাদের পরিবারের লোকেরাও যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। আমরা অবিলম্বে নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথা দাবি জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত, হাওড়া সদরেও ডিসিআরসি সেন্টারগুলিতে এদিন সকাল থেকেই তৎপরতা শুরু হয়। পোলিং টিম পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাও হয়নি। যদিও প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি তুলেছে বিরোধীরা। জানা গেছে, ডোমজুড় ব্লকে দুই কোম্পানি, বালি জগাছায় সর্বোচ্চ তিন কোম্পানি বাহিনীর খবর পাওয়া গেছে।

হুগলির পান্ডুয়ায় তৃণমূল প্রার্থীকে বহিরাগত প্রার্থী দাবি করে পোস্টার পড়ল এলাকায়

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা আগেও তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। বহিরাগত প্রার্থী দাবি করে পোস্টার পড়ল এলাকায়। চাঞ্চল্য হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া এলাকায়। স্থানীয় বিরোধী দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। অভিযোগ অস্বীকার বিরোধী নেতৃত্বের। তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার বৈঁচিগ্রামে। 'চোর হইতে সাবধান' লিখে পোস্টার লক্ষ্য করা যায় বৈঁচিগ্রামে। পাশাপাশি, স্থানীয় জেলা পরিষদের প্রার্থী মানস মজুমদার বহিরাগত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে পোস্টারে। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে পোস্টার ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। উল্লেখ্য, পাণ্ডুয়া ব্লকে বহিরাগত জেলা পরিষদের প্রার্থী মানস মজুমদার। তিনি আদি সপ্তগ্রামের বাসিন্দা এবং গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক। দল তাঁকে জেলা পরিষদের ১৯ নম্বর আসনে প্রার্থী করেছে। প্রচার পর্ব শেষ হতেই বৈঁচিগ্রাম স্টেশন এলাকায় পোস্টার মারা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। শুক্রবার

সকালে পোস্টারে দেখা যায় লেখা রয়েছে, 'চোর হইতে সাবধান। দুর্নীতিগ্রস্ত চোর তোলাবাজ বহিরাগত জেলা পরিষদ প্রার্থীকে ভোট দেবেন না বলে উল্লেখ করা হয়। আরও লেখা হয়, মানস মজুমদারকে পাণ্ডুয়ার নাগরিক সমাজ মানছে না মানবে না। পোস্টারের প্রচারে রয়েছে পাণ্ডুয়া সচেতন নাগরিক বৃন্দ। এতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের দাবি, সিপিএম ও বিজেপির কাজ এসব। তৃণমূল প্রার্থী মানস মজুমদার বলেন, 'বহিরাগত কথাটা আজকালকার সাধারণ ভোটাররা মানে না। আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে রয়েছি আমার বাড়ি কয়েক কিলোমিটার দূরে। এসব করে কোনও লাভ হবে না।' তাঁর কথায়, এসব সিপিএম, বিজেপির চক্রান্ত। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। আমরা সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করছি বলে জানান তিনি। যদিও তৃণমূলের দাবি উড়িয়ে স্থানীয় সিপিএম নেতা প্রদীপ সাহা বলেন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যই এই পোস্টার পড়েছে এর সঙ্গে বামপন্থীরা কেউ যুক্ত নয়। সিপিএম পোস্টারের রাজনীতি করে না। কারুর বিরুদ্ধে কুৎসাও রটায় না।' পোস্টার মারার সঙ্গে সিপিএমের কোনও ব্যক্তি বা কর্মী জড়িত নয় বলে জানিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, পাণ্ডুয়া ব্লকে ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত। তৃণমূলের লড়াই কঠিন হবে এই ব্লকে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তার উপর প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ, নির্দল কাঁটা হতে পারে। রাত পোহালে ভোট তার আগে জেলা পরিষদ প্রার্থীর বিরুদ্ধে এমন পোস্টারে তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়বে বলাই বাহুল্য।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াই ভোট গ্রহন কেন্দ্রে ভোট কর্মীরা জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৭ জুলাই ঃ রাত পোহালেই শনিবার রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট।শুক্রবার সারাদিন ধরে জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু হাইস্কুলের ডি সি আর সি ও জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের ডি ডি আর সি থেকে ভোট কর্মীরা তাদের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র নিয়ে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে রওনা দেন। জয়নগর ২ টি ব্লকেই এবারে মহিলা কোন বুথ নেই। জয়নগর ১ নং ব্লকে ৫ টি ও জয়নগর ২ নং ব্লকে ২০ টি স্পর্শ কাতর বুথ আছে। আর সে গুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে বিডিও সূত্রে জানা গেল ।এদিন জয়নগর ১ নং ব্লকের বিডিও তথা রিটানিং অফিসার সত্যজিত বিশ্বাস ও জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী বিভিন্ন ভোট গ্রহন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। জয়নগর ২ নং বিডিও তথা রিটানিং অফিসার মনোজিত বসু ও বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল,ডেপুটি ম্যাজিটেট সৌরভ মিঞ বিভিন্ন ভোট গ্রহন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এদিন ভোট কর্মীরা ভোট গ্রহন কেন্দ্র রওনা দেন। এদিন জয়নগর ১ নং ব্লকের রিটানিং অফিসার সত্যজিত বসু ও জয়নগর ২ নং ব্লকের রিটানিং অফিসার মনোজিত বসু বলেন,ভোট গ্রহন কেন্দ্রের ভোটারদের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পাঠানো হয়েছে।নিরাপত্তার কোনো খামতি নেই। আশাকরি ভোট পর্ব শান্তিতেই হবে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকায় ভোট কর্মীরা আশাহত। বহু ভোট কর্মীরা ভীত বলে তাদের কাছ থেকে জানা গেল।

হাওড়াতেও পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তি ও ভোট লুটের আশঙ্কা করছে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুলাই ঃ হাওড়াতেও পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তি ও ভোট লুটের আশঙ্কা

করছে বিজেপি। প্রেস কনফারেন্স করে জানাল বিজেপি। বিজেপির দাবি, হাওড়া সদরের ৪টি ব্লকের ৫২টি এলাকা স্পর্শকাতর। এইসকল এলাকায় ভোটের দিন অশান্তি হতে পারে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় বহিরাগতরা এসে ভিড় করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। সুষ্ঠ নির্বাচন করতে গেলে প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নিরাপত্তা নিতে হবে। শুক্রবার এমনই দাবি জানান বিজেপির হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি মণিমোহন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, হাওড়া সদরের ৪টি ব্লকের ৫২টি এলাকা স্পর্শকাতর। ইতিমধ্যেই জগদীশপুরে নির্বাচনী প্রচারে মিছিল চলাকালীন হুমকি, অশ্লীল মন্তব্য করা হয়েছে। হাওড়ায় বিশেষ করে জগদীশপুর, নলপুর সারেঙ্গা, মাহিয়াড়ি শলপ -১, শলপ -২ , মানিকচক, চকপাড়া, বালি, ভাটপাড়া সহ একাধিক এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে। চারদিকে বহিরাগতরা এসে জমা হচ্ছে। মণিমোহন ভট্টাচার্য বলেন, দলের গৃহসম্পর্ক অভিযানের সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা আমাদের পার্টি কর্মীদের মারধর করে। সাঁকরাইলের মাহিয়াড়িতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে শাসক দলের পক্ষ থেকে। তাদের দাবি এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রতিটি বুথে দিতে হবে। যেভাবে চলছে সেইভাবে চললে নির্বাচন ঠিকভাবে করা সম্ভব নয় বলে ধারনা তাঁর। বিজেপির জেলা সদর সভাপতির বক্তব্য প্রশাসনকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

চারদিকে আম চিহ্নের ছড়াছড়ি পুরশুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, পুরশুড়া, ৭ জুলাই ঃ আমের মরশুম শেষ হতে চলেছে। কিন্তু চারদিকে আমে ছড়াছড়ি পুরশুড়ায়। দেওয়াল থেকে শুরু করে পোস্টারে, পতাকা ব্যানারে শুধু আম। এমনকি তাল গাছেও আমের ছবি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে পুড়শুড়া ভাঙামোরা অঞ্চলের আমের রমরমা আরো বেশি।এখানে ২৪টি পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে ১৮ আসনে তৃণমূল পন্থী নির্দলেরা আম চিহ্নে লড়াই করছেন। যার মধ্যে রয়েছেন বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধান স্নিগ্ধা বাউরি নিজে। নির্দলদের সঙ্গে দুটি লড়াই হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে। জানা যায় গ্রামবাসীরা নিজেরাই তাদেরকে প্রার্থী করেছেন। তারা গ্রামের মানুষের পছন্দের প্রার্থী। রীতিমতো তারা টেক্কা দিচ্ছে শাসক দলকে। তাই এবারে নির্বাচনে ভাঙামোরা গ্রাম পঞ্চায়েতে যে শাসক দল তৃণমূলকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়ে তা কোন সন্দেহ নেই। জেলাতে কমবেশি সব জায়গাতে নির্দলের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। কিন্তু পুড়শুড়ার ভাঙামোরা এলাকায় ব্যাপকহারে নির্দল এবং আম চিহ্নে লড়াই চলছে। উল্লেখ্য, আর হাতে মাত্র কয়েক ঘন্টা। তারপরই শুরু হবে রাজ্য জুড়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। ঘোষণা হওয়ার পর থেকে শাসকের মধ্যে প্রার্থী নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুব্ধ ছিল কর্মীরা। যারা দলের সিম্বল থেকে টিকিট না পেয়েছে তাদের বেশিরভাগ কর্মী নির্দলের লড়ছেন। এই বিষয়ে বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধান নির্দল প্রার্থী হয়ে জানান বিগত পাঁচ বছর সাধারণ মানুষের জন্য গ্রামে উন্নয়ন করেছি। কিন্তু দল থেকে প্রার্থী না করলেও মানুষের প্রধানই সবে পরিষেবা দিয়েছি তাতে করে পুরোটাই আশীর্বাদী জয় লাভের জন্য। অন্যদিকে তৃণমূলের এক কর্মী জানিয়েছেন হঠাৎ করে আম ফলে যাওয়ার মূলত কারণ হলো এই অঞ্চলের কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু নেতৃত্বরা টাকার বিনিময়ে প্রার্থীর টিকিট দিয়েছেন।এবার প্রার্থী ঠিক করেছে সাধারণ মানুষ তাতে করে ভাঙ্গামোরা পঞ্চায়েত দখল করবে নির্দলের প্রার্থীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, যারা সারা বছর ধরে মানুষের উন্নয়ন এবং পাশে ছিল দল তাদেরকে টিকিট না দিয়ে বিশ্বাসঘাতক করেছেন। তাই এই এলাকায় আমের চিহ্ন ভরে গেছে।

প্রত্যাশিত বৃষ্টি বেপাত্তা গরমও ততধিক নেই দক্ষিণবঙ্গে, মনোরমই রয়েছে আবহাওয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ বর্ষার আগমণ হয়েছে ঠিকই, তবুও প্রত্যাশিত বৃষ্টির দেখা নেই কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে, তাই গরমও তেমন নেই। আবহাওয়া মোটামুটি মনোরমই রয়েছে। তবে, কখনও কখনও রোদের তেজে অনুভূত হচ্ছে গরম। যা অবশ্য সাময়িকের জন্য, বৃষ্টি হতেই ফের অনুভূত হচ্ছে মনোরম আবহাওয়া। আপাতত এমনই থাকবে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া।

তাপমাত্রার পারদও খুব বেশি চড়বে না। দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় আবার হালকা বৃষ্টিও হবে। ঠিক যেমন শুক্রবার ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। কলকাতায় সেভাবে বৃষ্টি না হলেও, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। এই জেলাগুলিতে সেভাবে গরমও

অনুভূত হচ্ছে না। দক্ষিণবঙ্গের আপাতত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা না থাকলেও, বৃষ্টিতে ভিজছে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের ওপরের ৫টি জেলায় অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙ-এ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই জেলাগুলির পাশাপাশি মালদহ ও উত্তর ও দিনাজপুর জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পুজোপরবর্তী দিনগুলিতেও টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ এবারের একাদশীতে বাঙালি সিমলামুখী। শুধু সিমলা নয়, দার্জিলিংগামী সকল ট্রেনের ওয়েটিং লিস্ট ১০০ এর উপর ছাপিয়ে গেছে যেমন, হাওড়া -নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস। কালকা মেল (নেতাজী এক্সপ্রেস)-এ টিকিটের চাহিদা একাদশী থেকে লক্ষ্মীপূজা (২৫শে অক্টোবর থেকে ২৮শে অক্টোবর) পর্যন্ত চোখে পড়ার মত। এছাড়াও, লক্ষ্মীপুজোর আগে ও পরে বাঙালির মধ্যে কুম্ভ এক্সপ্রেসে বেনারস ও দুন এক্সপ্রেসে দেরাদুন যাওয়ার আগ্রহ লক্ষণীয়। শ্রী কৌশিক মিত্র, পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, বিভিন্ন টিকিট রিজার্ভেশন কাউন্টারের সামনে মানুষের বিশাল লাইন চোখে পড়ার মত। প্রায় মধ্যরাত থেকে লোকে টিকিট কাটার জন্য শহর ও শহরতলীর রিজার্ভেশন অফিসগুলিতে ভিড় করেছে। ০৭.০৭.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ওয়েটিং লিস্টে যাত্রীদের অবস্থান দার্জিলিং মেল (২৫.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস-১২০, ৩এসি-১৬০(২৬.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস- ৬৬, ৩এসি -৪০(২৭.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস-২৬, ৩এসি-২৯(২৮.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস-২৭, ৩এসি-১১উপাসনাকুম্ভ এক্সপ্রেস(২৫.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস - ২২১, ৩এসি-২০৩(২৬.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস-১৪৬, ৩এসি - ১১৩(২৭.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস - ১৫০, ৩এসি-৫৮নেতাজী এক্সপ্রেস (কালকা মেল)(২৫.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস-১৪০, ৩এসি-৩০(২৬.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস-১৩৫, ৩এসি-৩২(২৭.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস-৩৩, ৩এসি-২৪(২৮.০৭.২০২৩) স্লিপার ক্লাস-২৬, ৩এসি -১৭।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী সহ শতাধিক

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৭ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই বিজেপিতে ভাঙন। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির গত বিধানসভা ভোটের প্রার্থী রমেশ মাঝি। রমেশ ছাড়াও নফরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩৫ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী সন্ধ্যা মণ্ডল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। এছারাও এলাকার প্রায় শতাধিক বিজেপি প্রার্থী জোড়া ফুলের পতাকা শুক্রবার বিকেলে হাতে তুলে নেন। এদিন এই বিজেপি কর্মীদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বাসন্তী ব্লক তৃণমূলের এস, এসটি, ওবিসি সেলের সভাপতি দিলিপ মন্ডল। দল বদলুদের দাবি, তৃণমূলের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই তাঁরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। রমেশ বলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে দেখছি যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক উন্নয়ন করছেন তাতে আমাদের মনে হয়েছে

তৃণমূলে যোগ দিয়ে এই উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করা উচিৎ। দিলিপ বলেন, দিদির উন্নয়নে সামিল হতেই ওনারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই যদিও এই দাবি মানতে চান নি বাসন্তী ব্লকের বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা বিকাশ সর্দার বলেন, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই যেভাবে শাসকদল বিজেপি কর্মী, প্রার্থীদের উপর হামলা করছে তাতে এই বিজেপি কর্মী, প্রার্থীরা বাধ্য হয়েই তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

রাত পোহালেই ভোট, রওনা দিলেন হুগলি জেলার ভোটকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ জুলাই ঃ রাত পোহালেই পঞ্চায়েত ভোট। গ্রাম দখলের লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্বের জন্য প্রস্তুত প্রতিটি রাজনৈতিক দল। পাশাপাশি প্রস্তুতি তুঙ্গে উঠেছে ভোট কর্মীদের। শেষ বেলায় সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তা দেখে নিচ্ছেন। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ইতিমধ্যেই ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনাও দিয়ে দিয়েছেন হুগলি জেলার বেশিরভাগ ভোটকর্মী। হুগলি জেলায় এবার ১৯,২৫৫ জন ভোটকর্মী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের গুরু দায়িত্ব সামলাবেন। শুক্রবার সকাল থেকেই তাঁরা নির্দিষ্ট ডিসিআরসি গুলিতে পৌঁছতে শুরু করেন। সেখানে ব্যালট বক্স, ব্যালট পেপার, ভোটার লিস্ট, কালি, কলম ইত্যাদি ভোটের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি বর্ষায় সাপের মোকাবিলার জন্য কার্বলিক অ্যাসিড, মোমবাতি ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে ভোটকেন্দ্রের দিকে রওনা দিয়েছেন। হুগলির মোট ১৮ টি ব্লকে ডিসিআরসি করা হয়েছে। সেখান থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে প্রিসাইডিং অফিসারের নেতৃত্বে ভোট কর্মীদের দল যে যার নির্দিষ্ট বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সিঙ্গুর গভর্মেন্ট কলেজে, শ্রীরামপুর গভর্নমেন্ট টেক্সটাইল কলেজ ইত্যাদি জায়গাগুলিতে এবার পঞ্চায়েত ভোটের ডিসিআরসি খোলা হয়েছে। পাশাপাশি পোলবার কাশ্বাড়া ইয়াসিন মণ্ডল শিক্ষা নিকেতনেও ডিসিআরসি খোলা হয়েছে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে এক ভোট কর্মী জানান, ডিসিআরসি থেকে তাঁরা যাবতীয় জিনিস সঠিকভাবেই বুঝে পেয়েছেন। তবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হলে কোনমতেই ভোট কর্মীরা বুথে যেতে রাজি নন বলে তিনি জানান।

মিড ডে মিলের একাউন্ট থেকে টাকা দেওয়া হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ পড়ুয়াদের মিড ডে মিল প্রকল্পের অর্থ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজে যুক্ত ভোট কর্মীদের ভাতা দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কাছে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে থাকা পি এম পোষণ প্রকল্পের তরফে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য মিড ডে মিলের একাউন্ট থেকে টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে ভোট কর্মীদের মোবাইল ফোনের বেশ কিছু স্ক্রিনশট প্রকাশ্যে আসার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এই চিঠি দিল বলে সরকারি মহলের একাংশ মনে করছে।

রবীন্দ্রভারতীর অন্তর্বর্তী উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালযের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। যিনি কর্নাটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে ছিলেন। শুক্রবার রবীন্দ্রভারতীর বিটি রোডের ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছন নতুন উপাচার্য। তার আগে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসেও যান। সেখান থেকে বিটি রোড ক্যাম্পাসে এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় তাঁকে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সম্প্রতি 'পিস অ্যান্ড হারমনি' কমিটি গঠন করেন। তার চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব দেন প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কে। সে সময়ই ঘোষণা করা হয়েছিল, তাঁকে রবীন্দ্রভারতীর অন্তর্বর্তী উপাচার্য পদেও বসানো হচ্ছে। শুক্রবার সেই দায়িত্ব নিলেন তিনি।

জমি নিয়ে মারপিটে ধৃত দুই জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৭ জুলাই ঃ জায়গা জমি নিয়ে মারপিটের অভিযোগে জয়নগর থানার হাটচড়া থেকে ধৃত দুজনকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।বৃহস্পতিবার হাটচড়া এলাকায় একটি জমির মাপঝোঁক নিয়ে মারপিটের ঘটনায় এদিন বিকালে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে জয়নগর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতেই জয়নগর থানার ঢোষার হাতচড়ার বাড়ি থেকে পরান সরদার ও কমল সরদার নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতদের শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

বাড়িতে বসে এবারে আর ভোট দিতে পারছেন না রাজ্যের সিনিয়র সিটিজেন ভোটাররা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ জুলাই ঃ রাজ্য জুড়ে গণতন্ত্র উৎসব ভোট উৎসবে শামিল হয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। রাত

পোহালে রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের নিযম় অনুযায়ী সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রচার পর্ব শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকালে। জেলা জুড়ে বিভিন্ন ডিসিআরসি থেকে ভোট কর্মীরা তারা তাদের ভোটের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে যে যার ভোট কেন্দ্র দেখে রওনা দিয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনারের নিযম় অনুসারে সিনিযর সিটিজেন যে সকল ভোটার আছে তাদেরকে ভোটকেন্দ্রে যেতে হয়নি। যে সমস্ত বয়স্ক ভোটার ছিল নির্বাচন কমিশনারের তরফ থেকে তাদেরকে চিহ্নিত করে।বাড়িতে বসেই ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই নিযম় বহাল থাকছে না। তাদেরকে কিন্তু যে যার ভোট কেন্দ্রের দিয়েই ভোট দিতে হবে। আর এটা নিয়ে একটু হলেও চিন্তিত বয়স্ক ভোটাররা। তবে এ প্রসঙ্গে এক সিনিয়র সিটিজেন ভোটার বলেন, পাঁচ বছর অন্তর ভোট হয়। আর যদি নিজের ভোটটা না দিতে পারি তাহলে কিন্তু অনেকটাই কষ্ট হয়। যেহেতু ভোট মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই আগের ভোটে যে নিয়মটা ছিল সেটা কিন্তু আমরা জন্য অনেকটাই উপকৃত হয়েছিলাম। তবে এবারের ভোটে যদি এই নিয়মটা থাকতো তাহলে কিন্তু খুব ভালো হতো। তবে নিজের ভোটটা নষ্ট করবো না। যতই কষ্ট হোক না কেন লাইন দিয়ে আমার নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রযোগ করবো। তবে যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একটু আগে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করে দিলে খুব ভালো হয়। যাতে এই গরমে এবং এই রোদে লাইনে যাতে না দাঁড়াতে হয়।

পঞ্চায়েত ভোটে ভোটদান থেকে বঞ্চিত দক্ষিন বারাসাতের বৃদ্ধাশ্রম এর আবাসিকরা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৭ জুলাই ঃ রাত পোহালেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই চরম ব্যস্ততার ছবি উঠে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। কোথাও বা ভোট কর্মীরা নিজেদের বুথে যাচ্ছে কোথাও বা এলাকা মুড়ে ফেলা হয়েছে শাসকবিরোধী পতাকা দিয়ে যেন এক উৎসবের আমেজ। কিন্তু এই উৎসবের আমেজের মধ্যেও আক্ষেপের সুর জয়নগরের দক্ষিণ বারাসতের জন্মভূমি বৃদ্ধাশ্রমের প্রায় ৩০ জন আবাসিকের গলাতে। কেউ ভোট দিয়েছে ১৫ বছর আগে কেউ বা ভোট দিয়েছে ১০ বছর আগে এখন আর ভোট দিতে পারে না তারা। তার কারণ মানসিক ভারসাম্যহীন হবার কারণে বা অন্য কোন সমস্যার জন্য পরিবারের লোকেরা এই বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গিয়েছে। বৃদ্ধাশ্রমে রাখার পর থেকেই পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ আর যোগাযোগ রাখেনি এদের সঙ্গে। অনেককে বা বৃদ্ধাশ্রমের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রাস্তাঘাটে মানসিক ভারসাম্যহীন অসহায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে এই বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় দিয়েছে। ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু ভোট না দিতে পারাতে আক্ষেপের সুর বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের গলায়। ভোট না দিতে পেরে মন খারাপ

অনেকের। ভোট দিতে পারলে ভালো হতো এমনটাই জানিয়েছেন অনেক আবাসিকরা। রত্নাকর হালদার জন্মভূমি বৃদ্ধাশ্রম এর কর্মকর্তা। তিনি বলেন, বৃদ্ধ বয়সে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের কাছে বোঝা হয়ে যায় এই মানুষগুলি। এই মানুষগুলিকে কোন বৃদ্ধাশ্রম না হলে কোন রাস্তায় ছেড়ে দেয় পরিবারের লোকজনেরা। অসহায় হয়ে পড়ে এই মানুষগুলি তখন দুবেলা দুমুঠো খাবারের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে এই মানুষগুলি। জন্মভূমি বৃদ্ধাশ্রমে প্রায় ৩০ জন এইরকম মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ রয়েছে। এই মানুষগুলি দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি কিন্তু ভোটার লিস্টে তাদের নাম রয়েছে। মানুষগুলি যেন নেতাদের কাছেও মৃত। সরকারি উদ্যোগে বা সরকার যদি এই মানুষগুলিকে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতো তাহলে অনেক ভালো হতো। সকল জনগণের উচিত ভোট দেওয়া। কিন্তু সমাজের এই অবহেলিত মানুষগুলো সমাজে যেন ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে।এদের কথা কেউ ভাবলো না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২১৮ সংখ্যা, শনিবার, ২২ আষাঢ়, ১৪৩০

পুতিন আছেন পুতিনেই

সম্পাদকীয়

নয়াদিল্লির এসসিও শীর্ষ বৈঠকে পুতিন কিন্তু তাঁর ইউক্রেন নীতি থেকে সরে যাননি তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া যে স্থানে ছিল সেখান থেকে সরে আসছে না। গত বছর সমরকন্দে এসসিও সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি পুতিনকে বলেছিলেন এটা যুদ্ধের সময় নয়। কিন্তু তার এক বছর পরেই পুতিন সেই কথায় একেবারে কর্ণপাত করতে রাজি নন। মোদি সেই সময়ে বলেছিলেন যে এখন খাদ্য, জ্বালানি, সার সঙ্কটের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হবে। পরিবেশকে রক্ষা করতে মোকাবিলা করতে হবে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুদ্ধ করে শক্তি ক্ষয় করার এটা সময় নয়। যুদ্ধ করতে হবে মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য। যুদ্ধ করতে হবে পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে জার্মান তা করতে শুরু করে দিয়েছে। জার্মান এখন পরমাণু শক্তি ব্যবহার করছে না। তারা সব পরমাণু চুল্লিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সৌর শক্তিকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে জার্মান। জার্মানের পথকে সবাইকে অনুসরণ করতে হবে। ভারতের শান্তির বার্তা সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে একটি কথাও বলেন না। তিনি যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষে নন সেটা পরিস্কার করে দিয়েছেন। পশ্চিমী শক্তির তৎপরতা তিনি বন্ধ করতে চান এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। এদিকে চিন রাশিয়াকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করতে শুরু করেছে। কূটনৈতিকরা বলতে শুরু করেছে যে রাশিয়া তার মত পরিবর্তন করেনি। বরং আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির কোনও কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এখন খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিশ্বের সব শক্তি রাশিয়াকে শান্ত করতে পারছে না। এমনকী রাষ্ট্রপুঞ্জও ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন পরিস্থিতি এমন দিকে বাঁক নিতে শুরু করে দিয়েছে যে সংঘাত ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এখনও ইউক্রেন শরনার্থীদের জন্য বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারা এখনও শরনার্থী শিবিরে বসবাস করছে। সেখানকার ইউক্রেন বাসিন্দারা নিরাশ হয়ে পড়তে শুরু করেছে। তারা নিজেরাই জানে না কবে তারা তাদের নিজেদের দেশে ফিরতে পারবে। ভালো করে ঘুমাতে পারছে না। ঘর বাড়ি ফেলে রেখে দিয়ে এসেছে প্রায় এক বছরের বেশি সময়ে। পরের দেশে শরনার্থী তকমা নিয়ে ইউক্রেনবাসীরা বসবাস করতে একেবারে নারাজ। তারা এখন দ্রুত নিজেদের ঘরে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এদিকে আমেরিকাও আর বেশি দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে না। তবে আগামি ২০২৪ সালে আমেরিকার প্রসিডেন্ট নির্বাচন। সেই দিকে তাকিয়ে জো বাইডেন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে আমেরিকা। এদিকে আমেরিকাতে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেখানে এখন সবাই বলতে শুরু করেছে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আর দোস্তি নয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জে তালিবানদের স্বীকৃতি নেই

রাষ্ট্রপুঞ্জে যাওয়ার জন্য তালিবানদের দাবি করছে তারা আগেকার মতো নেই। একেবারে এখন বদলে গিয়েছে। যদিও তালিবানদের ওপরে কেউ ভরসা করছে না। ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। আমেরিকা চাইছে তালিবানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হোক এবং মহিলাদের স্বাধীনতা দেওয়া হোক। কিন্তু তালিবান সরকার মহিলাদের স্বাধীনতা দিতে একেবারে প্রস্তুত নয়। রাশিয়া বলেছে ইউক্রেন যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা তালিবান সরকার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবে। আশঙ্কা সত্যি করে সম্প্রতি তালিবান কারাপ্রধান মোল্লা নরুদ্দিন তোরাবি বলেছেন, শরিয়ত আইন মেনে তৈরি হচ্ছে সংবিধান। অপরাধের শাস্তি হিসাবে হাত পা কেটে নেওয়া হবে বা প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হবে অপরাধীদের। এই সব শরিয়তি আইনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। পরের দিন রাস্তায় দেখ তে পাওয়া গেল ক্রেনে করে ঝুলতে একটি মৃতদেহ। এই সব ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে সারা বিশ্ব সন্ত্রস্ত। তীব্র নিন্দা করেছে আমেরিকার বিদেশ দফতর। রাশিয়া জানিয়েছে, আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে না রাশিয়া। ভারতও তালিবান সরকারকে কোনও রকম স্বীকৃতি দিচ্ছে না। বাংলাদেশ এখন তো স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে কোনও কথা তোলেনি। আমেরিকার বিদেশ দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেছেন, এই ধরনের আইন সম্পূর্ণভাবে মানবাধিকার বিরোধী। তিনি আরও বলেছেন, তালিবান মুখে কি বলছে তা শুধু শুনছি এমন নয়। তারা কী কী কাজ করছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনাও করা হচ্ছে। আফগান সাংবাদিক, বিচারক, আইনজীবী, সমাজকর্মী এবং মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত আমেরিকা সহ পশ্চিমের দেশগুলো। তবে আফগানের জঙ্গিদের কার্যকলাপ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না আমেরিকা। পেন্টাগণ প্রেস সচিব জন কিরবি জানিয়েছেন, সন্ত্রাস দমনে এয়ার স্ট্রাইক নিয়ে তালিবাদের সঙ্গে কথা চালানোর কোনও প্রয়োজন দেখতে না আমেরিকা। আকাশ পথে হামলা আর থাকবে না বলে আমেরিকা জানিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ নিয়ে তালিবান কারাপ্রধান তুরাবির বলেছেন, আমার ওদের দেশের আইন নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওরা কেন আমাদের আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। যদিও মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এদিন জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের নতুন সরকারকে মান্যতা দেওয়ার কথা ভাবছে না । নিউ ইয়র্কে সাধারণ অধিবেশন সভায় তিনি বলেছেন, তালিবান সরকারকে আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়ার ভাবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি এখনও। তালিবান বিদেশ মন্ত্রী আমির খান মুস্তাকি ঘোষণা দিয়েছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে তালিবান মুখপাত্র হিসাবে সুহেল শাহিনকে দূত হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি এটাও জানান, শাহিনকে স্বীকৃতি দেবে কি না রাষ্ট্রপুঞ্জ সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

সৎসঙ্গী হওয়া মানে সবার বাঁচা-বাড়ার সেবক হওয়া। অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহারাই সৎসঙ্গী। আত্মনঃ সর্বেষাং হি জীবনবর্দ্ধনাধীগম পরো যঃ স এব সৎসঙ্গী অর্থাৎ আমি সৎসঙ্গী তার মানে আমি প্রতিপ্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, শুধু শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। মানব সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ?

তৃণমূল শক্তি দেখায়নি, ফলে বিরোধীরা প্রার্থী দিয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

এবারে পঞ্চায়তে নির্বাচনে মানুষের জোট তৈরি হয়েছে বলছে বিরোধী দলের নেতারা। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তৃণমমূল কংগ্রেস জোর দেখালে বিরোধীরা কেউই দাঁড়াতে পারতো না। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে রাজ্যে যে ধরনের পঞ্চায়েতি সন্ত্রাস দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তার দায় নিল না তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচন করছে তো নির্বাচন কমিশন এবং আদালত। হিংসার ঘটনা কারোর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। মনোনয়নপর্ব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হিংসায় প্রাণ গিয়েছে ১৮ জন ব্যক্তির। এই এই প্রাণ হানির দায় ঘাড়ে চাপতে শুরু করে দিয়েছে শাসক দলের কাঁধের ওপরে। বিরোধী প্রার্থীদের ওপরে শাসক দলের নেতারা চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছিল সেই অভিযোগও সামনে এসে পড়েছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'মিট দি প্রেস' অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমরা বারবার বলেছিল নির্বাচন হবে শান্তিপূর্ণ। মৃত্যুর ঘটাকে দুভার্গ্যজনক বলে মনে করে তিনি বলেছেন, আমরা রক্তপাতহীন নির্বাচনে বিশ্বাসী। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা দেউলিয়ার রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তি প্রয়োগ করলে বিরোধী দলের কোন প্রার্থী এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারতো না। তৃণমূল কংগ্রেস হিংসা রক্তপাতহীন নির্বাচন করার পক্ষপাতী। দলের দিকে কেউ যাতে আঙ্গুল তুলে কথা না বলতে পারে যে তৃণমূল কংগ্রেস গুণ্ডাবাহিনীর দল। এদিকে বিজেপি দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস এবারে এত বেশি শান্ত যে অশান্ত তৃণমূলকে দেখার আর কোনও সুযোগ দেবে না গ্রাম বাংলার মানুষ। সিপিএম দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস এখন সংযত। অসংযত হলে তৃণমূল কংগ্রেসের চেহারা কী হতো তা গ্রাম বাংলার মানুষ ভালো করেই জানে। গত লোকসভা এবং পুরসভায় কোনও কোনও অঞ্চলে বিরোধী প্রার্থীরা প্রাণের ভয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেনি। এদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোট হওয়ার পরে ১০ দিন রাজ্যে থাকবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার ফলে রাজ্য পুলিশের চাপ অনেকটা কমে গিয়েছে। রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী সমন্বয়ে নির্বাচনী এলাকায় শান্তি স্থাপন করবে বলে জানতে পারা দিয়েছে। এদিকে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যে মানুষের জোট তৈরি হয়েছে। মানুষ এখন তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে রেহাই পেতে জোটবদ্ধ হতে শুরু করেছে। নন্দীগ্রাম থেকে শুরু হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসে জয়যাত্রা। আবার এখান থেকেই শুরু হবে তৃণমূল কংগ্রেসের পতন যাত্রা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে একের বিরুদ্ধে এক লড়াই হবে না। বিজেপি দল একাই লড়াই করবে। এবারে রাজ্যে বুথের সংখ্যা ৬১, ৬৩৬টি। ভোট কেন্দ্রে সংখ্যা ৪৪, ৩৮২টি। ১০৪৩টি বুথে ভোট হচ্ছে না। ফলে ভোট হবে ৬০, ৫৯৩টি বুথে। সেখানে মোবাইল নিরাপত্তা বেশি থাকবে। স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকবে। কমিশনের খ াতায় স্পর্শকাতর এলাকাগুলি প্রায় ৪৮৩৪টি। এবারে কোনও রাজনৈতিক কর্মী তাদের ভোট এলাকার বাইরে অন্য কোথাও যেতে পারবে না। প্রতি বুথে যাতে শান্তিতে ভোট হয় তার দিকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। রাজ্য সরকার চাইছে ভোট অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হোক। এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম দল ভালো ফল করবে বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ এবং মেদিনীপুরে বিজেপি দল পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে সিপিএম দল ভালো ফল করবে বসে আশা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দল আগের মতো ফল লাভ করবে। তবে কয়েকটি স্থান নিয়ে দল সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এবারে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তি প্রয়োগ করেনি। যার ফলে বিরোধী দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছিল। সিপিএম দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সেই শক্তি আর নেই। সব শক্তি নিঃশেষ হতে শুরু করে দিয়েছে। এখন তৃণমূলের বিদায় নেওয়ার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বাংলার গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রকাশ পায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারাই জেতে তারাই পরবর্তীকালে পুরসভা এবং সরকার গঠন করে থাকে। বাম আমলে কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল। তারপরে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বাম দলকে পরাস্ত করে সরকার গঠন করে। এরপরে বিরোধী দলের নেতারা বিশেষ করে সিপিএম দলের নেতারা পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই সময় বাংলার কৃষকেরা তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে ছিল বলে পঞ্চায়েত দখল করতে পারেনি বাম দল। এবারে বাম দল আবার কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতের ভুল সংশোধন করে নিয়েছে। বাম সরকারের শেষ দিকে শিল্পপতিদের তোয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলার কৃষকদের জমি দখল করে সেখানে শিল্প গড়ার আওয়াজ তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে বাম দলের পতন ঘটে। আজকে বাম দল তাদের ভুল সংশোধন করে আবার কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িছে।

এবারে পঞ্চায়তে নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে সক্রিয় প্রশাসন

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং অবাধ করতে সক্রিয় প্রশাসন। রাজ্যপাল আনন্দ বোস রাজভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের হাতে রক্ত লেগে রয়েছে। গঙ্গার জল আপনার হাতে লেগে থাকা রক্তকে ধুয়ে ফেলতে পারবে না। এই রকমভাবে আগেকার কোনও রাজ্যপালকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দিকে তাক করে আক্রমণ করে উক্তি করতে দেখা যায়নি। ভয়ঙ্কর রকমের নালিশ করেছেন রাজ্যপাল আনন্দ বোস। তিনি এই ধরনের মন্তব্য করার ফলে তার সর্বভারতীয় খবরে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন কী রকম হচ্ছে তা সংবাদ করতে ভারতের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এসে উপস্থিত হয়েছে। এমনকী 'বিবিসি' এবং 'ভয়েস অব আমেরিকা' এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে এর আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। গতকাল থেকে 'বিবিসি' এবং 'ভয়েস অব আমেরিকা'র সাংবাদিকেরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন কী রকম হয় তার তাদের সংবাদ মাধ্যমে সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। রাজ্যপাল যেভাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন তা এর আগে আর কোনও রাজ্যপালকে এত কঠোর ভাষায় আক্রমণ করতে দেখা যায়নি। তাহলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে যে নির্বাচন কমিশন কি শাসক দলের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছে? নাহলে রাজ্যপাল যে ধরনের কথা বলেছেন তা বলতে গেলে একেবারে শাসক দল বিরোধী বক্তব্য। এদিকে রাজ্যপালের মন্তব্যকে ঘিরে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে যেভাবে প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা হল তাতে খুবই ক্রুদ্ধ রাজ্যপাল সেটা বোঝা গেল। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাজে তিনি যে সন্তুষ্ট নন সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। এদিকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে রাজ্যপাল দিল্লির আদেশ পালন করছেন মাত্র। নির্বাচনী ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে আক্রমণ করে আরও তিনি বলেছেন, আপনার প্রভু জনতা। তাদের বিরুদ্ধে পাপে আপনার হাঁটু ডুবে আছে। মানুষ মনে করে আপনি আদালত এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। রাজ্যপাল আরও বলেছেন, হত্যার জন কে দায়ী? হাত তুলে কি রাজ্য নির্বাচন কমিশন তার উত্তর দেবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওপরে রাজ্যপাল এত বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি একটি সময়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নিয়োগপত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে আইনী জটিলতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা রাজভবনে এসে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন এবং অঙ্গিকার করেছিলেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু করা হবে। রাজ্যপাল যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন তার জবাব দিতে পারেননি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রাজ্যপাল একন রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি দিল্লির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। মণিপুরের রক্ত কার হাতে লেগে রয়েছে। আমাদের রাজ্যপালকে মণিপুরে পাঠানো হোক বলে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। সিপিএম দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী মনে করেন যে রাজ্যপালই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেছেন। এর দায় রাজ্যপালকে নিতে হবে। এদিকে বিজেপি দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, রাজ্যপাল ভোট সংস্কৃতিতে এই রকম সন্ত্রাসের চিত্র কল্পনা করতে পারেননি। নিজের হাতে এমন একজন অসুরকে নিয়োগ করেছেন তার জন্য তিনি অনুতপ্ত। রাজ্যপাল নির্বাচন কমিশনারকে বলেছেন, মানুষকে রক্ষা করুন। আপনার ফোন মানুষকে রক্ষা করতে পারে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্যপালের মন্তব্যকে ঘিরে কোনও রকম উক্তি করতে দেখা যায়নি। তাহলে কি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা রাজ্যপালের কথাকে গ্রহণ করে নিলেন? এর উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলেছিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ঘিরে যেভাবে রাজ্যপাল আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে কোনও মর্যাদাসম্পন্ন লোপ পেতে শুরু করেছে। কোনও মর্যাদাম্পন্ন ব্যক্তি রাজ্যপালের এই ধরনের উক্তিকে সামনে রেখে পদত্যাগ করতেন। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা কি সেই রকম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি নন তা নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে।

কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতে সেনা অভ্যুত্থান ব্যর্থ

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

'দ্য সেডিশন কমিটির রিপোর্ট ১৯১৮ সাল'তে দেখতে পাওয়া গেল যে ''Rash Behari went to Lahore and "sent our emissaries to verious cantoments in Uper India to procure military aid for the appointed day. He also tried to organize the collection of gangs of vellegers to take part in the rebellion. Bomb were prepared; arms were got together; flags were made ready; a declaration of war drawn up; instruments were collected for destroying the railways and telegraph wires. In the mean time, however, in order to raise funds for the financing of the enterprise, some punjab revolutionaries had committed various decoities (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-130)'' মিয়ান মির ক্যান্টনমেন্ট থেকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হবে। তারপরে লাহোরে প্রথম অভ্যুত্থান শুরু হবে। ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শুরু করে জব্বলপুর এবং বেনারস সহ বাংলা সহ অঞ্চলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। পাঞ্জাবের ২৩ ক্যাভালরি প্রথম ব্রিটিশ প্রতিবাদে অংশ নেবে ২১ ফেব্রুয়ারিতে। 'দ্য সেডিশন কমিটির রিপোর্ট'তে দেখা পাওয়া গেল যে ''at least two or three revolutionaries in Eastern Bengal were on 8th February aware of what was in contemplation, and were arranging for a rising at Dhacca if if Shikh materialised'' কিন্তু সেনা অভ্যুত্থান হল না। ভেঙে গেল সব কিছু। বিপ্লবী কৃপাল সিং একজন পুলিশের গুপ্তচর ছিলেন। সে গদর দলের হয়ে কাজ করতো। সেনা অভ্যুত্থানের তারিখ জানা মাত্র সে কম্যান্ডিং অফিসার লিয়াকত হায়াত খানকে খবরটা পৌঁছে দিল। সে লাহোর স্টেশন উপস্থিত হয়ে এক ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ২১ ফেব্রুয়ারি কথা বলে কৃপাল সিং। স্টেশনে এক সাহেব অফিসারের সঙ্গে কথা বলায় তাঁকে সন্দেহ করতে করলো বিপ্লবীরা। এদিকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল সেই খবর পেয়েই রাসবিহারীর জানায়। কিন্তু রাসবিহারী পরিস্কার করে বলে দিলেন, এখন আর পিছানোর কোনও সময় নেই। তারচেয়ে বরং দুইদিন আগে এগিয়ে নিয়ে আসা যাক সেনা অভ্যুত্থানটা। সিদ্ধান্ত হল ২১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান ঘটবে। এই বার্তা তিনি দ্রুত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হল। পাঞ্জাবের ২৩ ক্যাভালরি, ২৬ তম পাঞ্জাবি সেনা দল, ৭ ম রাজপুত সেনা দল এবং জাঠ অস্ত্রধারী, স্বদেশি সেনারা সজাগ হল। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার আগেই স্বদেশি সেনাদের ব্রিটিশ সেনারা ঘিরে ফেলল। তখন মোচি গেট হউসে বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রাসবিহারী। সেই সময়ে ব্রিটিশ পুলিশ এবং গোয়েন্দারা সেখানে উপস্থিত। পিংলে, শচীন্দ্রনাথ এবং করতার সিং গা ঢাকা দিতে দিললেন। রাসবিহারী বোস পাঠান সেজে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে বেনারসের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। পিংলে মেরুটে নেমে গেলেন। 'দ্য সেডিশন কমিটি' রিপোর্ট বলছে 'The success attained was extremely small, but the seed sown must have caused some tradegies had not the plan for a concerted rising on the 21st of Febraury been nippe in the bud.'' গদর দলের সব সদস্যকে গ্রেফতার করা হল যার ফলে ভারতে গদর আন্দোলনের পরিসমাপ্তি। কী ঘটেছিল তা সবিস্তারে লেখা হয়েছে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রায়ের পাতায়। সেখ ানে লেখা রয়েছে ''It is interesting to read what the Judgment in the Lahore Conspiracy Case said about the collapse of the movement: " On 15th February, when there was a large meeting in Lahore he (Kripal Sing) had wired to Liaqat Hyat Khan to come up from Amritsar to arrest the gathering. The wire was delayed and the police arriving late at Lahore were met by Kripal Singh at the station, and he told them it was too late." Meanwhile his secret manipulation was seen through and the contemplated rising was antedate the 19th. Then the Judgment continue : " Kripal Singh found this out on his return from Dadhir and told the Amritsar police who were in Lahore waiting for a raid on the morning of the 19th. " He remained in Mochi Gate House throughout the 19th waiting for the leaders to essamble before the giving a signal to the police, but by the afternoon, though the principal leaders had not collected having reason to believe those present intended to murde him he gave a pre-arranged signal to the police. The house was raided, some of the revolutionists captured and the centre of organization was broken. Rash Behari Bose appears to have fled, others of the revolulionists disappeared, others from time to time have been arrested.'' বেনারসে বসে রাসবিহারী কী করবেন তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিলেন। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এদিকে ব্রিটিশ পুলিশ রাসবিহারীকে ধরতে কুকুর-খোঁজা শুরু করেছে। ঠিক সেই সময়ে পিংলে আবার এসে বেনারসে উপস্থিত হলেন। পিংলে মেরুটে সেনা অভ্যুত্থান করার সিদ্ধান্ত এর কথা রাসবিহারীর সামনে উপস্থিত করলেন। মেরুট পিংলের পরিচিত স্থান। সেখানে তিনি ১২৮ সেনা এবং ১২তম ক্যাভালরি সঙ্গে কাজ করেছেন কারতার সিং এবং সুচা সিংকে সঙ্গে নিয়ে। রাসবিহারী এ ব্যাপারে আগ্রহী না থাকলেও পিংলে তখন তাঁকে বোঝাতে শুরু করলেন যে, দ্বিতীয় সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। (ক্রমশ)

হেরিটেজ

বোটানিক্যাল গার্ডেন

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোকেরা এই গার্ডেনকে বোটানিক্যাল গার্ডেন বলে জানে। কিন্তু এর গার্ডেনের নাম হচ্ছে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন। আগে এই গার্ডেনের নাম ছিল রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন, কলকাতা। ১০৯ হেক্টর এলাকা জুড়ে রয়েছে এই

গার্ডেন। ২৭০ একর জমিতে এই বাগান অবস্থিত। ১৭৮৭ সালে এই বাগানটি তৈরি হয়। ২৩৭ বছর আগে এই বাগানটি তৈরি করেছিলেন রবার্ট কিড এবং উইলিয়াম রক্সবার্গ। রবার্ট কিড ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনা বিভাগের একজন কর্নেল। এই জমিতে তিনি সেগুন, মশলার গাছ এবং বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্ভিদ লাগাতে শুরু করেন। মানুষের উপকারে লাগতে পারে এই রকম সব গাছ তিনি লাগাতে শুরু করেন। তিনি আবার ইস্ট ইণ্ডিজ থেকে গাছ এনে এখানে রোপন করেছিলেন। এখানে চিন দেশ থেকে চায়ের গাছ এনে লাগানো হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে এই বাগানের সুপার হলেন উদ্ভিদবিদ উইলিয়াম রক্সবার্গ। সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং সেন্ট ভিনসেন্ট বোটানিক্যাল গার্ডেনের সঙ্গে এই গার্ডেনের যোগ ছিল। তারপরে এই উদ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ন্যাথানি.েল ওয়ালিচ। তিনি বহু নতুন গাছ সংগ্রহ করে এখানো রোপন করেছিলেন। রক্সবার্গের পরে সুপার হলেন উইলিয়াম গ্রিফিথ। তিনি এই উদ্যানের উন্নতির জন্য বহু কাজ করে গিয়েছেন। ২০০৯ সালে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের নামে এই বাগানটি নামকরণ করা হয়। এখানে 'দ্য গ্রেট বেনিয়ান' বটগাছ রয়েছে যার মূল কাণ্ডটাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। মূল কাণ্ডটি রোগগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তাকে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছিল অন্যান্য বটগাছকে রক্ষা করতে। মূল গাছের শিকড় থেকে সৃষ্টি হয় বহু বিশাল আকারের বহু বটগাছ। মূল বটগাছেক মূল কাণ্ডটিতে উই এর ঢিপি হতে শুরু করেছিল। তার ফলে তাকে কেটে বাদ দিয়ে বাধ্য হয়েছিল উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা। যারা বোটানিক্যাল এর ছাত্র তারা এখানে এসে বিভিন্ন গাছ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। এখানে রয়েছে অর্কিড, বাঁশ খেজুর, স্ক্রু পাইন গাছসহ আরও বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। এখন বহু ভারতের অচেনা অজানা গাছ সারা বছর ধরে গালানো হয়ে থাকে।

প্যারোল খারিজ করল আদালত

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ৭ জুলাই ঃ পাঁশকুড়ায় তৃণমূল নেতা খুনে অভিযুক্ত আনিসুর রহমানের প্যারোল খারিজ করল কলকাতা হাইকার্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত শুক্রবার এই নির্দেশ জারি করেন। অবিলম্বে তাকে জেলে ফিরতে হবে বলেও জানান তিনি। সম্প্রতি মায়ের অসুস্থতার জন্য প্যারোলে মুক্তি পান আনিসুর। তার প্যারোলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে জরুরি ভিত্তিতে মামলা করে নিহত কুরবান শাহের পরিবার। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা ঝুলছে। কলকাতা হাই কোর্টে পাঁচবার ও সুপ্রিম কোর্টে একবার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। ৫ জুলাই থেকে কুরবান শাহ হত্যা মামলার বিচারপর্ব শুরু হয়েছে। এর আগে প্যারোলে মুক্তি পেলে সেক্ষেত্রে কী বিচারপ্রক্রিয়া প্রভাবিত হবে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। উল্লেখ্য, পাঁশকুড়ার খুনে অভিযুক্ত আনিসুর রহমানকে কোন প্রেক্ষিতে প্যারোল দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাপারে নিজেদের বক্তব্য হলফনামা আকারে হাইকোর্টে জমা দেয় কারাদপ্তর। আনিসুরের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেলের মায়ের অসুস্থতার কারণে প্যারোল দেওয়ার ক্ষেত্রে কারাদপ্তর বিধি মেনে কাজ করেছে। যদিও আদালত জানিয়ে দেয়, প্যারোল দেওয়ার কারণ যুক্তিযুক্ত কি না সেটা নিয়ে আদালত ভাবছে না। এনিয়ে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ের পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্যারোল যুক্তিযুক্ত কি না, সেটা বিবেচনা করে শুক্রবার সকালে রায় দেয় আদালত। সেই রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত আনিসুর রহমানের প্যারোল খারিজ করে দেয়। বিচার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষীদের নিরাপত্তা দিতে হবে বলেও জানায় আদালত। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আনিসুর রহমান প্যারেলো মুক্তি পাওয়ায় বিরোধীরা পঞ্চায়েত ভোট প্রভাবিত করার আশঙ্কা করছিলেন। অন্যদিকে আনিসুর অনুগামীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশ মেনে জেলে ফিরতে হচ্ছে এই তৃণমূল নেতাকে।

সীমান্তে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৭ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কোনও প্রকারের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ নাকা তল্লাশি শুরু। শনিবার বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর তার আগে নিরাপত্তা নিয়ে কোনওরকম ফাঁক রাখতে চাইছে না রাজ্য পুলিশ। ভোটের আগে প্রশাসনের কড়া নজরে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা। কোনও রাজনৈতিক অশান্তির অভিযোগের ক্ষেত্রেও সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনও রাজনৈতিক অশান্তির খবর এলে পুলিশকে কড়া ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আর তাই পঞ্চায়েত নির্বাচন এর আগে শুরু হয়ে গিয়েছে নাকা চেকিং। বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় চলছে কড়া নজরদারি পুলিশের। এদিন রূপনারায়ানপুরের বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় নাকা পয়েন্টে রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথভাবে জোরদার নাকা তল্লাশির চিত্র ধরা পড়ে। এদিন নিজে নাকা তল্লাশিতে উপস্থিত ছিলেন এসিপি(কুলটি) সুকান্ত ব্যানার্জী, সালানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিত হাটি, রূপনারায়ানপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মইনুল হক, কুলটি ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিক শুভেন্দু চ্যাটার্জী সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। আগত সমস্ত যানবাহন দাঁড় করিয়ে বিশেষ তল্লাশি চালানো হয়।

উপাচার্য সহ তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের থানায়

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৭ জুলাই ঃ উপাচার্য সহ তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে তপশিলি জাতি-উপজাতি নৃসংসতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার ড. প্রশান্ত মেশরাম। শান্তিনিকেতন থানার তরফে ৫ জুলাই ড. মেশরামের অভিযোগ গৃহীত হয়েছে। শান্তিনিকেতন থানা যথাক্রমে এসসি, এসটি নৃশংসতা (প্রিভেনশন অফ এট্রোসিটি অ্যাক্ট) অনুযায়ী মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। ড. মেশরাম উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি রেজিস্ট্রার তন্ময় নাগ, ইন্টারন্যাল অডিট অফিসার প্রশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এই ধারায় অভিযোগ করে বলেছেন যে তাঁর কর্মজীবন, ভবিষ্যত, অর্থনাশের পাশাপাশি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে অসম্মানজনক মন্তব্য করে মানসিক ভাবে একজন তপশিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে বিভিন্ন ভাবে বৈষম্যের শিকার করেছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০, উপধারা ৩(১) (আর), (ইউ), (পি), (এস) অফ এসসি-এসটি প্রিভেনশন অফ এট্রোসিটি অ্যাক্ট (পি.ও.এ) ধারায় তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ধারায় আগেও বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপক সুমিত বসু অজামিন যোগ্য ধারায় জেল হেফাজত খেটেছেন। প্রসঙ্গতঃ জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিশ্বভারতী উপাচার্য, ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিবকে হাজিরা দিতে হয়েছে। অভিযোগ ওঠে, প্রশান্ত মেশরামকে লিয়েনে ছুটি দেন নি বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এর ফলে উড়িষ্যায় পরীক্ষা নিয়ামকের পদে ১৬ জানুয়ারিতে যোগদান করতে পারেন নি। তার প্রেক্ষিতে প্রশান্ত মেশরাম জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনে বর্তমান উপাচার্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এব্যাপারে প্রশান্ত মেশরামকে বার বার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেন নি। তবে, বিশ্বভারতীর তরফে জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গোটা ঘটনাকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে, বিশ্বভারতীতে কখনও জাতিগত বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। জানা গেছে, ২০১৯ সালের জুন মাসে বিশ্বভারতী ওয়ানম্যান কমিটি গঠন করে মেশরামের উপর ক্যাগ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে। কমিটি তার রিপোর্টে উল্লেখ করে যে তদানীন্তন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে অনেক ত্রুটি ধরা পড়েছে। এদিন এব্যাপারে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কোনো জবাব দিতে চায় নি। প্রশান্ত মেশরাম অভিযোগ করেছে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিছুতেই লিয়েনে ছাড় দিচ্ছিল না। বরং টালবাহানা করে আটকে রাখা হচ্ছিল। আবার পুরনো অভিযোগকে সামনে নিয়ে এসে অপদস্থ করা শুরু হয়েছিল। জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন অভিযোগ পেয়ে উপাচার্য এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব সঞ্জয় ঘোষকে তলব করেছিল। নয়াদিল্লিতে গিয়ে কমিশনের দফতরে দেখাও করেন। তারপর কমিশনের নির্দেশে প্রশান্ত মেশরামকে বিশ্বভারতী ছেড়ে দেয়। তবে পিছন থেকে তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছিল।

কার্যালয়ে আগুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। শুক্রবার ভোররাতে রাজগঞ্জের টাকিমারিতে ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে শাসক দল। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। শান্তি- শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় টহলদারি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকিমারি বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থায়ী পাকা পার্টি অফিস রয়েছে। অগ্নিকান্ডের জেরে পুড়ে গিয়েছে পার্টি অফিসে থাকা দলীয় ঝান্ডা, ব্যানার, কাগজপত্র সহ কিছু আসবাবপত্র। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানা ও মিলনপল্লী ফাঁড়ির পুলিশ। আশুতোষ রায় নামে এক তৃণমূল সমর্থক বলেন, আমার বাড়ির পাশেই ওই কার্যালয়। ভোরবেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বের হতেই পোড়া গন্ধ নাকে আসে। তখন কিছুটা এগিয়ে দেখি কার্যালয়ের ভিতরে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দলীয় নেতৃত্বকে জানানোর পর তারা ঘটনাস্থলে আসেন। বিরোধীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তার অভিযোগ। অন্যদিকে এই বিষয়ে বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লকের সভাপতি নিতাই মন্ডল বলেন, টাকিমারিতে তৃণমূলের পার্টি অফিসে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় বিজেপির কেউ জড়িত নয়। বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানোর চক্রান্ত করছে শাসক দল।

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ অধীরের

এই পাপের বোঝা আপনি বেশিদিন বইতে পারবেন না

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৭ জুলাই ঃ নির্বাচনের একদিন আগে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস কর্মী খুনের ঘটনায় গর্জে উঠলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, এই পাপের বোঝা আপনি বেশিদিন বইতে পারবেন না। আপনার পতন অবধারিত। অধীর চৌধুরী বলেন, পৃথিবীতে অত্যাচার করে হিংসার লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে কোনো শাসক টিকে থাকতে পারেনি, আপনিও পারবেন না। একদিন বা দুদিন বা কিছুদিন টিকে থাকতে পারলেও সারা জীবন টিকে থাকতে আপনি পারবেন না। ইসলামপুরে কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার আগে বহরমপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা বলেন অধীর চৌধুরী। তাঁর কথায়, কে তৃণমূল আর কে বিজেপি বা সিপিএম কিংবা কে কংগ্রেস সেটা বড়ো কথা নয়, মানুষের ভোটে মানুষ অংশগ্রহণ করবে, সেখানে গুলি কেন, সেখানে বোমা কেন, সেখানে খুন কেন? আমার দাবি, যেমন আমাদের জীবনে দুর্গা পূজা আছে, কালীপূজা আছে, ঠিক তেমনই গ্রামীণ ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত নির্বাচনও আছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামীন ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক উৎসব। সেখানে কেন এত হানাহানি? কেন দলের কর্মীর ওপরে হামলা হবে? সে কংগ্রেস হোক বা তৃণমূল, কিংবা সিপিএম বা বিজেপি- আমরা সবাই তো আগে নাগরিক! নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করা সবার আগে দরকার। অধীর বলেন, নাগরিকরা যদি ভোটই দিতে না পারবে, তাহলে সংবিধান রেখে লাভ কি, পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হোক। এদিন মমতার পাশাপাশি অভিষেককেও একহাত নেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলী আজ উল্টো কথা বলছে। খোকাবাবু অনেক ঘটনা জানেন, অনেক ঘটনা জানেন না। উনি চোখ দিয়ে শোনেন আর কান দিয়ে দেখেন। তাই কিছুই দেখতে পান না, কিছুই শুনতে পান না। এদিন মুর্শিদাবাদের রানিনগরের ইসলামপুরে এক কংগ্রেস কর্মী মৃত্যুর ঘটনায় অধীর চৌধুরী তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ান। খুন হওয়া কংগ্রেস কর্মী অভিনন্দন মণ্ডলের বাড়িতে যান তিনি। বাড়ির সামনে অভিনন্দন মণ্ডল বসে থাকা অবস্থায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁর ওপরে হামলা চালায়। সেই ঘটনায় গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। যদিও এই অভিযোগ তৃণমূলের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন অধীর চৌধুরী। দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন অধীর চৌধুরী। মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগরে পুলিশের সাথে তর্কাতর্কি ও বচসায় জড়িয়ে পড়েন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। রানিনগরে নিহত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে গিয়ে দেখা করে ফেরার পথেই পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বচসা হয় অধীর চৌধুরীর। এদিকে বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত কংগ্রেস কর্মীকে দেখতে যান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

EXIM FINANCE LIMITED

Registered Off.: 1 Grahams Road Near Indrapuri Studio Tollygunge LP 102/8, Kolkata - 700040
Correspondence Off: No. 373, 1st A Cross, Service Road, 3rd Block, Koramangala, Bangalore - 560034, Ph: +91 80 46833737,
CIN: L65999WB1993PLC060688
website: www.eximfinance.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Members of Exim Finance Ltd will be held on **Monday, 31st day of July, 2023 at 10:30 a.m.** at the registered office of the Company

The Register of Members and share transfer book of the Company shall remain closed from **24/07/2023 to 31/07/2023 (both days inclusive)**

By order of the Board
Place : Kolkata **Giriraj Ladha**
Date : 07.07.2023 **DIN : 00342200**

USHITA TRADING & AGENCIES LTD.

Regd. Office :52, Weston Street, Kolkata-700012, WB
CIN: L51109WB1983PLC035659
Ph:(033)2211 9688
Email: ushitatrading1983@gmail.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 31st Day of July, 2023 at 11:30 A.M. to inter-alia, consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 30th June, 2023.

For Ushita Trading & Agencies Ltd.
Sd/-
Swarup Kumar Dey
Place : Kolkata **(Director)**
Date : 07.07.2023 **DIN: 01664286**

SHUBH LABH INVESTMENTS LTD.

Regd. Office: Sincere Group, 1st Floor, 12 B. B. D. Bagh (East), Kolkata-700 001,
CIN:L65993WB1980PLC033083
Ph:(033)4020 2100
Website:
shubhlabhinvestmentsltd.godaddysites.com
Email: subhlabhinvestments@gmail.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Monday, the 31st Day of July, 2023 at 11:00 A.M. to inter-alia, consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 30th June, 2023.

For Shubh Labh Investments Ltd.
Sd/- Bhagwan Das Agarwal
Place : Kolkata **(Director)**
Date : 07-07-2023 **DIN: 00532041**

CITATION

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE, CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION) DAKSHIN DINAJPUR AT BALURGHAT

MISC. Judicial-34/2022 (SUCCESSION)

1. Sri. Anukul Sarkar
2. Sri. Mrinal Chandra Sarkar
3. Smt. Dipti Biswas
4. Smt. Jharna Sarkar
5. Smt. Ranna (Majumder) Sarkar
6. Sri. Mukul Mondal-Died
7. Sri Amit Mondal &
8. Sri Avijit Mondal

……………………Petitioners

-AND-

1. Branch Manager, Punjab National Bank(Erstwhile-United Bank of India), Tapan Branch,
2. Sri Trilochan Sarkar.

……………..Opposite Parties

It is hereby notified to the public in general that the petitioners have prayed for Succession Certificate regarding the Pension, Deposits, other benefits along with interest lying with the UBI Tapan Branch, Dakshin Dinajpur in the name of the deceased Ramlal Sarkar, S/o-Late Tarak Nath Sarkar, of Vill-Dhainagar, PO-Telighata, PS-Tapan, Dist-Dakshin Dinajpur before this Honorable Court.

If there is any objection or statement of anybody, persons are invited to attend personally or by engaged Ld. Advocate before the court on the fixed date on 11.08.2023 at 10.30 A.M.

Schedule of Property

PPO No-WDR/S/P/00794 ID-1818, Pension Account No-0393010104837 and S/B Account No- 0393010102091 lying with the United Bank of India, both account operated in single mode. United bank of India has merged in to Punjab National Bank, Tapan Branch, Tapan, Dist.-Dakshin Dinajpur.

By Order
Tapas Majumdar
Sherestadar
Civil Judge(Junior Divn.)
Balurghat, D/Dinajpur
05-07-2023

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এমইএস/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং ৮৯_২০২৩-২৪, তারিখ ০৭.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ:** ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে বিডিসি-কেডব্লুএই ডাউন এমএল স্থানে ২-৩.৮৮৯ = ১.৮৮৯ কিমি, ৫.০৬৭-৭.৪৭১ = ২.৪০৪ কিমি, ৮.৯৭৪-৯.৫৪২ = ০.৫৬৮ কিমি, ৯.৮০৭-১২.৪৯৯ = ২.৬৯২ কিমি; ১.৮৮৯+২.৪০৪+০.৫৬৮+২.৬৯২ =৭.৫৫৩ কিমি, মোট ৭.৫৫৩ কিমি টিআরআর(পি) কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,০৪,৯৮,৭০৮.৫৮ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,০২,৫০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং ৯৩_২০২৩-২৪, তারিখ ০৭.০৭.২০২৩। কাজের বিবরণ:** এইএন/কেডব্লুএই-এর অধীনে কেডব্লুএই-বিজিবিএ শাখায় এসএসই(পি.ওয়ে)/কেডব্লুএই (বিএল) শাখার গতিবেগ ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা থেকে ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা-তে বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪৮,৭৭,১৮২.৮১ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৯৭,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ :** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৩৬ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৬ মাস (ক্রমিক নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ৩১.০৭.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টিডিসি - ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-141/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-স্পেশাল রিপেয়ার-১৫, তারিখ: ০৬.০৭.২০২৩। ডেপুটি সিএমই (ওয়াগন)/খেজিপিলু, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লেখিত তারিখে দুপুর ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং দুপুর ৩টের খোলা হবে। **কাজের নাম :** ওয়াগনের বিশেষ মেরামতি। **কাজের আনুমানিক মূল্য :** ১১,১৩,৪৪,০৬৬ টাকা জিএসটি @১৮% সহ। **বায়নামূল্য :** ৭,০৬,৮০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৮.০৭.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও বিস্তারিত বিবরণ :** www.ireps.gov.in টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের দরপত্র জমা করবেন। এই কাজটির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবেনা। (PR-375)

পরিচালনা ও ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. মেক-এনএমজিইটি-০২-২০২৩-২৪, তারিখ : ০৫-০৭-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম :** "বদরপুর জং. স্টেশনে দুই (০২) বছর সময়ের জন্য অটোমেটিক ডিজেলাইজড প্রেশার কোচ ওয়াশিং ফেসিলিটির পরিচালনা ও ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা (এএমসি)"। **টেন্ডার মূল্য :** ২৬,৬৬,৫৭৩ টাকা, **বায়নার মূল্য :** ৫৩,৩০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৭-০৭-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৭-০৭-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টার পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৭-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিএমই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মেশিনে ভাঙা পাকুর ভ্যারাইটি ব্যালাস্ট-এর উৎপাদন ও সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪০ অব ২০২৩, তারিখঃ ২৮-০৬-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনে কোয়ারি পাকুর/বাকুদি/তালবাড়ি/রাজগ্রাম থেকে ৫০এমএম আকৃতির মেশিনে ভাঙা পাকুর ভ্যারাইটি ব্যালাস্ট-এর উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৬,০৪,৭৬,০০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮,০২,৪০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৭-০৭-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৭-০৭-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৭-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মাহিন্দ্রা/টাটা ৪ হুইলার মোবাইল ভ্যান ভাড়া

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি/ইএল/টিআরডি/০৬/২২-২৩/আরটি। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.: এপি/ইএল/টিআরডি/০৬/২২-২৩/আরটি, কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - ২ বছরের (৭৩০ কর্ম দিন) জন্য ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কেন্দ্রীভূত নিরীক্ষণ প্রণালীর ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-০৬-এলএমজি-২০২৩-২৪ তারিখঃ ০৫-০৭-২০২৩। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের হেতু ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** কেন্দ্রীভূত নিরীক্ষণ প্রণালীর ব্যবস্থাঃ লামডিং ... **টেন্ডার রাশি:** ৩৪,২১,২৪৪.৭০/- টাকা। **জামিন সুরক্ষা জমাঃ** ৬৮,৬০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-০৭-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ২৭-০৭-২০২৩ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে চলাচলকারী ১১ টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ১৯টি এসএলআর কামরা এবং ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৩টি আরটিভিপি-তে পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশনে চলাচলকারী ১১টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ১৯টি এসএলআর এবং ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৩টি আরটিভিপি-র ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অ্যাক্সেসযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৩-৩৫। ট্রেন নং. : ১১টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ১৯টি এসএলআর এবং ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৩টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ২১.০৭.২০২৩, সকাল ১০.৩০ মিনিট।

(HWH-139/2023-24) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

G20

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ট্রাকশান ডিসট্রিবিউশান), এন.সি. রেলওয়ে, ঝাঁসি, আহ্বান করছেন সিলকরা ''**ওপেন টেন্ডার**'' অনলাইনে **(ই-টেন্ডারিং)** উল্লেখিত কাজের জন্য।

ই-টেন্ডার নং.	কাজের বিবরণ	আনুমানিক মূল্য (₹)	বায়না মূল্য / দর নিরাপত্তা (₹)
জেএইচএস-টিডি-টেন্ডার-২০২৩-১০	২৫ কেভি এসি টিএসএস (৮টি) ম্যানিংয়ের জন্য আউটসোসিং হেতামপুর, সাঙ্ক, গোয়ালিওপর, সিমারাইতাল, দাতিয়া, বাসাই, জাখারুয়া এবং উদয়পুরা টিএসএস ঝাঁসি ডিভিশনে ২৪ মাসের মেয়াদে।	২৭৬৭৪৯৫৪.৮৮	২৮৮৪০০.০০
জেএইচএস-টিডি-টেন্ডার-২০২৩-১১	২৫ কেভি এসি টিএসএস (৭টি) ম্যানিংয়ের জন্য আউটসোসিং নিওয়ারি, হারপালপুর, মাহোবা, ডিংওয়াহি, খোওহ, রাগাউল এবং ঘাতমপুর টিএসএস ঝাঁসি ডিভিশনে ২৪ মাসের মেয়াদে।	২৪২১৫৫৮৫.৫২	২৭১১০০.০০

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ২৮.০৭.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা।

সম্পাদনের মেয়াদ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে মেয়াদ ঃ ২৪ মাস।

- টেন্ডার জমা করা যাবে অনলাইনে **২৮.০৭.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।**
- সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** ।

1061/23 (ADM)

North central railways @CPRONCR @north centralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

বিজেপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে সাদা কাপড়

আতঙ্কে ভুগছেন পরিবারের লোকেরা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ৭ জুলাই ঃ বিজেপি মন্ডল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীর বাড়ির সামনে পড়ে রয়েছে সাদা থান কাপড়। সঙ্গে রয়েছে গীতা, মিষ্টি এবং ধূপকাঠি। প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁর পরিবারকে আতঙ্কিত করতেই শাসকদল এই ঘটনা ঘটিয়েছে। নির্বাচনের আগের দিন এই ঘটনা ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এলাকায়। রাত পোহালেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। এবারের নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই গোটা রাজ্যজুড়ে বিরোধীরা বিভিন্ন সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। কোথাও বিরোধীদের প্রার্থীকে মারধর বাড়ি ভাঙচুর আবার কোথাও অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। এবার শান্তিপুরের ২৮ নম্বর সমিতির প্রার্থী চঞ্চল চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে সাদা কাপড়ের থান, মিষ্টি, গীতা এবং তুলসী পাতা ফেলে যাওয়ার ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। চঞ্চল চক্রবর্তীর অভিযোগ, শাসক দল বোঝাতে চাইছে আমি খুন হয়ে যেতে পারি। এর আগেও আমাকে একাধিকবার বিভিন্ন হুমকি দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করি। আমি এইসব হুমকিতে ভয় পাই না। তবে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে পরিবার কিছুটা হলেও আতঙ্কিত রয়েছে। এই ঘটনার পেছনে পুরোপুরি শাসক দল জড়িত। পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি। বিজেপি প্রার্থী চঞ্চল চক্রবর্তীর মা মীরা চক্রবর্তী জানান, সকালে কয়েকজন এলাকারই মহিলা চিৎকার চেঁচামেচি করে আমাকে ডাকতে থাকে। আমি গেটের বাইরে গিয়ে দেখি ওইসব জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে। যেহেতু আমার ছেলে বিজেপি করে এবং ভোটে দাঁড়িয়েছে সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূল। রাত পোহালেই নির্বাচন সেই কারণে আমরা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি। অন্যদিকে ঘটনা অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী উৎপল বসাক। তিনি বলেন, তৃণমূল কখনো এই শিক্ষা লাভ করেনি। আমরা মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি নেতৃত্বে রাজনীতি করি। তারা কোনও গন্ডগোল কিংবা ঝামেলায় বিশ্বাসী নন। এই এলাকায় বিজেপি একটা ভোটও পাবে না সেই বুঝেই নিজেরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই।

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Cleaning and side wall for Protection from N.H. to Baigachi Canal in Ward No-13, Surface Drain Surrounding FII Block in Ward No.- 10 and Road side Protection wall beside Kalipur Maha Soshan in Ward No-19 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-65, 66 & 67/2023-24,** Bid submission closing date (online)-**17/07/2023.** Details may be seen from www.wbtenders.gov.in. the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/86 (1st Call) Name of the Work: **Restoration of road disturbed by Drainage Department from Mahatma Gandhi Road Vivekananda Sporting Club to Dhalipara Mission More in Ward No.-122 under Br.-XIII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,29,468.68** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: **₹ 8,600.00.** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **11.07.2023 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.07.2023 (12 Noon)** in the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/102 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of potholes and W/S trenches at Biren Roy Road (West), Khudiram Bose Sarani in Ward No.-128 & 129 under Br.-XIV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,96,963.52** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/103 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of potholes and W/S trenches at Biren Roy Road (East) in Ward No.-121 under Br.-XIV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,96,691.54** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **180 days** (For Sl. No. 2 & 3). Last Date and Time of submission of Bid: **13.07.2023 – 12 Noon** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **06.07.2023 (12 Noon)** (For Sl. No. 2 & 3) in the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 2 & 3).

(4) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/010/2023-2024 (2nd Call) Name of the Work: **Urgent patch repairing work at different places of damaged road surface of Canal Circular Road, Canal East Road, Maniktala Main Road and surrounding areas by laying hot mix under Br.-III.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,96,075.95.** Earnest Money: **₹ 9,950.00.** Period of Completion: **240 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **18.07.2023 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2023 (12 Noon)** in the website **https://etender.wb.nic.in**

(5) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/051/2023-2024 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of potholes at different places at Cossipore Road, Northern Avenue etc. under Br.-I.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,88,111.56.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **180 days.**

(6) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/050/2023-2024 (1st Call) Name of the Work: **Relaying kerb & channel stone and other ancillary works at Girish Avenue under Br.-I.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,65,211.27.** Earnest Money: **₹ 9,350.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **20.07.2023 – 12 Noon** (For Sl. No. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **11.07.2023 (12 Noon)** (For Sl. No. 5 & 6) in the website **https:// etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 5 & 6)

(7) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/052/2023-2024 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of road surface disturbed by Water Supply Department at the junction of M. G. Road and C. R. Avenue in Ward No.-43 under Br.-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,22,368.47.** Earnest Money: **₹ 2,500.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **22.07.2023 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.07.2023 (12 Noon)** in the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E.(M)/Roads, KMC** invites tender online item rate tender in two bid system for following work: **NIT No.: KMC/ASPH/PB/KS-02/2023-24** Name of the Work: **Repairing and maintenance of Departmental Tipper Trucks (TATA, Eicher and Mahindra) i.e. WB03C-1278, WB03C-2578, WB03C-3034 etc. and other allied works at Asphaltum Department, P.B.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **10 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **19.07.2023, 1 p.m.** Bid Opening and date for Technical proposal: **21.07.2023, 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2023, 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), Br.-XVI, KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/JOKA/03/2023-24 Name of Work: **Development of work by laying of 100 MM dia D.I. pipe line at Bhuban Mohan Roy Road from Pr. No.-65/A to L.P. No. 96/1/5 and Pr. No.-386 to Pr. No.-4/35 in Ward No.-123.** Estimated Cost of the Work: **₹ 1,39,057.05.** Earnest Money: **₹ 2,800.00.** Period of completion: **15 Days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/JOKA/04/2023-24 Name of Work: **Laying of 100 MM dia D.I F/W service main at Amritalal Mukherjee Road and Ananda Nagar Kalitala from Pr. No. 137A to Pr. No. 1101 and Pr. No. 893 to Pr. No. 84 in Ward No.-125.** Estimated Cost of the Work: **₹ 1,86,637.35.** Earnest Money: **₹ 3,800.00.** Period of completion: **20 Days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/JOKA/05/2023-24 Name of Work: **Development of work by laying of 100 MM dia D.I. pipe line at Kailash Ghosh Road Bye Lane from Pr. No. 13C to Pr. No. 7 and Pr. No. 5 to 59 in Ward No.-123.** Estimated Cost of the Work: **₹ 1,55,185.66.** Earnest Money: **₹ 3,200.00.** Period of completion: **18 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **21.07.2023 at 6 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **24.07.2023 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **12.07.2023 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3) from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3)

(4) NIT No.: KMC/WS/JOKA/02/2023-24 Name of Work: **Leakages repairing work of existing 300 MM dia D.I. reservement water supply pipe of Sakuntala Booster at different location on Jadav Ghosh Road in Ward No.-126 under Br.-XVI.** Estimated Cost of the Work: **₹ 1,74,888.46.** Earnest Money: **₹ 3,498.00.** Period of completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **25.07.2023 at 11 a.m.** Tender will be opened on: **27.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.07.2023 at 11.a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **E.E. (WS/BDT), KMC** invites e-Tender for the following work (Submission of Bid through online): **NIT No.: KMC/WS/SINK/XI/113/23-24/06** Name of Work: **Installation of 1 no. power driven deep tubewell of size 100 MM x 50 MM dia. at Agradut Club near Ward Office Ward No.-113.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **₹ 2,98,823.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Tender: **20.07.2023 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www. wbtenders.gov.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Controlling Officer/EWS, KMC** invites e-Tender for the under mentioned work: **NIT No.: KMC/EWS/INST/NZ/01/2023-24** Name of Work: **Improvement of lighting system and allied works at NS Cart and nearby two sheds at EWS Department.** Estimated cost: **₹ 2,96,861.00.** Earnest Money: **₹ 5,950.00.** Last Date and Time of submission of Bid (Online): **19.07.2023 (12.30 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2023 at 4.30 p.m.** from the website **http://etender.wb.nic.in**

The **D.G. (E&H), KMC** invites lump sum quotation online in two bid systems for the following work: **NIT No.: KMC/EH/HER/03/23-24 (2nd Call)** Name of Work: **Conservation consultancy services for the work of renovation of the residence and statue of Sri Girish Chandra Ghosh (Girish Bhavan, Grade-I heritage structure) at 13 Girish Avenue in Ward No.-8.** Estimated Amount: **To be quoted by the bidder.** Earnest Money: **₹ 2,000.00.** Period of completion: **For Phase A – 30 Days, Phase B – Negotiable.** Last Date and Time of submission of Bid: **15.07.2023 – 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.07.2023 (12.30 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** **(395/23-24)**

গৃহকোণ

বিছানা-বালিশ কেমন হলে ঘুম ভালো হবে

সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে সকলেই চান। আর তাই নতুন একটা দিন সতেজভাবে শুরু করার জন্য রাতের ঘুম খুব প্রয়োজন। তবে ঘুমের আয়োজনের ভুলভ্রান্তি হলে

তা থেকে অনেক রোগ হয় বলে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন। যেমন- কোমরব্যথা কিংবা ঘাড়ব্যথার মতো সমস্যা। ঘুমের আয়োজনে প্রথমে আসে বিছানার কথা। তোশক, ফোম নানা উপকরণে হতে পারে বিছানা। এগুলোর মধ্যে কোনটা স্বাস্থ্যকর? বালিশের আকার ও উচ্চতাও গুরুত্বপূর্ণ। আরও জানতে হবে ঘুমের সঠিক দেহভঙ্গি। **বিছানা-বালিশ** এমন হতে হবে, যাতে ঘুম হয় আরামদায়ক। তাই বলে তুলতুলে নরম বিছানায় শোয়া যাবে না, বরং ঘুমাতে হবে শক্ত ও সমান বিছানায়। দৃঢ় বিছানায় দেহের স্বাভাবিক বক্রতা নিশ্চিত হয়। শরীরের ওজনেও বিছানা দেবে যায় না। ঘুমের জন্য চাই আদর্শ বিছানা-বালিশ। নইলে ঘাড়, পিঠ ও কোমরে ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন **বিছানা চাই-** শোয়ার পর বিছানার কোনো অংশ যাতে দেবে না যায়। শোয়া অবস্থায় কোমর, পিঠ আর ঘাড় একই রেখায় থাকতে হবে। শিমুল তুলার তোশক ব্যবহার করা ভালো। জাজিম আর তোশক দুটি অনুষঙ্গ একই সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে না। হয় তোশক বেছে নিন, নয়তো জাজিম। বক্স খাটে অবশ্য শুধু একটি অনুষঙ্গ ব্যবহার করা মুশকিল। সে ক্ষেত্রে প্রথমে জাজিম বিছিয়ে বক্স খাটের ভেতরের অংশ পূরণ করে নিন। এর ওপর হার্ডবোর্ড বিছিয়ে দিন। এর ওপর পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার একটি তোশক বিছিয়ে নিতে হবে। ম্যাট্রেসেও ঘুমাতে পারেন। তবে ভালো মানের ম্যাট্রেস বেছে নিন। **বালিশ- কোলবালিশঃ** এমন বালিশ বেছে নিতে হবে, যাতে ঘাড়ের স্বাভাবিক বক্রতা বজায় থাকে। শিমুল তুলার বালিশ ভালো। প্রয়োজনের চেয়ে ছোট বালিশ ব্যবহার না করাই ভালো (যেমন - সোফার কুশন)। বালিশের এক দিকে ঘুমাতে ঘুমাতে দেবে গেলে অপর দিক ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে দিক বদল করে বালিশ ব্যবহার করা ভালো। বালিশের উচ্চতাও হতে হবে ৫ ইঞ্চি। পাতলা বালিশ ভালো নয়, একাধিক বালিশ ব্যবহারের অভ্যাসও এড়িয়ে চলা উচিত। **চাই স্বাচ্ছন্দ্য-** এমন বিছানা বেছে নেওয়া উচিত, যেখানে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শোয়ার জায়গা থাকে যাতে প্রয়োজন মতো পাশ ফিরে ঘুমানো যায়। অর্থাৎ ঘুম হতে হবে স্বস্তিকর। একেবারে গাদাগাদি করে অনেকে মিলে না ঘুমানো ভালো। **শিশু-** কিশোরদেরও নির্দিষ্ট বয়সের পর আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। কাত হয়ে ঘুমানো ভালো। কুঁকড়ে নয়, শরীর সোজা রেখে ঘুমান। কোলবালিশ নিলেও এদিকে খেয়াল রাখুন। ঘুম ভাঙার পর কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসতে হবে, যাতে কোমরে চাপ না লাগে। এবার আরে করে বসে লম্বা করে শ্বাস নিন এবং ছাড়ুন ৫-১০ বার। একবারে লাফ দিয়ে নামবেন না, কোমরে টান লেগে যেতে পারে। **এড়িয়ে চলতে হবে যা যা দেখে নিন-** ফোমের বিছানায় কিংবা সোফায় শোয়া পরিহার করুন। বাতাসের বিছানা-বালিশ ভালো নয়। মেঝেতে না শোয়া ভালো, বিশেষত স্থূল ব্যক্তির জন্য। মেঝেতে শোয়া অবস্থা থেকে উঠতে গিয়ে কোমরে চাপ পড়তে পারে। নাক ডাকলে, ঘুমের মধ্যে শ্বাসের কোনো সমস্যা থাকলে কিংবা বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যা থাকলে চিত হয়ে ঘুমাবেন না। **কখন বদলাবেন দেখে নিন-** বিছানার যে জায়গাটায় শোয়া হয়, সেদিক ধীরে ধীরে দেবে যায়। বিছানার স্থানে স্থানে গর্ত হয়ে যায়। যেই ধরনের বিছানা ব্যবহার করা হোক না কেন, দু- তিন বছর অন্তর বদলে ফেলুন। বিছানার কোনো দিক বসে গেলে, গর্ত হয়ে গেলে কিংবা শোয়ার পর বিছানার কোনো অংশ দেবে গেলে দুই বছরের আগে তা বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে।

বর্ষায় কীভাবে সাজাবেন খাবার টেবিল

ঝমঝম বৃষ্টির দিনগুলোতে বাড়ির ভেতরেই বসে আড্ডা আর অনেক সময়ই সেটা খাবার টেবিল ঘিরেই জমে ওঠে। তাই খাবার টেবিলটা হতে হবে পরিপাটি। এ সময় আবহাওয়াটা যেহেতু আর্দ্র থাকে, খাবার টেবিল সাজানোর সময় এমন উপকরণ রাখতে হবে, যাতে কেটে যাবে ভ্যাপসা গন্ধ, স্যাঁতসেঁতে ভাব। যোগ হবে বর্ষার সজীবতা। **গাছ বা ফুল-** বর্ষার সময় ঘরে সবুজ যোগ করতে পারলে অন্দরেই চলে আসবে একটুকরো প্রকৃতি। খাবার টেবিলেও থাকতে পারে সেই আমেজ। তবে সেটাও হতে হবে পরিমিত। অনেকে টেবিলে মাটিভর্তি টব পছন্দ নাও করতে পারেন। জলের মধ্যে রাখা মানিপ্ল্যান্ট সহজ সমাধান। এ ছাড়া প্লাস্টিকের গাছও খারাপ লাগবে না। ফুলদানিতে শোভা পাক গাছের পাতা কিংবা ছাদে রাখা কোনো একটি গাছের ফুল। প্রকৃতির কাছ থেকে ধার করে আনা এই সৌন্দর্য্যের ওপর আর কিছু হতে পারে না। টেবিলের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও এটি বেশ ভালো কাজ করবে। পাশাপাশি টেবিলে যোগ করবে রং। **কম বাজেটে টেবিল সাজানো-** ঘরে যা যা আছে, সেসব দিয়ে নান্দনিক ভাব আনতে পারেন টেবিলে। **মোমবাতি-** টানা বৃষ্টির সময় ঘরে তৈরি হয় ভ্যাপসা গন্ধ। মোমবাতি জ্বালালে এই সমস্যা কিছুটা দূর হয়। পাশাপাশি মাছির উপদ্রবও কমে। বাড়তি পাওনা হিসেবে খাবার টেবিলে আনে সুন্দর একটা পরিবেশ। দিন বা রাত, যেকোনো সময়ই মোমবাতি ব্যবহার করা যায়। অনেকে এখন বৈদ্যুতিক মোমবাতি ব্যবহার করেন। ফ্যানের বাতাসেও এ বাতি নিভবে না। তবে এই ধরনের বাতি থেকে শুধু আলোছায়ার পরিবেশ পাওয়া যাবে, ভ্যাপসা গন্ধ কাটবে না। মোমবাতি কোথায় কীভাবে রাখবেন? একদম টেবিলের মধ্যে রাখতে পারেন। তবে খেয়াল রাখুন, খাবার আদানপ্রদানের সময় যেন অসুবিধা সৃষ্টি না করে। মোমবাতি, পাথর, বালু ও কাঁচ এই চারটি ভিন্ন উপকরণ একসঙ্গে ভালো কাজ করে। কয়েকটি কাঁচের জারের ভেতরে মোমবাতি রাখতে পারেন। মোমবাতির চারপাশে থাকতে পারে বালু, অলংকৃত পাথর। টেবিলে কিছু খালি জায়গা থাকলে এই মোমবাতি দিয়ে জায়গা পূরণ করতে পারেন। টেবিলের মাঝখানে এটি সুসাম্য তৈরি করবে। সুন্দর কৌটার ভেতরও অনেক ধরনের মোমবাতি পাওয়া যায় এখন। এগুলোতে সুগন্ধিও যোগ করা থাকে। এমন কিছু রাখলে আলাদা করে আর কিছু করা লাগবে না। **প্লেট, বাটি- এ সময়ে খাবার প্লেট কেমন হবেঃ** এই মরসুমের জন্য নীল রং আদর্শ, যেকোনো বেলাতেই মানিয়ে যাবে। কমলা, হলুদ, সবুজ রংও বেশ ভালো লাগবে। রাতের জন্য কালো রংটা আলাদা করে রাখুন, জানালেন এসকে ডেকোরের সিইও ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনার সাইমুল করিম। তবে টেবিল সাজানোর সময় একঘেয়েমি কাটাতে যেকোনো একটি বা দুটি জিনিসের রং একটু ভিন্ন হতে পারে। তরকারির একটি বড় বাটির ভেতর ছোট আরেকটি বাটি রাখতে পারেন। সহজেই যোগ হবে বাড়তি সৌন্দর্য্য। একইভাবে চার্জার প্লেট ব্যবহারেও আসবে ভিন্নতা। এটি প্লেটের নিচে ব্যবহার করা হয়। প্লেটের চেয়ে চার্জারের আকার হয় বড়। চার্জার কারুকাজময় হয়, তবে সাধারণ নকশারও হতে পারে। খাবার পরিবেশনের কাজে চার্জার প্লেট ব্যবহার করা উচিত নয়। আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে চার্জার প্লেটগুলো একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ছিটকে পড়তে পারে অথবা স্যুপের মতো গরম খাবারের তাপ ধরে রাখতে সহায়তা করে। চার্জার প্লেট নির্বাচন করার সময় আপনার থিম এবং অতিথির সংখ্যা উভয়ই বিবেচনা করুন। টেবিল রানার, ন্যাপকিন-টেবিলে ন্যাপকিন থাকলে মার্জিতভাবে ভাঁজ করে রাখুন। তাজা ফুল ন্যাপকিনে আটকে দিতে পারেন। ন্যাপকিন হোল্ডার ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া অতিথিদের প্লেটে বা ছুরির পাশেও সাজিয়ে রাখতে পারেন। টেবিলের যেকোনো একটি রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ন্যাপকিন রাখুন। টেবিল বড় হলে টেবিল রানার নির্বাচন করুন দিন, রাত, আনুষ্ঠানিক বা ক্যাজুয়াল পরিবেশ অনুযায়ী। পুরো টেবিলজুড়ে থাকা টেবিল ক্লথের ওপর বিছিয়ে দিন টেবিল রানার। ভিন্নতা চলে আসবে। সঙ্গে প্রতিটি প্লেটের জন্য থাকুক ম্যাট। টেবিল রানার বা ম্যাট যে একই হতে হবে, এমনটা নয়। তবে রঙে, নকশায় কিছুটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

বিনামূল্যে ডায়াবেটিস সচেতনতা এবং স্ক্রিনিং ক্যাম্প মেট্রো স্টেশনগুলিতে

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের

সাথে মেট্রো রেল বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস চেকআপ ক্যাম্পের আয়োজন করে আসছে। ইতিমধ্যেই মাস্টারদা সূর্য সেন, কালীঘাট, যতীন দাস পার্ক, রবীন্দ্র সদন, গিরিশ পার্ক, বেলগাছিয়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। মেট্রোর যাত্রীরা এই ক্যাম্পে তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা চেকআপ করার সুযোগ পাচ্ছে। বিপুল সংখ্যক মেট্রো যাত্রীরা সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সাড়া দিয়েছেন এবং এই শিবিরগুলিতে বিনামূল্যে তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করেছেন। যাত্রীদের ডায়াবেটিস পাওয়া গেলে তাদের বিনামূল্যে পরামর্শ দেওযার জন্য ডাক্তাররাও এই ক্যাম্পে যোগ দিচ্ছেন। তারা এই নীরব ঘাতক সম্পর্কে মানুষকে সচেতনও করছে। আগামী দিনে বাণিজ্যিক সময়ে অন্যান্য স্টেশনে এই ধরনের ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেল নিয়মিতভাবে তার প্রাঙ্গনে এই ধরনের ক্যাম্পের আয়োজন করে যাতে যাত্রীরা যেতে যেতে তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরামিতি পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়। মেট্রো যাত্রীরাও এই ধরনের উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে সাড়া দিয়েছেন।

Name Change

I, SOONFENG alias LIDU LING (old name) W/O TAK SINGH SOON Presently residing at 19A, Tiratta Bazar Street, C.R. avenue, Kolkata-700073 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FENG LING SOON, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/07/2023. SOONFENG, LIDU LING and FENG LING SOON both are same and one identical person.

Name Change

I, KRISHNA VISHWAS is wrongly recorded in my Son's Passport No- L3940860 and my passport No- P8335598 and my Wife Passport No- P8336649, S/o- INDU BISWAS. Residing at Vill - Sat Simulia, Post- Nimtala bazar, Ps- Haringhata, Dist- Ndia, Pin- 741254, West Bengal. Shall henceforth be known as KRISHNA BISWAS. That my name KRISHNA BISWAS and KRISHNA VISHWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PRAIR NARAYAN SAHA is wrongly recorded in my Son's Passport No- J8188176, S/o- LATE MOHAN SAHA. Residing at Vill - 58 Babul bona road, Raikanan, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Shall henceforth be known as PRABIR NARAYAN SAHA. That my name PRABIR NARAYAN SAHA and PRAIR NARAYAN SAHA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PRATIMA VISHWAS is wrongly recorded in my Husband Passport No- L3940860 and my Son's Passport No- P1524643, and my Passport No- P1524643 W/o- PROSHANTA BISWAS. Residing at Vill - Sat Simulia, Post- Nimtala bazar, Ps- Haringhata, Dist- Ndia, Pin- 741254, West Bengal. Shall henceforth be known as PROTIMA BISWAS. That my name PROTIMA BISWAS and PRATIMA VISHWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, HIMANGSHU SEKHAR GIRI (old name) S/O LATE BHUBAN GIRI residing at Purusottampur Manasadwip, 2 nd Portion, Sundarban, S 24 Pgs-743390 WB India have changed my name to (shall henceforth be known as) HIMANGSHU GIRI, before Notary public at Kolkata on 07/07/2023. HIMANGSHU SEKHAR GIRI and HIMANGSHU GIRI both are same and one identical person.

Name Change

I, PRASHANT VISHWAS is wrongly recorded in my Passport No- L3940860 and my wife Passport No- P1524643 and Son's, Passport No- P5784880, S/o- KRISHNA BISWAS. Residing at Vill - Sat Simulia, Post- Nimtala bazar, Ps- Haringhata, Dist- Ndia, Pin- 741254, West Bengal. Shall henceforth be known as PROSHANTA BISWAS. That my name PROSHANTA BISWAS and PRASHANT VISHWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NAWAL KUMAR AGARWAL (old name) S/O PURANMAL AGARWAL Presently residing at 52, DESHBANDHU NAGAR ROAD,HINDMOTOR, CHANDANNAGAR, PIN- 712233 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NAWAL AGARWAL, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/07/2023. NAWAL KUMAR AGARWAL and NAWAL AGARWAL both are same and one identical person.

কর্ণাটকের বাজেট পেশ করলেন সিদ্দারামাইয়া, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ

বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই ঃ কর্ণাটকের বাজেট পেশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শুক্রবার দুপুরে কর্ণাটক বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। মোট ব্যয় ৩,২৭,৭৪৭ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে, যার মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ২,৫০,৯৩৩ কোটি টাকা, মূলধন ব্যয় ৫৪,৩৭৪ কোটি টাকা এবং ঋণ পরিশোধ ২২,৪৪১ কোটি টাকা রয়েছে। শিক্ষার জন্য ৩৭,৫৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, মহিলা ও শিশু উন্নয়নের জন্য ২৪,১৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি মোট বাজেট বরাদ্দের যথাক্রমে ১১ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ। মোট বরাদ্দের ৪ শতাংশ অর্থাৎ ১৪,৯৫০ কোটি টাকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই নিয়ে সপ্তমবার বাজেট পেশ করলেন সিদ্দারামাইয়া।

রাঙাপাড়া নর্থ ও বিশাখাপট্টনমের মধ্যে সাপ্তাহিক জনসাধারণ স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৭ জুলাই ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে রাঙাপাড়া নর্থ ও বিশাখাপট্টনমের মধ্যে একটি সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন জুলাই, ২০২৩ মাস থেকে ০৪ টি (চার) ট্রিপের জন্য চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটির পরিচালনা সম্পর্কে বিশদ তথ্য নিম্নরূপ ঃ ট্রেন নং. ০৮৫৬১ (রাঙাপাড়া নর্থ-বিশাখাপট্টনম) জনসাধারণ সাপ্তাহিক স্পেশাল ১১, ১৮, ২৫ জুলাই, ও ০১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে প্রত্যেক মঙ্গলবার রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ০৫.১৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৫.৩৫ ঘণ্টায় গন্তব্যস্থল বিশাখাপট্টনমে পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৮৫৬২ (বিশাখাপট্টনম- রাঙাপাড়া নর্থ) জনসাধারণ সাপ্তাহিক স্পেশাল ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ জুলাই, ২০২৩ তারিখে প্রত্যেক রবিবার বিশাখাপট্টনম থেকে ০০.১০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.০০ ঘণ্টায় গন্তব্যস্থল রাঙাপাড়া নর্থে পৌঁছাবে। এই সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য উভয়দিক থেকে বিজিয়ানগরম, পালাসা, ব্রহ্মপুর, ভুবনেশ্বর, কটক, খড়গপুর, ডানকুনি, বর্ধমান, মালদা টাউন, বারসোই, নিউ জলপাইগুড়ি, মাথাভাঙা, নিউ কোচবিহার, কোকরাঝাড়, নিউ বঙাইগাঁও, রঙিয়া ও ওদালগুড়ি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে ১৭ টি জেনারেল সিটিং (জিএস) কোচ থাকবে। যাত্রীরা টিকিট কাউন্টার অথবা ইউটিএস অ্যাপের মাধ্যমে ভ্রমণ টিকিট ক্রয় করতে পারবেন।

হোয়াইট হাউসে কোকেন উদ্ধারে বাইডেনকে তোপ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই ঃ হোয়াইট হাউস থেকে কোকেন উদ্ধারের ঘটনাকে নিশানা করেই এবার জো বাইডেনকে তোপ দাগলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প । সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি সাফ জানিয়েছেন, ওই ড্রাগ আসলে বাইডেন ও তাঁর পরিবারই ব্যবহার করে। তাঁদের জন্যই হোয়াইট হাউসে বিপুল পরিমাণ কোকেন আনা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ২ জুলাই হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সাদা রঙের গুঁড়ো উদ্ধার হয়। পরে জানা যায় ওই সাদা পাউডার আসলে কোকেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তোপ দাগেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, কী মনে হয়, হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ে যে কোকেন পাওয়া গিয়েছে সেটা কারা ব্যবহার করে? হান্টার ও জো বাইডেন ছাড়া আর কেউই ওই কোকেন ব্যবহার করে না, আমি নিশ্চিত। নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে মিডিয়াকেও একহাত নিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি লেখেন, কয়েকদিন পরেই ফেক মিডিয়া দাবি করবে, ওটা কোকেন নয়। মিডিয়া বলবে ওটা আসলে অ্যাসপিরিনের গুঁড়ো। তারপর এই কেলেঙ্কারির ঘটনা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, হোয়াইট হাউসে তল্লাশির সময়ে উপস্থিত ছিলেন না বাইডেন। ক্যাম্প ডেভিডে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে কোকেন উদ্ধার নিয়ে মুখ খুলেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রেস সচিব ক্যারিন জাঁ- পিয়ের জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসের ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার রয়েছে। সারাদিনে অনেকেই ওই এলাকায় চলা ফেরা করেন, সেখান থেকেই কোকেন উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু হোয়াইট হাউস চত্বরে কীভাবে কোকেন এল, তা জানতে তদন্ত চলছে। এই কাণ্ডের মূল অবধি পৌঁছানো খুবই দরকার।

ছত্তিশগড়ের চাহিদা শুধুমাত্র বিজেপিই জানে, তাই কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

রায়পুর, ৭ জুলাই ঃ ছত্তিশগড়ের চাহিদা শুধুমাত্র বিজেপিই জানে, আর তাই দিল্লির বিজেপি সরকার ছত্তিশগড়ের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের রায়পুরে বিজয় সঙ্কল্প মহা জনসভা থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ছত্তিশগড় গঠনে বিজেপি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। শুধুমাত্র বিজেপিই ছত্তিশগড়ের চাহিদা সম্পর্ক জানে, আর সেই কারণেই দিল্লির বিজেপি সরকার ছত্তিশগড়ের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আজও ছত্তিশগড়ের উন্নয়নের জন্য ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ছত্তিশগড়কে কংগ্রেসের দেওয়া ৩৬ টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা হবে...কিন্তু এখন ৫ বছর পার হতে চলেছে এবং সত্য হল কংগ্রেস আসলেই হাজার হাজার কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারি করেছে। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ছত্তিশগড়ের উন্নয়নের সামনে একটি বড় 'পাঞ্জা' (তাল) দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এটা হল কংগ্রেসের 'পাঞ্জা', যা আপনাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এই 'পাঞ্জা' সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ছত্তিশগড়কে লুট করবে এবং ধ্বংস করবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিগত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার আওতায় ছত্তিশগড়ের হাজার হাজার আদিবাসী গ্রামে রাস্তা পৌঁছেছে। ভারত সরকার এখানে প্রায় ৩,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় সড়কের প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

ত্রিপুরা বিধানসভায় পাঁচজন বিধায়ককে বহিষ্কার, দ্বিতীয়ার্ধে অধিবেশন শুরুতে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার

আগরতলা, ৭ জুলাই ঃ ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনের শুরুতেই ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক যাদব লাল নাথের বিরুদ্ধে নীল ছবি দেখার অভিযোগ নিয়ে উত্তাল বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বিরোধী দলের পাঁচজন বিধায়ককে বহিস্কার করেছেন। অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের উপর বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যান বিরোধী দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে অধিবেশন শুরু হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষের কাছে পাঁচ বিধায়কের বহিস্কার প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দেন। সেই মোতাবেক অধ্যক্ষ বহিস্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে পাঁচ বিধায়কদের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আজ থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন। ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক যাদব লাল নাথের ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টগোলের মধ্যেই অর্থমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় বাজেট ভাষণ শুরু করেছেন। বিরোধীরা ক্রমাগত স্লোগান দিতে দিতে ওয়েলে নেমে যান এবং অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন তাদের শান্ত থাকার জন্য ও পর্রবতী সময়ে আলোচনার সুযোগ দেবেন বলে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীরা অধ্যক্ষের আবেদনে রাজি না হয়ে বরং মানদণ্ড কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বিরোধী দলের পাঁচজন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, নয়ন সরকার, বৃষকেতু দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা, নন্দিতা রিয়াংকে আজ সারাদিনের জন্য বহিস্কার করেছেন। অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের উপর বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যান বিরোধী দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে অধিবেশন শুরু হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষের কাছে পাঁচ বিধায়কের বহিস্কার প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দেন। সেই মোতাবেক অধ্যক্ষ বহিস্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে পাঁচ বিধায়কদের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের সাথে আইডিএফসি লিমিটেডের একত্রিতকরণ অনুমোদন করেছে

মুম্বই, ৭ জুলাই ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক লিমিটেডের (আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক বা দি ব্যাংক) বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ৩ জুলাই, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত সভায় আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের সাথে আইডিএফসি লিমিটেডের একত্রিতকরণ প্রকল্প অনুমোদন করেছে। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের সাথে আইডিএফসি লিমিটেডের একত্রিতকরণের জন্য শেয়ার এক্সচেঞ্জ অনুপাত হবে আইডিএফসি লিমিটেডের ফুললি পেইড প্রতি ১০ টাকার ফেস ভ্যালুর ১০০টি ইকুইটি শেয়ারসের জন্য আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের ফুললি পেইড প্রতি ১০ টাকার ফেস ভ্যালুর ১৫৫ ইকুইটি শেয়ার। প্রস্তাবিত একত্রিতকরণের ফলে, ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রতি স্বতন্ত্র বইয়ের মূল্য ৪.৯ বৃদ্ধি পাবে। যুক্তিসহ ব্যাখ্যাঃ ১. একত্রিতকরণ আইডিএফসি এফএইচসিএল, আইডিএফসি লিমিটেড এবং আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের কর্পোরেট স্ট্রাকচারকে একটি একক সত্তায় একীভূত করার মাধ্যমে সরলীকরণের দিকে নিয়ে যাবে এবং উপরোক্ত সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রক সম্মতিগুলিকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করবে। ২. এই একত্রিতকরণ অন্য বৃহ প্রাইভেট সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির মতো, কোনও প্রবর্তক হোল্ডিং ছাড়াই বৈচিত্র্যপূর্ণ পাবলিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে সাহায্য করবে। স্কিমটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI), কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, BSE লিমিটেড এবং কোম্পানির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের প্রাপ্তি সাপেক্ষে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সম্মিলিতভাবে, স্টক এক্সচেঞ্জ) এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ এবং নিযন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, প্রযোজ্য আইনের অধীনে। পটভূমি ঃ আইডিএফসি লিমিটেড, ১৯৯৭ সাল থেকে একটি প্রিমিয়ার, সফল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থায়নকারী ডোমেস্টিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (DFI), এপ্রিল ২০১৪-এ একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য RBI দ্বারা নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড তৈরি হয়েছিল। ব্যাংকটি অক্টোবর ২০১৫ এ তার কার্যক্রম শুরু করে। আইডিএফসি লিমিটেডের ঋণ সম্পদ এবং দায় আইডিএফসি ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ২০১২ সাল থেকে ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড একটি সফল ভোক্তা এবং MSME অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ছিল যার প্রবৃদ্ধি, লাভ এবং সম্পদের মানের একটি শক্তিশালী ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে।

ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত কেরল ও কর্ণাটকে

তিরুবনন্তপুরম ও বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই ঃ গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হয়েই চলেছে কেরলে, সেই বৃষ্টি থামেনি শুক্রবারও। লাগাতার ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জেরে কেরলের নানা প্রান্তে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একই অবস্থা কর্ণাটকেও। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যেও লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবার সকালেই ভারী বৃষ্টি হয় কেরলের রাজ্য তিরুবনন্তপুরমে। সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল কেরলের রাজধানী, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে। প্রবল বর্ষণের জেরে আলাপ্পুঝা জেলার বেশ কিছু অংশ প্লাবিত হয়েছে। কেলামঙ্গলামের থাকাঝি গ্রাম এখন জলের তলায়। অনেক বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। যাতায়াতের জন্য এখন নৌকাকে বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন মানুষজন। কোট্টায়ামে রাতভর বৃষ্টিতে শহরের জনবসতিপূর্ণ এলাকা এখনও জলের তলায়। ভারী বৃষ্টি হয়েই চলেছে কর্ণাটকেও। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুতে এদিন ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।

আটক পাচারকারী, হেরোইন উদ্ধার

আসাম, ৭ জুলাই ঃ শুক্রবার পুলিশের রাইফেল কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল মাদক পাচারকারী, এমনই অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। পুলিশের দাবি, তাই বাধ্য হয়েই গুলি করতে হয়। তাতে গুরুতর আহত হয় সাহিদ হোসেন নামে ওই পাচারকারী। আসামের কার্বি আংলং জেলার খটখটির ঘটনা। পুলিশ জানায়, সাহিদ হোসেনের লাহরিজানের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি কফিনের ভিতরে লুকানো ১ কেজি ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেন তাঁরা। তাকে গ্রেফতার করার সময় সে রাইফেল কেড়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাচারকারী।

Name Change

I, FAKRUL ISLAM is wrongly recorded in my Passport No- L2063213 and my School Certificate, S/o- SULTAN MANDAL. Residing at Vill - Rowshannagar, Post- Faridpur, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Shall henceforth be known as FAKRUL ISLAM MANDAL. That my name FAKRUL ISLAM MANDAL and FAKRUL ISLAM is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, RAJENDRA SHARMA (old name) S/O MUKH RAM JOSHI Presently residing at SAPUI PARA, PURBA SAPUI PARA, HAORA, PIN- 711227, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJENDRA KUMAR JOSHI, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/07/2023. RAJENDRA SHARMA and RAJENDRA KUMAR JOSHI both are same and one identical person.

Name Change

I, PRATIMA RANI SARKAR is wrongly recorded in my Son's Passport No- S5328348, W/o- NILAKSHI SARKAR. Residing at Vill - Radhikanagar, Post- Cossimbazar, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Shall henceforth be known as PRATIMA RANI MANDAL. That my name PRATIMA RANI MANDAL and PRATIMA RANI SARKAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, RANJIT DEY S/o- NANIGOPAL DEY, Residing at Vill - Sakonpara, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name RANAJIT DATTA is wrongly recorded in my Wife Passport No- X6423885, Shall henceforth be known as RANJIT DEY. That my name RANJIT DEY and RANAJIT DATTA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, BANISRAIL SK is wrongly recorded in my Son's Passport No- X0960398, S/o- HOQUESED. Residing at Vill - Chitarepada, Post- Khosbaspur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as BANI ISRAIL SAIKH. That my name BANI ISRAIL SAIKH and BANISRAIL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD ABDUR RAHAMAN S/o- MD ABSAR ALI, Residing at Vill - Flat No 2C Mimi Apartment bibigram, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name MAHAMMAD ABDUR RAHAMAN is wrongly recorded in my Passport No- U9375539, Shall henceforth be known as MD ABDUR RAHAMAN. That my name MD ABDUR RAHAMAN and MAHAMMAD ABDUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SK FAIZ OHAB ALI S/o- SEKH BILAYET HOSSAIN, Residing at Vill - Sankua, Post- Garh Senapaty, Ps- Keshpur, Dist- Malda, Pin- 731260, West Mednipur. That my name SK FAJLUROHAB is wrongly recorded in my Son's Passport and my Son's all School Certificate, Shall henceforth be known as SK FAIZ OHAB ALI. That my name SK FAIZ OHAB ALI and SK FAJLUROHAB is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KUNTALA GHOSH (old name) D/O Anil Baran Roy Presently residing at Mill Para, Ward No. 3, Dhupguri, PO & PS- Dhupguri, Dist-Jalpaiguri-735210 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kuntala Roy, vide an affidavit sworn before The Ld. Metropolitan Magistrate 1st Class at Kolkata on 07/07/2023. KUNTALA GHOSH and Kuntala Roy both are same and one identical person.

Name Change

I, DHIRAJ SHARMA (old name) S/O RAJENDRA KUMAR JOSHI Presently residing at SAPUI PARA, PURBA SAPUIPARA, HAORA, PIN-711227 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DHIRAJ KUMAR JOSHI, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/07/2023. DHIRAJ SHARMA and DHIRAJ KUMAR JOSHI both are same and one identical person.

Name Change

I, JASNA VISHWAS and JASNA is wrongly recorded in my Son's Passport No- L3940860 and my passport No- P8336649 and my husband Passport No- P8335598, W/o- KRISHNA BISWAS. Residing at Vill - Sat Simulia, Post- Nimtala bazar, Ps- Haringhata, Dist- Ndia, Pin- 741254, West Bengal. Shall henceforth be known as JASNA BISWAS. That my name JASNA BISWAS and JASNA VISHWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PRIYANKA SAHA W/o Swapan Saha, D/o Bhupendra Binda, residing at Duttapukur Rammoni Bagan, P.O.& P.S. Duttapukur, North 24 Pgs. Before marriage I was known as Priyanka Binda. Now Priyanka Binda and Priyanka Saha is one and same identical person vide an affidavit before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 5/7/2023.

Separate sealed tenders for **NIT No.-03 of SDO of SLRSD-I of 2023-24** are hereby invited by the undersigned for three nos. work at SUDA building, Salt Lake. Last date of application-**12.07.2023 (12.00 noon).** For details, contact to the office of the undersigned or log in website **www.wburbanservices.gov.in** (The Web Portal of the Urban Development Department).

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Salt Lake Reclamation
Sub-Division-I

তাহলে কি সন্ত্রাসের আবহাওয়াতেই অবশেষে সম্পন্ন হবে ভোট!

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৭ জুলাই ঃ ভোটের বাকি হাতে গোনা আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। তার আগে আবারো চলল গুলি। আহত ৪ বিজেপি কর্মী। এবারও সেই দিনহাটা। গতকাল রাতে দিনহাটা দুই ব্লকের বামন হাট দুই অঞ্চলের কালমাটি এলাকায় যখন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থক বাড়ির সামনে বসে গল্প করছিলেন অভিযোগ সেই সময় বাইকে চেপে বেশ কিছু দুস্কৃতী তাদের উপর হঠাৎ করে চড়াও হয়। অভিযোগ এই সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয় এবং গুলি চালানো হয়। এই ঘটনায় তিন বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। এবং বিজেপি কর্মীকে লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয়। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন - উদয়ন গুহ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী শূন্যের কথা বারবার বলেছেন বিভিন্ন কর্মী সভায়। তার এই বক্তব্যের কারণেই এহেন ঘটনা ঘটেছে। আসলে সন্ত্রাস করে ভোটে জেতা ছাড়া তিনি আর কিছুই শেখেন নি। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী তথা এলাকার বিজেপি কর্মী পীযূষ বর্মন বলেন - আমরা যখন বসেছিলাম সেই সময় ৫ - ৭ টি বাইকে চেপে দুস্কৃতীরা এসে বোমা ছোঁড়েন এবং আমাদের কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। তিনি বলেন তারা কোন দলের তা বলতে পারব না তবে তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ছিল। ঘটনার পরেই এলাকাবাসীরা ১ জনকে আটক করে ফেলে এবং তাদের মারধর করা হয়। পরবর্তীতে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর সামনে আটক ব্যক্তি স্বীকার করেন তার বাড়ি দিনহাটা শহরে। গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হন অর্জুন বর্মন যিনি ওই এলাকার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক। তার পেটে গুলি লাগে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে পরর্তীতে তাকে কোচবিহারের বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। অপরপক্ষে মিলন বর্মন তার পায়ে গুলি লাগে এবং তাকে দিনহাটা মহুকুমা হাসপাতাল পরবর্তীতে বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। অপরপক্ষে চন্দন বর্মনের হাঁটুর নিচে গুলি লাগে এবং তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে তার অপারেশন করা হয় এবং তার পা থেকে গুলি বের করা হয়। নারায়ন বর্মন মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ তিনিও বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পরেই এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হয় বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোটের আগের দিন এই ধরনের ঘটনায় তাই রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাজুড়ে। ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইক উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। প্রশ্ন উঠছে কিভাবে এত বোমা বন্ধুক এসে পৌঁছেছে রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে। পুলিশের কাছে কি কোনই খবর ছিল না ? এ প্রশ্নে তোলপাড় জেলার রাজনীতি। যদিও তা নিয়ে পাল্টা সফাই শাসকদলের। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন - ওখানে বিজেপির লোকজন নিজেদের মধ্যেই গুলি চালিয়েছেন একজনকে লক্ষ্য করে গুলি করতে গিয়ে ওই তিনজনের গায়ে লেগেছে। জোর করে শাসকদলের নাম জড়ানো হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে বারবার দিনহাটা উত্তপ্ত হয়েছে কখনো ভাঙচুর কখনো গুলি আগামীকালের ভোট মোটেই শান্তিপূর্ণ হবে না এই বিষয়ে দ্বিমত নয় রাজনৈতিক মহল। তীর্থের কাকের মতো সাধারণ মানুষ বসে রয়েছেন কবে তারা ফিরে পাবেন সুস্থ ভাবে বাঁচার অধিকার। অপরদিকে শুক্রবার সকাল থেকেই দিকে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য কোচবিহার জেলায়। কোচবিহার ১ নং ব্লকের সাহেবগঞ্জ কলোনিতে অপরপক্ষে কোচবিহার এক ব্লকের পাট ছড়া এলাকায় বোমা উদ্ধারকে ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানোত্তর। অপরদিকে দিনহাটার ওকরাবাড়িতে দুই কংগ্রেস কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আহত দুই কংগ্রেস কর্মী বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদি অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল কংগ্রেসের। দিনহাটা দু ব্লকের ভিলেজ টু গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ী এলাকায় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে এক্ষেত্রেও অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। দিনহাটা পর এবার সন্ত্রাসে উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ। তুফানগঞ্জ দুই ব্লকের বারোকোদালি ২ ব্লকের মানসাই বাবুরহাট এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। ঘটনায় আহত বিজেপি কর্মী বর্তমানে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ফলে এক প্রকার ভয়ের আবহাওয়াতেই ভোট পর্ব হবে কোচবিহারে। শান্তিতে কি মিটবে ভোট পর্ব নাকি সন্ত্রাসের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যাবে তার উত্তরের জন্য আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা।

পঞ্চায়েত নির্বাচন, বাঁকুড়ায় ৯৯৬৮ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ জুলাই ঃ আজ পঞ্চায়েত নির্বাচন। একদিকে ভোটকর্মীদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি অপরদিকে রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের প্রহর গোনা। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় মোট প্রার্থী ৯৯৬৮ জন। তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ২৭৭০৫১৪ জন ভোটার। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১৪০৫১৬২, মহিলা ভোটার ১৩৬৫৩৮৪। জেলা পরিষদের ৫৬ টি আসনে ২৫৪ জন প্রার্থী লড়াইয়ে অবতীর্ণ। ৫৬১টি পঞ্চায়েত সমিতির ৫৬১টি আসনের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১০৬জন জয়লাভ করেছেন, বাকী আসনে ১৬৫৭ জন প্রার্থী রয়েছেন। ২৯৮২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩১২৯ আসনে ৮০৬৭ জন প্রার্থী। ইতিমধ্যেই ৬৬৫ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। জেলায় মোট ৩০৩৫ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে ১১৬ টি বুথ উত্তেজনা পূর্ন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের ডিসিআইসি-তে প্রস্তুতি সম্পন্ন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ জুলাই ঃ রাত পেরোলেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে হাতে আর বাকী মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ফলে শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে সমস্ত জায়গায় পাশাপাশি ইটাহারেও। শুক্রবার

উত্তর দিনাজপুর জেলার পোরষা এলাকায় অবস্থিত সরকারি পলিটেকনিক কলেজের ডিসিআরসি সেন্টার থেকে সকাল থেকে ভিড় ভোট কর্মীদের। জানা যায়, ইটাহার ব্লকে মোট ২৫৫ টি বুথ এবং মোট ভোট কর্মী প্রায় পনেরশো জন। ফলে এদিন ডিসিআরসি সেন্টারে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ইটাহার ব্লক প্রশাসনের তরফে পোলিং পার্সোনেলদের নথী যাচাই করে কুাটি কাউন্টার থেকে তাদের হাতে ভোট পরিচালনার বিভিন্ন সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। এরপর তারা নিজ নিজ বুথের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট গাড়ি নিয়ে রওনা দেয়। পলিটেকনিক কলেজের ডিসিআরসি সেন্টারে প্রশাসনের তরফে এদিনের সামগ্রিক প্রস্তুতি পরিদর্শনে আসেন ইটাহার ব্লক নির্বাচনী আধিকারিক [illegible] নাগ। তিনি ইটাহার ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিত বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে ডিসিআরসি সেন্টারের সমস্ত কার্যক্রম খতিয়ে দেখেন। মূলতঃ, ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতে প্রশাসনের তরফে কোন খামতি না থাকে সেই কারণে এই পরিদর্শন বলে জানায়। একই সাথে এদিন ভোট কর্মীরা ভোট পরিচালনার সরঞ্জাম সংগ্রহ করে কার্যত [illegible] মধ্যে দিয়ে বুথে বুথে রওনা দিচ্ছেন বলে জানান। সবমিলিয়ে প্রশাসনের তরফে চূড়ান্ত ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল এদিন ইটাহার পলিটেকনিক কলেজের ডিসিআরসি সেন্টারে।

টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৭ জুলাই ঃ ভোটের দুদিন আগে ভোট কেনার ভিডিও ভাইরাল। অভিযোগ, আদিবাসী পল্লিতে টাকা এবং শাড়ি বিতরণ করছিল এক তৃণমূল প্রার্থী। এই মর্মে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে তথা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে একটি অভিযোগ জমা পড়ে। মহকুমা নির্বাচনী আধিকারিক সাদ্দাম নাভাস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। সিপিএমের অভিযোগ, টাকা এবং শাড়ি বিলি করে নির্বাচনী বিধি ভেঙেছেন তৃণমূল প্রার্থী। তারপরই প্রার্থী পদ বাতিলের আবেদন জানিয়েছেন বিরোধীরা। যদিও প্রার্থী হুমায়ূন কবির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, খেলার সরঞ্জাম কেনার জন্য খরচ দিচ্ছিলাম। এই ভিডিওটি অনেক আগের। জানা গিয়েছে, বীরভূমের মুরারই ১ নম্বর ব্লকের মহুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর সংসদে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন হুমায়ূন কবির। অভিযোগ বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই সংসদের বেলগড়িয়া আদিবাসী পল্লিতে যান হুমায়ূন। সেখানে চেয়ারে বসে আদিবাসীদের সঙ্গে প্রথমে কথা বলেন। এরপর চেয়ার থেকে উঠে পাঁচশো টাকার নোট গুনে দেন। বলেন খরচের জন্য। এরপর নির্দেশ দেন দুপুর ১২-১ টার পর ভোট দিতে যাবে। ওই গ্রামেই মহিলাদের শাড়ি এবং পুরুষদের ধুতি বিতরণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই নির্বাচন ভঙ্গের অভিযোগে তোলপাড় হয় মুরারই। জানা গিয়েছে, হুমায়ূনের স্ত্রী বদরুন্নেসা খাতুন পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান। তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ ওঠায় দল তাদের নিজের এলাকায় মনোনয়ন দেয়নি। ফলে অন্য সংসদে দাঁড়িয়েছেন হুমায়ূন। ওই সংসদ আদিবাসী অধ্যুষিত। ফলে আদিবাসীরাই ভাগ্য নির্ধারণ করে। এদিকে সিপিএমের পক্ষ থেকে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি স্বরূপ রতন সিনহা বলেন, তৃণমূল স্বচ্ছভাবে ভোট করাতে পারবে না। মানুষ নিজের ভোট দিতে পারলে তৃণমূল বাংলা ছাড়া হবে। তাই এখন টাকা, শাড়ি দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব বর্মণ বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। কমিশনের তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তৃণমূল গরু, কয়লা বালি, পাথরের তোলাবাজির টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। টাকা বিলির কথা অস্বীকার করেছেন হুমায়ূন। তিনি বলেন, কোন খেলাধুলোর জন্য হয়তো খরচ দিচ্ছিলাম। কেউ কেউ পুরনো ছবি ছেড়ে আমার বদনাম করার চেষ্টা করছে। রামপুরহাট মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভাস বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে'।

সিকিমের সরকারি বাস ১০ নং জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায়, আহত ১২ জন

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ৭ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পরলো সিকিমের সরকারি বাস। গুরুতর আহত অন্তত ১২ জন যাত্রী অল্পের জন্য খাদে পরার থেকে বাঁচলো যাত্রীবাহী গোটা বাস। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে একটি ছোটো চারচাকা গাড়ির সঙ্গে সিকিম থেকে শিলিগুড়িগামী সিকিমের বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মাল্লি থানার অধীন মামখোলায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাল্লি থানার পুলিশ ও তিস্তা রঙ্গিত রেসকিউ টিম। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে সিকিমের রঙ্গফু হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাকি যাত্রীদের জন্য বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা করে পুলিশ। ঘটনায় আশঙ্কাজনক ওই গাড়ির চালক সহ ১২ জন। অন্যদিকে, পুলিশ সূত্র জানা গেছে, ওই ঘটনার জেরে শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী সমস্ত বাস নজরদারি শুরু করে পুলিশ। অতিরিক্ত যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে।

রাজগঞ্জে ভোটকর্মীদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ ভোট বাবদ টাকা না পেয়ে ভোটকর্মীদের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়াল জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের মহেন্দ্রনাথ হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। শুক্রবার সেন্টারে উপস্থিত হওয়া ভোটকর্মীরা বিক্ষোভে শামিল হন। রাজগঞ্জ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ডিসিআরসি কেন্দ্র করা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনী না দেখতে পেয়ে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করা হলে তাঁরা ভোটকেন্দ্রে যাবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন। যদিও পরবর্তীতে ব্লক প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বিভিন্ন কেন্দ্রে রওনা দেন ভোটকর্মীরা। ভোটকর্মীদের অভিযোগ, সকালবেলা বৃষ্টির মধ্যে না খেয়ে ভিজে ভিজে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে ভোট করার জন্য রাজগঞ্জ এমএম হাইস্কুলে ডিসিআরসি সেন্টারে এসেছেন। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেলেও তাঁদের ভোটের কাজের জন্য খাওয়া দাওয়া, যাতায়াত বাবদ বরাদ্দ টাকা দেওয়া হচ্ছে না। নিজ নিজ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢুকে গেছে বলা হলেও বারংবার এসএমএস চেক করে দেখা যাচ্ছে সেই টাকা ঢোকেনি। আবার ডিসিআরসি সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এই বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাইছেন না বলে অভিযোগ।

ভারতে ঢোকার সময় গরুসহ আটক ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ ভারত - নেপাল সীমান্তের বড় মনিরাম জোত থেকে অবৈধভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় ২ টি গরু সহ গ্রেফতার ১ ব্যক্তি। নকশালবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তে বড় মনিরাম জোতে টহলদারি চালানোর সময় অবৈধ ভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় ২ টি গরু সহ ১ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এসএসবি। ধৃত ব্যক্তিকে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ ইসলাম (৬০) সে ছোট মনিরাম জোতের বাসিন্দা। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে।

ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা দিতে ভোটের ডিউটি করবে কুনকি হাতিও

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ ভোটের ডিউটি করবে হাতি। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা দেবে ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছেও দেবে হাতি। ভোটে এবার নিরাপত্তার জন্য রাখা হবে হাতি। শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে। এর পাশাপাশি এবার ভোটকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য হাতিদেরও ব্যবহার করা হবে। ভোটগ্রহণে যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেই কারণে পঞ্চায়েত ভোটের ডিউটি করবে কুনকি হাতি। শুনতে অবাক হলেও এটাই বাস্তব। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় কুনকি হাতিদের তৈরি রাখছে নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, ভরা বর্ষার মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে। ফলে এই সময়ে জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন নদীতে জলস্তর বেড়েই থাকে। খরস্রোতা নদী পার পার হওয়া একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সেই সময় এলাকার ভোট কর্মীদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও হাতি ব্যবহার করা হতে পারে। সব দিক থেকেই কুনকি হাতিদের প্রস্তুত রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডুয়ার্সের হাতিদের করিডোর এলাকায় কুনকি হাতির প্রয়োজন হতে পারে। ভোট কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য বনবিভাগের সাথে কথা বলে হাতির ব্যবস্থা রাখা হবে। বিশেষ করে জেলার গাজোলডোবা, বানারহাট ও নাগরাকাটা এলাকায় হাতির করিডোরে হাতি থাকে। এছাড়া মালবাজার মেটেলিতে যেমন বড়দিঘি এলাকাতে হাতির করিডোরে বুনো হাতিরা থাকে। এখন জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের বনবিভাগের কর্মী কুনকি হাতিরা। ভোটের ডিউটিতে কাজে লাগানো হবে তাদের। যদিও একমাত্র আপৎকালীন পরিস্থিতিতেই ভোটের কাজে কুনকি হাতিদের লাগানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার এবং দিদির লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পটি দুর্দান্ত সাড়া পাবে - বিবেক গুপ্তা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জুলাই ঃ অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার কর্মসূচি জনজোয়ারে পরিণত হয়েছিল। তার সাফল্য দেখতে পাওয়া গেলো। তার পাশাপাশি দিদির স্বপ্নের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথী মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নির্বাচনী প্রচারে জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন জোড়াসাঁকোর বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতি বিবেক গুপ্তা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বন্দে ভারত ট্রেনে করে কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। মালদা টাউন স্টেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতির সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মালদা জেলা হিন্দি সেলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র সরকার, এমডি অভিষেক, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বন্দে ভারত ট্রেনে করে কলকাতা ফেরার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিবেক গুপ্তা বলেন, অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক প্রকল্পের ব্যাপক সাড়া দেখতে পাওয়া গেলো। তার পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি বিরোধীদের

কটাক্ষ করেন। তিনি জানান কংগ্রেস সিপিএম এবং বিজেপি একসাথে জোট বেঁধেছে দিদিকে হঠাবার জন্য। কিন্তু বাংলার মানুষ দিদির পাশে আছেন। বাংলার মানুষকে নিয়ে আগামীতে, দিল্লির বুকে আন্দোলন গড়ে তুলবেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরভূমে বোমা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৭ জুলাই ঃ একসঙ্গে ২০০ টি তাজা বোমা উদ্ধার হল বীরভূমে। তাও আবার পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক একদিন আগে। বৃহস্পতিবার রাতে দুবরাজপুরের মামুদপুর গ্রাম থেকে এই বোমাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে বোমা মজুতের খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে দুবরাজপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন মামুদপুরে একটা পুকুরের ধারে ঝোপের মধ্যে এই বোমাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। কে বা কারা এতগুলি বোমা ওই জায়গায় রেখেছিল, তা খুঁজে বার করতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বোমাগুলি পঞ্চায়েত ভোটে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিতবস্/পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট/ই-অকশন/২০২৩/১৪ এসটিএল, তারিখ ০৫.০৭.২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in-এর [illegible]

SDAH-103/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/5/23-24
Name of the Work: **Improvement of street lighting system by LED street light fittings at 19 No. Raja Manindra Road, Rani Harsha Mukhi Road and other places in Ward No. 4 under BR-I.** Estimated Amount : **Rs. 4,98,406.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Priod of Completion : **30 Days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/07/23-24
Name of the Work : **Repairing and replacement work of damaged electrical item of street lighting system at South Sinthee Road and different other places in Ward No. 2.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,327.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Priod of Completion : **21 Days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/10/23-24/R
Name of the Work : **Conversion of old/damaged HPSV/MH fittings by energy efficient LED fittings at 5, Dum Dum Road and other places in Ward No. 2 under BR-I.** Estimated Amount : **Rs. 3,98,262.00.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00.** Priod of Completion : **15 Days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/4/23-24
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Sarbokha Road (Campbagan), Ganguly Para Lane, Rani Debendrabala Road and other places in Ward No. 4 under BR-I.** Estimated Amount : **Rs. 1,48,511.00.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00.** Priod of Completion : **20 Days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/3/23-24
Name of the Work : **Installation of lighting system by LED street lights at Rani Harshamukhi Road and Simlai Para Lane in Ward No. 4 under BR- I.** Estimated Amount : **Rs. 4,98,826.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Priod of Completion: **30 Days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z1/B1/INS/W5/7/23-24
Name of the Work : **Repairing of damaged condenser coil along with gas charging for 100 TR chiller plant at Mohit Moitra Mancha in Ward No.- 5 under BR-I.** Estimated Amount : **Rs. 3,97,502.00.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00.** Priod of Completion : **20 Days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z1/B1/INS/W5-6/23-24
Name of the Work : **Restoration of fire extinguisher at Mohit Moitra Mancha and other Institutions in Ward No. 5&6 under BR-I.** Estimated Amount: **Rs. 1,48,309.00.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00.** Priod of Completion : **20 Days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/03/23-24
Name of the Work : **Repairing and replacement work of lighting arrangement at Lala Babu Lane, KPS Road and other different places in Ward No. 6 under BR-I.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,934.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Priod of Completion: **28 Days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/07/23-24
Name of the Work : **Improvement of lighting arrangement at Basundhara Park, Adda Park and Ajit Panja Uddyan in Ward No. 5 under BR-I.** Estimated Amount : **Rs. 4,98,952.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Priod of Completion : **25 Days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/06/23-24
Name of the Work : **Improvement of lighting system at Bonomali Chatterjee Street, Indra Biswas Road and other different places in Ward No.- 5 under BR-I.** Estimated Amount : **Rs. 4,98,878.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Priod of Completion : **28 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **20.07.2023 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 to 10].** The bid forms and other details are available on and from **10.07.2023 at 5 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 10].**

(11) NIT No. : LTG/149/WD-14/BR-III/Z-1/23-24
Name of the Work : **Supply and delivery of LED lights at B.B.G. Sarani, H.N. Road and other places in Ward No. 14.** Estimated Amount : **Rs. 2,98,037.81.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Priod of Completion : **20 Days.**

(12) NIT No. : LTG/148/WD-14/BR-III/Z-1/23-24
Name of the Work : **Supply and delivery of LED lights at C.E. Road, M.P. Road and different places in Ward No. 14.** Estimated Amount : **Rs. 1,99,580.38.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Priod of Completion : **20 Days.**

(13) NIT No. : LTG/147/WD-14/BR-III/Z-1/23-24
Name of the Work : **Improvement work of street lighting system by LED lights instead of HPSV lights at U.M. Road, Satkari Mitra Lane and different places in Ward No. 14.** Estimated Amount : **Rs. 1,99,345.28.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Priod of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **19.07.2023 at 12 noon [For Sl. No. 11 to 13].** The bid form and other details are available on and from **06.07.2023** (**5 p.m.**) from the website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 11 to 13].**

(14) NIT No. :KMC/LTG/121/WD-18/BR-II/Z-I/23-24
Name of the Work : **Improvement of lighting arrangement at Durga Charan Mitra Street and other places in Ward No. 18.** Estimated Amount: **Rs. 1,96,073.42.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Priod of Completion : **25 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **19.07.2023 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2023 at 3 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Z-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/153
Name of the Work: **Repairing and Replacement of Electrical Accessories of A. C. Machine at Gariahat Tolly Tax & E-Governance Centre at Gariahat under BR-VIII .** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00 (L.S).**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/154
Name of the Work: **Repairing & Replacement of Electrical Accessories for A. C. Machine at different institution under BR-VIII .** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00 (L.S).**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/155
Name of the Work: **Supply, Delivery & Installation of A. C. Machines at BR-VIII (Engineering Department) in Ward No. 86, BR-VIII.** Estimated Amount: **Rs. 2,68,336.00.** Earnest Money : **Rs. 5,500.00.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/156
Name of the Work: **Repairing & Replacement of Electrical Accessories for A. C. Machine at different Health Centre under BR-VIII.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 3000.00. (L.S)**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/157
Name of the Work: **Repairing, Replacement & Supply of Electrical Accessories at different Health Units under BR-VIII.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 3000.00. (L.S).**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/158
Name of the Work: **Comprehensive Maintenance of A. C. Machine at Tolly Tax Department at Gariahat Market Complex BR-VIII.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs. 4000.00 (L.S).**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/151
Name of the Work: **Repairing of Street Lighting system at different area in Ward No. 64, BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,604.00.** Earnest Money : **Rs. 4000.00.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/152
Name of the Work: **Improvement of High Mast Light at diffeent area in Ward No. 64, BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 4,61,123.00.** Earnest Money : **Rs. 9,500.00.** Last date and time of Completion of Bid: **22.07.2023** at **12 noon. [For Sl. No. 1 to 8].** Technical Bid Open on : **24.07.2023 at 12 noon. [For Sl. No. 1 to 8].** The bid forms and other details are available on and from **11.07.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8].**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/145
Name of the Work: **Improvement of Street Lighting system at Mayfair Road in Ward No. 65, under BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 2,99,547.82.** Earnest Money : **Rs. 6,100.00.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/146
Name of the Work: **Improvement of Lighting system at Old Ballygunge Road in Ward No. 65, under BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,112.51.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 days. [For Sl. No. 1 to 10].**

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/159
Name of the Work: **Repairing Bustee Lighting system at different Bustee in Ward No. 65, BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 1,49,053.78.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00.**

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/144
Name of the Work: **Renovation of Bustee Lighting System at Bedia Danga Masjid Bari Bye Lane (Mini Colony Bustee) in Ward No. 67, under BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 2,94,994.74.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **15 days. [For Sl. No. 11 & 12].** Bid opening date for technical purpose : **19.07.2023 (12 Noon). [For Sl. No. 9 to 12].** The bid forms and other details are available on and from : **07.07.2023** (**6 p.m.**) from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 9 to 12].**

(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/149
Name of the Work: **Repairing & Replacement of Electrical Lighting system & other Electrical system at Bhatchala Hindu Burial Ground, BR-IX.** Estimated Amount : **Rs. 2,18,348.87.** Earnest Money : **Rs. 4,400.00.**

(14) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/150
Name of the Work: **Renovation of 4 Nos. Electrical Panel with Allied Electrical work at 12/1 Myurbhanj Road, Labour Quarter Building No. B, C & New Building under BR-IX.** Estimated Amount: **Rs. 3,54,724.12.** Earnest Money : **Rs. 7,200.00.** Last date and time of Completion of Bid: **18.07.2023** up to **2 p.m. [For Sl. No. 13 & 14].** Tender Opening Date : **19.07.2023 at 2 p.m.. [For Sl. No. 13 & 14].**

(15) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/134
Name of the Work: **Supply and delivery of LED Lighting Fittings at different Roads, Lanes & bylanes in Ward No. 79.** Estimated Amount : **Rs. 2,94,594.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **30 days. [For Sl. No. 13 to 15].** Last date and time of Completion of Bid: **20.07.2023** up to **2 p.m.** Tender Opening Date and Time : **21.07.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **07.07.2023** from **2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 13 to 15].**

393/23-24

তামিমের মান ভাঙালেন হাসিনা, অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

ঢাকা, ৭ জুলাইঃ অবসর ঘোষণার করেছিলেন সবেমাত্র একদিন হয়েছে। তারই মধ্যে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললেন তামিম ইকবাল। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ হেরে যাওয়ার পরদিনই অবসর ঘোষণা করেন তামিম। তাঁর পরিবর্তে সিরিজের বাকি দুটি ম্যাচের জন্য ক্যাপ্টেন বেছে নেওয়া হয় লিটন দাসকে। সাময়িকভাবে সামাল দিলেও ওডিআই বিশ্বকাপের আগে তামিম অবসর ঘোষণা করায় নড়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট। অভিমানে, চোখের জলে বিদায় ঘোষণা করা তামিম নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। অবশেষে এতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। শুক্রবার সস্ত্রীক শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তামিম। তারপরই অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন। আপাতত দেড় মাস ছুটিতে থাকবেন তিনি। এশিয়া কাপের আগে ফের দলে যোগ দেবেন তামিম। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে ফর্মের ধারেকাছে নেই তামিম ইকবাল। যা নিয়ে সমালোচনা চলছিল। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো সংযোজন হয়েছিল চোট। সম্পূর্ণ ফিট না হয়েও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই

সিরিজে খেলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। যা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন কোচ চন্ডিকা হাতুরুসিংহে। সংবাদমাধ্যমে তামিমের সিদ্ধান্ত নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন। জাতীয় দলের ক্যাপ্টেনকে অপেশাদার বলতেও পিছপা হননি। ঘরে, বাইরে প্রবল সমালোচনায় চাপ বাড়ছিল তামিমের। তারপরই হঠাৎ অবসর ঘোষণা করে দেন সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে চোখের জলে ভাসতে দেখে বোঝা গিয়েছে, প্রবল অভিমান রয়েছে। এই অভিমানের পাহাড় ভাঙতে শেষমেশ আসরে নামেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তামিমের কী কথা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে হাসিনার অনুরোধে তামিমের মন গলেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে না বলতে পারেননি তিনি। আপাতত বিশ্রামে থাকবেন। মেন্টাল ব্রেক নিতে চান তিনি। এশিয়া কাপের আগে দলে ফিরবেন। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বাকি দুটি ওডিআই ম্যাচে বাংলাদেশের নেতৃত্বভার থাকবে লিটনের কাঁধে।

ধৈর্যের সঙ্গে খেলা শুরু পূজারার, প্রথম শ্রেনির কেরিয়ারে ৬০টি সেঞ্চুরি!

আলুর, ৭ জুলাইঃ কিছুদিন আগেই জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। এর পরই সিদ্ধান্ত নেন, ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন। দলীপ ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত। টিমে এবং একাদশে জায়গাও হয়। প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে প্রথম ধাপ সুন্দর ছিল না। সেন্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে অনবদ্য সেঞ্চুরি। যদিও তার ব্যাটিং দেখার জন্য সেই পরিচিত ভিড় নেই। আলুরের সেই মাঠে পার্শ্ববর্তী একটি সিমেন্ট কারখানার কয়েকজন কাজের ফাঁকে চোখ রেখেছিলেন তারকাদের খেলায়। জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ হতে পারে, তারও নিশ্চয়তা নেই। ভারতীয় ক্রিকেট এখন সামনের দিকে এগোতে চাইছে। সে কারণেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে একঝাঁক তরুণ মুখ। টেস্টে যশস্বী জয়সওয়াল সুযোগ পেয়েছেন। পূজারার পরিবর্তে তাঁকেই একাদশে দেখা যেতে পারে। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে ৬০তম সেঞ্চুরিতে ওয়েস্ট জোনের অবশ্য লাভ হয়েছে। প্রথম ইনিংসে লিড ছিলই, সব মিলিয়ে ৩৮৪ রানে এগিয়ে তারা। ফাইনাল যেন সময়ের অপেক্ষা। চিন্নাস্বামীতে আর

পৃথ্বী শ, সূর্যকুমার যাদব, পূজারা খেলছেন। সূর্য হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন। পূজারা প্রথম শ্রেনির কেরিয়ারে ৬০তম সেঞ্চুরি করলেন। কেরিয়ারে একশোর বেশি টেস্ট খেলেছেন চেতেশ্বর পূজারা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে রান না এলেও অন্তত প্রথম ইনিংসে জাজমেন্ট দিয়ে বোল্ড কিংবা দ্বিতীয় ইনিংসে খোঁচা দিয়ে আউট না হলে, হয়তো ক্যারিবিয়ান সফরে তিনিও থাকতেন। দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে ২৭৮ বলে ১৩৩ রানের ইনিংস আপাতত তাঁর কেরিয়ারে কোনও ফারাক গড়বে বলে মনে হয় না। শুধু তাই নয়, ঠিক আরও ক'টা সেঞ্চুরি করে এক সেমিফাইনালে নর্থ জোন-সাউথ জোন সমানে সমানে লড়াই। প্রথম ইনিংসে নর্থ জোনকে ১৯৮ রানে আটকে রাখলেও সুবিধা নিতে ব্যর্থ সাউথ জোন। তারা মাত্র ১৯৫ রানেই অলআউট হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ২১১ রান করেছে নর্থ জোন। ৫ উইকেট নিয়েছেন আইপিএলে আরসিবির হয়ে দারুণ পারফর্ম করা বিজয়কুমার বিশাখ। সাউথ জোনের জয়ের লক্ষ্য ২১৫ রান। তৃতীয় দিনের শেষে ২১ রান তুলে নিয়েছে তারা। ক্রিজে দুই ওপেনার সাই সুদর্শন (৫) ও মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১৫)। ব্যাটিং বিপর্যয় না হলে ফাইনালের পথে সাউথ জোন।

চরম বিপাকে সামি হতে পারেন গ্রেফতার!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র তিন মাস বাকি। বর্তমানে ছুটি কাটাচ্ছেন জাতীয় দলের অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ সামি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপের আগে নিজেকে তরতাজা করে মাঠে নামতে চান। কিন্তু ছুটিতেও স্বস্তি থাকছে না ক্রিকেটারের। আরও একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে স্ত্রী হাসিন জাহানের করা গার্হস্থ্য হিংসা মামলা। এই মামলায় সামির গ্রেফতারির উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল কলকাতার এক নিম্ন আদালত।

এরপর গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ ও বিচার প্রক্রিয়ায় দেরি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হাসিন জাহান। চার বছর ধরে মামলার শুনানি হয়নি। তারই প্রেক্ষিতে আলিপুর সেশন কোর্টকে আগামী একমাসের মধ্যে এই মামলার নিস্পত্তির নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। মাসখানেকের মধ্যে বিষয়টির মিটমাট না হলে গ্রেফতারির স্থগিতদেশ নিয়ে ভাবারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ তুলে নিলে বিশ্বকাপের আগেই গ্রেফতার হতে পারেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার! ২০১৮ সালে সামির বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা-সহ একাধিক অভিযোগ থানায় করেছিলেন হাসিন জাহান। ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট সামিকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিম্ন আদালতে পাল্টা আবেদন করেন সামি। তাতে স্বস্তি পান তিনি। ২০১৯ সালের ২ নভেম্বর পর্যন্ত সামির গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। এরপর মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে রয়েছে। দ্রুত মামলাটি যাতে নিস্পত্তি হয় তাই আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন হাসিন। তারই ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সিজেআই ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পিএস নরসিমা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ আলিপুর সেশন কোর্টকে এক মাসের মধ্যে মামলার শুনানির নির্দেশ দিয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসা, পণ নেওয়ায় জোরাজুরি, যৌন কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক-সামির বিরুদ্ধে এমন একাধিক অভিযোগ রয়েছে হাসিনের। সামির পরিবারের উপরও অভিযোগ রয়েছে তাঁর। হাসিনের অভিযোগ, একটি আলাদা মোবাইল থেকে যৌনকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন সামি। সেই মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করেছে কলকাতা পুলিশ।

২০২৩ এশিয়ান গেমস-এ দল পাঠাবে বোর্ড, মুস্তাক আলিতে চালু করছে আইপিএল-এর বিশেষ নিয়ম

মুম্বই, ৭ জুলাইঃ বিসিসিআই-এর অ্যাপেক্স কাউন্সিল শুক্রবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হ্যাংজুতে এশিয়ান গেমসের জন্য পুরুষ ও মহিলা দলের অংশগ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে। একটি দ্বিতীয় সারির ভারতীয় দল পুরুষদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে পুরুষদের খেলা শুরু হবে। এবং ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে মহিলাদের ইভেন্ট হবে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ-শক্তির দল বাছাই করা হবে। এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে ক্রিকেট মাত্র তিন বার খেলা হয়েছে। শেষ বার ২০১৪ সালে ইনচিওনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেই সময়ে ভারত অংশ নেয়নি। তবে এশিয়ান গেমস হবে বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক মুখেমুখে। ওডিআই বিশ্বকাপের সূচির সঙ্গে এশিয়ান গেমসের সূচি ধাক্কা খাচ্ছে। কারণ ৫ অক্টোবর থেকে ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হবে। ভারতের প্রথম ম্যাচ ৮ অক্টোবর। একটি বিবৃতিতে বিসিসিআই বলেছে যে, আন্তর্জাতিক সময়সূচী বিবেচনা করলে, এশিয়ান গেমসে পুরুষদের দল মাঠে নামানো কঠিন চ্যালেঞ্জ হবে। তবে জাতীয় কারণে অবদান রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই সোনা জেতার জন্য ভারত ফেভারিট হবে। বোর্ড বলেছে, 'কার্যকর পরিকল্পনা, যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে, বিসিসিআই সেই চ্যালেঞ্জগুলিকে সফল ভাবে পার করতে চাইবে। এবং ভারত সরকারের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই একটি করে দল পাঠিয়ে দেশের হয়ে অবদান রাখার লক্ষ্য থাকবে।' এ দিকে বহু চর্চিত ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম ২০২৩ আইপিএলের সংস্করণে ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন জানা গিয়েছে, অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে এই নিয়ম ব্যবহার করা হবে। শুক্রবার বিসিসিআই-এর অ্যাপেক্স কাউন্সিল এটি অনুমোদন করেছে। আইপিএলের মতো দলগুলি টসের আগে প্লেয়িং ইলেভেন ছাড়াও চারটি বিকল্পের নাম দেওয়ার অনুমতি পাবে। চারটি বিকল্পের মধ্যে, শুধুমাত্র একজনকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন নিয়মের নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে, 'উভয় দলকেই প্রতি ম্যাচে একজন করে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এটা বাধ্যতামূলক নয়।' ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়মটি ১০টি আইপিএল দল ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এটির প্রবর্তন নিয়ে তীব্র দ্বিমত রয়েছে।

রিঙ্কু সিংকে আয়ারল্যান্ড পাঠাচ্ছেন আগরকররা খেলবেন টি-২০ সিরিজে!

মুম্বই, ৭ জুলাইঃ আইপিএলে নজর কেড়ে নেওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে যশস্বী জয়সওয়াল ও তিলক ভার্মা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ডাক পেয়েছেন। উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন রিঙ্কু সিং। রিঙ্কুকে ক্যারিবিয়ান সিরিজে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত না করায় ব্যপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। তবে বোর্ড সূত্রে খবর, ক্যারিবিয়ান সফরে রিঙ্কু ডাক না পেলেও আগামী আগস্টে ওডিআই বিশ্বকাপের বছর হওয়ায় ভারতীয় দল 'বি' টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে কথা মাথায় রেখে আয়ারল্যান্ড সিরিজে রিঙ্কুর মতো কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারদের দেখে নিতে চাইছে বোর্ড। বিসিসিআই সিলেকশন কমিটি বোর্ডের কাছে আরও বেশি সংখ্যায় ইন্ডিয়া এ ট্যুরের দাবি করেছে। ইতিমধ্যেই ইমার্জিং এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে টি-২০ সিরিজে তাঁকে স্কোয়াডে রাখা হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে টি-২০ সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ড যাবে মেন ইন ব্লু। ওডিআই টিমে থাকা ৭ জন ক্রিকেটার টি-২০ সিরিজে খেলবেন না। এতে তরুণদের জন্য জাতীয় দলের দরজা খুলে যাবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড চাইছে আইপিএলে ভালো পারফর্ম করা ক্রিকেটারদের সিরিজ বাই সিরিজ ধরে দেখে নিতে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওডিআই বিশ্বকাপের আগে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে হাংঝাও এশিয়ান গেমস। আইপিএলে খেলা একঝাঁক মুখ স্কোয়াডে রয়েছেন। সিনিয়র টিমে অন্তর্ভুক্ত করার আগে তাঁদের পরখ করে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। গত মঙ্গলবার বোর্ডে জাতীয় নির্বাচন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার অজিত আগরকর। তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার পরদিনই ক্যারিবিয়ান সফরের টি-২০ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করা হয়। নতুন মুখ হিসেবে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যশস্বী জয়সওয়াল এবং তিলক ভার্মাকে। ২০07 সালের টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য আগরকরের টি-২০ ফরম্যাট নিয়ে অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সেই পরিকল্পনা নিয়েই এগোচ্ছেন তিনি।

পিএসজি সভাপতির ফ্রান্সের বাড়িতে পুলিশের অভিযান

প্যারিস, ৭ জুলাইঃ কাতারে এক ব্যক্তিকে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগে প্যারিসে পিএসজি চেয়ারম্যান নাসের আল খেলাইফির বাসায় অভিযান চালিয়েছে ফ্রান্সের পুলিশ। মামলার সঙ্গে জড়িত একটি সূত্র ঘটনাটি জানিয়েছেন সংবাদ সংস্থা এএফপিকে। ফরাসি-আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত সেই ব্যক্তির নাম তায়েব বেনআবদেররাহমানে। ৪২ বছর বয়সি এই ব্যক্তি গত জানুয়ারিতে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, কাতারে লবিস্ট হিসেবে কাজ করতেন তিনি। সেখানে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে আটক করা হয়। স্থানীয় পুলিশ তাঁকে ছয় মাস আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। বেনআবদেররাহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, নাসের আল খেলাইফির গোপনীয় কিছু নথিপত্র তাঁর কাছে আছে। কাতারের পুলিশের কাছ থেকে ২০২০ সালের নভেম্বরে ছাড়া পান বেনআবদেররাহমানে। তবে একটি চুক্তিনামায় তাঁকে সই করতে হয়েছিল-নাসের আল খেলাইফির সেসব নথিপত্র ফাঁস করতে পারবেন না। ফ্রান্সের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের (ডিজিএসআই) এক বার্তায় বলা হয়েছে, খেলাইফির সেসব নথিপত্রের মধ্যে একজন নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও আছে। এ ছাড়া ফিফার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল, কাতারের আমির তামিম বিন হাম্মাদ আল থানির সঙ্গে খেলাইফির কথা বলার অডিও তাঁর স্মার্টফোনে সেভ করা ছিল। কাতার কীভাবে ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক হলো এবং টিভি সম্প্রচার স্বত্ব কীভাবে বণ্টন করা হয়েছিল-সেসব বিষয়ে আলোচনার সেই অডিও বার্তায় সেভ করা আছে বলে জানিয়েছে ডিজিএসআই। তবে

বেনআবদেররাহমানের বিরুদ্ধেও আলাদা করে তদন্ত হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে পিএসজি চেয়ারম্যানকে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের অভিযোগ আছে। পিএসজি চেয়ারম্যানের মুখপাত্র সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ''তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন নথিপত্র দেখতে চেয়েছিলেন। তাকে স্বচ্ছতার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা হয়েছে।'' খেলাইফির আইনজীবী এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে তদন্তকারীরা গত সপ্তাহে প্যারিসের সেভেন্থ স্ট্রিটের টাউন হলে অভিযান চালান। ফ্রান্স সরকারের সাবেক মন্ত্রী রাচেদা দাতি এই হল পরিচালনা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে বেনআবদেররাহমানের অভিযোগ, তাঁকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করলেও ছয় মাস যে আটকে রাখা হয়েছিল, সেটি গোপন রাখার কথা বলেছিলেন। তবে দাতির ঘনিষ্ঠ লোকজনের দাবি, বেনআবদেররহমানে একজন 'মাস্টার ব্ল্যাকমেইলার'। গত এপ্রিলে খেলাইফির আইনজীবী জানিয়েছিলেন, তাঁরা বেনআবদেররাহমানের বিরুদ্ধে মামলা করবেন।

'মাঠে গালাগালির বন্য বইয়ে দেন ধোনি', জন্মদিনে হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন ইশান্ত

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃ মহেন্দ্র সিং ধোনির সাফল্যের রহস্য কী? তাঁর আসল শক্তি কোথায়? অধিকাংশ মানুষই বলবেন, চাপের মুখে 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল' থাকাই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রবল উত্তেজনা মুহূর্তেও চোখে মুখে বিরক্তি বা টেনশনের ছাপ না ফেলে বহু ম্যাচ উতরে দিয়েছেন। ক্রিকেটের মতো খেলায় নার্ভ ধরে রেখে, ঠান্ডা মাথায় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সহজ নয়। এই কাজে মাহির সমকক্ষ কেউ নেই। আশ্চর্যভাবে এমনটা মনে করেন না ধোনির একসময়ের সতীর্থ ইশান্ত শর্মা। দিল্লি পেসারের দাবি, ধোনি মোটেও শান্ত এবং ঠান্ডা নন। বরং মাঠে প্রায়শই গালিগালাজ দিতেন। ইশান্ত বলেছেন, ''ধোনির অনেক জায়গাতেই স্ট্রেন্থ আছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে মাথা ঠান্ডার বিষয়টি কোথাও নেই।'' কী বলেছেন ইশান্ত শর্মা? টিআরএস ক্লিপ ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলের পেসার বলেছেন, ''মাহি ভাইয়ের অনেক ক্ষেত্রেই শক্তি রয়েছে। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখা তার মধ্যে একটিও নয়। প্রায়শই মাঠে গালিগালাজ করে। আমি বহুবার এর সাক্ষী থেকেছি।'' অর্থাৎ সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের ধোনিকে নিয়ে যে ধারণা ইশান্ত ঠিক তার উল্টো কথা বলেছেন। মাঠে ধোনি উত্তেজিত হয়ে গালাগালি দেন, এটা সত্যি হলেও মাহি ভক্তরা কতটা বিশ্বাস করবেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। উত্তেজিত হয়ে গালাগালি দিলেও মাঠে ধোনিকে রাগতে দেখা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না বলেই মনে করেন ইশান্ত। একটি টেস্ট ম্যাচের ঘটনাকে স্মরণ করে ইশান্ত জানিয়েছেন, বল থ্রো করার পর ঠিকঠাক কালেক্ট করতে না পারলে ধোনি রেগে যেতেন। তিনি বলেছেন, ''আমি কখনও মাহি ভাইকে রাগতে দেখিনি। তবে যখন বল কালেক্ট করতে পারতাম না তখন বিষয়টি অন্যরকম হয়ে যেত। প্রথম বার বল ছোঁড়ার সময় আমি ওর মুখের ভঙ্গি দেখতাম। দ্বিতীয় বার আরও জোরে বল ছুঁড়ত। তৃতীয় বার গালি দিয়ে বলতেন, আরে হাত লক্ষ্য করে জোরে থ্রো করো।'' ইশান্ত আরও বলেছেন, ''বোলিং শেষ করার পর ধোনি জিজ্ঞেস করতেন, ক্লান্ত হয়ে গিয়েছ? আমি হ্যাঁ বললে বলতেন, বেটা তুমি বুড়ো হচ্ছ। খেলা ছেড়ে দাও।''

৫১তম জন্মদিনে সৌরভের 'বিশেষ' ঘোষণা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ আবার এক রহস্যময় পোস্ট। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সবকটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটিই বার্তা দিয়েছেন। ৮ জুলাই আমার জন্মদিনে একটি বিশেষ ঘোষণা করতে চলেছি। সঙ্গে থাকবেন। শনিবার ৫১ বছরে পা দেবেন প্রাক্তন অধিনায়ক তথা প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫০তম জন্মদিন লন্ডনে গিয়ে কাটালেও, এ বার কলকাতাতেই থাকছেন সৌরভ। বাড়িতেই হবে সেলিব্রেশন, কেক কাটা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে এক বিশেষ ঘোষণা। সোশ্যাল মিডিয়ায় যার ট্রেলার দিয়ে রেখেছেন তিনি। সৌরভের এই রহস্যময় পোস্ট নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। কী হতে পারে এই বিশেষ ঘোষণা? রাজনীতি নাকি বায়োপিক না অন্য কোনও কিছু? অনুমানের খেলা চলছে। কেউ আবার বলছেন, এটা নিছকই প্রমোশন স্টান্ট। অতীতেও সৌরভ ব্র্যান্ডের প্রমোশন আগে একাধিকবার চমক দিয়ে পোস্ট করেছেন। রহস্য উন্মোচন হবে ৮ জুলাই। সৌরভের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে অনেকদিন ধরেই জল্পনা চলছে। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর থেকে নিজেকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন সৌরভ। পঞ্চাশোর্ধ্ব সৌরভের ব্যস্ততা বেড়েছে বই কমেনি। একগুচ্ছ ব্র্যান্ড প্রমোশন, দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর পদ সামলানো এবং বর্তমানে এমসিসি ক্রিকেট কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তিনি। সম্প্রতি একটি ফুড ডেলিভারি অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সৌরভ। এত ব্যস্ততার মাঝেও সৌরভের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা মুছে যায়নি। বরং এই রহস্যময় পোস্টের পর সেই জল্পনা আরও গাঢ় হয়েছে। গত মে মাসে ত্রিপুরার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়। বিজেপি-শাসিত রাজ্যের পণ্য দূত হওয়ায় রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জল্পনার পালে হাওয়া লাগে। যদিও এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন সৌরভ। সংবাদমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ''আমার সবকিছুর সঙ্গে কেন রাজনীতি জুড়ে দেওয়া হয়?'' কিছুদিন আগে প্রকাশিত ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৌরভকে রাজ্যসভায় পাঠানোর পরিকল্পনা করছে বিজেপি। সৌরভকে মনোনয়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি রাজ্যসভা সাংসদ হিসেবে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখতে চলেছেন সৌরভ? জল্পনার অবসান হবে ৮ জুলাই।

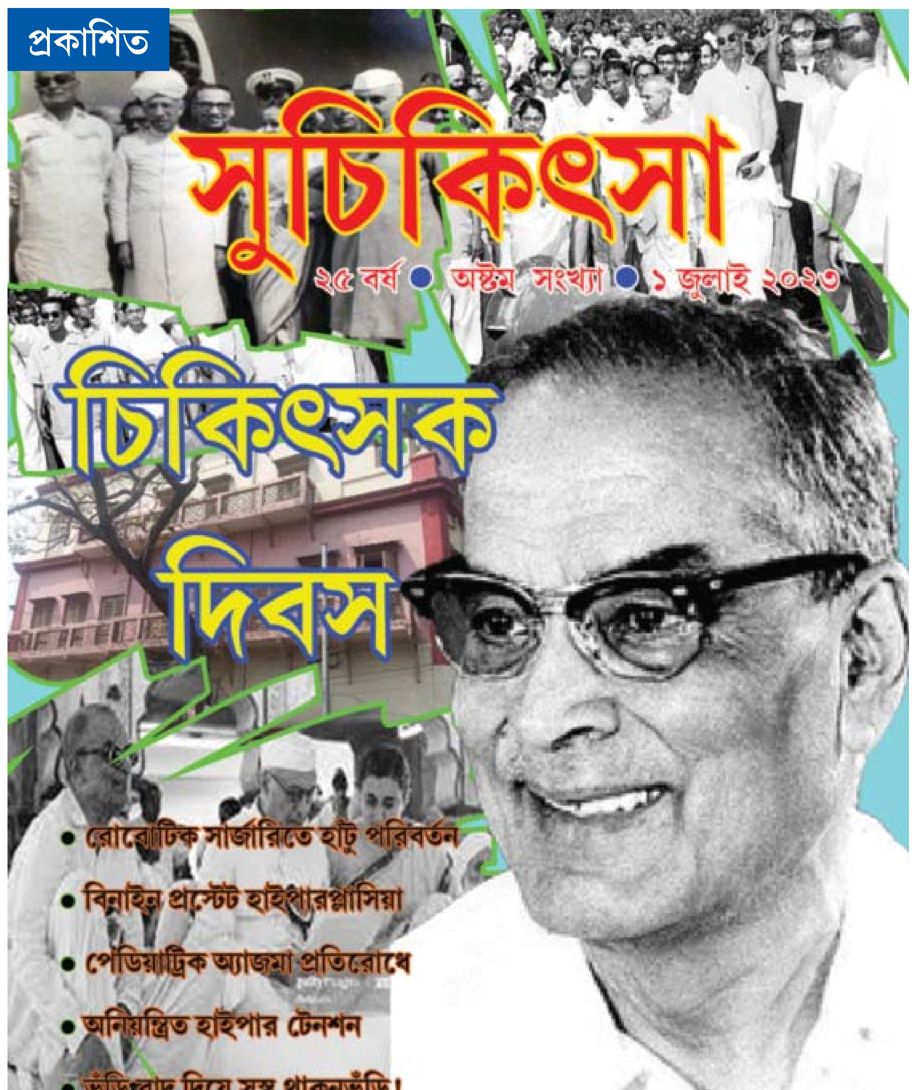

মেসির বার্সেলোনার সতীর্থদের একে একে নিয়ে আসছে ইন্টার মায়ামি

ফ্লোরিডা, ৭ জুলাইঃ কয়েক সপ্তাহ আগে ইন্টার মায়ামির সহমালিক জর্জ মাস টুইটারে একটি রহস্যময় টুইট করেছিলেন। মায়ামির তিনটি গোলাপি জার্সি, যেখানে কোনও নাম লেখা নেই-এমন ছবি পোস্ট করে টুইটারে লিখেছিলেন, 'শিগগিরই আসছে'। দুটি জার্সির মালিক কে হবেন, তা ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন। লিওনেল মেসি ও সের্হিও বুসকেতস। বার্সেলোনার দুই প্রাক্তন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লিগের (এমএলএস) ক্লাবটিতে আবারও সতীর্থ হচ্ছেন। শিগগিরই চুক্তি পাকা হয়ে যাওয়ার কথা। ১৬ জুলাই দুজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ২১ জুলাই অভিষেক হতে পারে। তৃতীয় জার্সিটির মালিক হতে যাচ্ছেন বার্সায় মেসি ও বুসকেতসেরই একসময়ের সতীর্থ জর্দি আলবা। এমএলএসের একটি সূত্র, যিনি আলবার সঙ্গে ইন্টার মায়ামির যোগাযোগের ব্যাপারটি জানেন, তাঁর বরাত দিয়ে খবরটি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম মায়ামি হেরাল্ড। খুব

দ্রুতই মায়ামিতে সই করবেন ৩৪ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার। বার্সেলোনার হয়ে ১১ বছরের কেরিয়ারে ৬ বার লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন আলবা। মায়ামিতে মেসি-বুসকেটসকে সতীর্থ হিসেবে পাওয়ার পাশাপাশি বার্সার প্রাক্তন কোচ জেরার্দো মার্তিনোকেও পাচ্ছেন আলবা। ২০১৩-১৪ মরসুমে বার্সার কোচ ছিলেন মার্তিনো। গত মরসুম শেষেই বার্সাকে বিদায় বলেছিলেন বুসকেতস ও আলবা। বুসকেতস মায়ামিতে যোগ দিলেও ফ্রি এজেন্ট হয়ে ছিলেন আলবা। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা' জানিয়েছে, মেসি ও বুসকেতসের সঙ্গেই ১৬ জুলাই আলবাকেও নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবে মায়ামি। মায়ামি হেরাল্ড জানিয়েছে, সৌদি আরব থেকেও প্রস্তাব পেয়েছিলেন আলবা। কিন্তু মেসি ও বুসকেতসের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বার্সায় মেসির একসময়ের সতীর্থদের মধ্যে আরও একজনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে ইন্টার মায়ামি। মার্কা জানিয়েছে, এমএলএসে দ্বিতীয় জুলাইয়ে দলবদলের দ্বিতীয় পর্বে আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাকে উড়িয়ে আনতে পারে মায়ামি। ক্যাম্প ন্যুতে মেসির সঙ্গে ১৬ বছর কাটানো ইনিয়েস্তা সম্প্রতি জাপানের ক্লাব ভিসেই কোবের সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ করেছেন। ৩৯ বছর বয়সি ইনিয়েস্তা এখনো অবসরের ঘোষণা করেননি। মেসি-বুসকেতসের সঙ্গে আরও একবার মাঠে নামার ইচ্ছা তাঁর হতেই পারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501